অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারই সুখী সমাজের চাবিকাঠি

গত ১৩ই জানুয়ারী'১৮ ঢাকায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাম দল সমূহের প্রতিনিধিদের দু'দিন ব্যাপী সম্মেলন 'ঢাকা ঘোষণা'র মাধ্যমে শেষ হ'ল। সম্মেলনে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল ও বাংলাদেশের বামনেতারা অংশ নেন। সম্মেলন শেষে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা'য় বলা হয় যে, অর্থনৈতিক অসমতাই সকল সংকটের জন্য দায়ী। বলা হয়েছে, বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করছে। যা অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক সংকট বাড়াচ্ছে। ঘোষণায় বলা হয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে, তবে বৈশ্বিকভাবে জনগণকে সংগঠিত করতে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন প্রয়োজন'।

উক্ত ঘোষণায় সমস্যা বলা হয়েছে। কোন সমাধান বলা হয়নি বা এতে ভবিষ্যৎ আশার আলো নেই। বাংলাদেশের সুপরিচিত বাম অর্থনীতিবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আবুল বারাকাত প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ইঙ্গিত করে গত ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, অর্থনীতি শাস্ত্র ৫০০ বছর ধরে যেভাবে এগিয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ শাস্ত্র জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা এ শাস্ত্র জনকল্যাণের কথা ভাবেনি। তার মতে, অর্থনীতি শাস্ত্রে এখন তিনটি বড় ধরনের ব্যর্থতা রয়েছে : বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেই নিজেকে সংশোধন করে নেয়, এই চিন্তাধারাই অর্থনীতির সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা। নৈতিক ব্যর্থতার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'আমরা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যই প্রবৃদ্ধি পূজা করেছি, ভালো জীবনের জন্য নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ফলপ্রদ বাজার তত্ত্বে বিশ্বাসী। এ কারণে এসব প্রতিষ্ঠান মনে করে, অর্থবাজারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন নেই'। বর্তমান সময়ের অর্থনীতি শিক্ষাকে নীতিহীন ও জনকল্যাণবিমুখ বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে অর্থনীতি পড়ানো হচ্ছে, তা শুধু স্যুট-বুট পরা কেরানী তৈরী করছে। তাই দর্শন ও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন বর্তমান অর্থনীতি শাস্ত্রের পাঠ্যক্রমে বড় ধরনের সংস্কার আনা প্রয়োজন'।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর মোহাম্মাদ ফরাসউদ্দীন বলেন, সাধারণ মানুষের জীবনে সমস্যা দু'টো। একটা হ'ল সে কীভাবে বাঁচবে। আরেকটা হ'ল বাঁচার জন্য কী করতে হবে। পুঁজিবাদের বিকল্প 'সাম্যবাদ' সাধারণ মানুষকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। সাম্যবাদের দর্শন যদি এতই আকর্ষণীয় হ'ত, তাহ'লে রাশিয়া ও চীন শুধু রাজনীতির জন্য সাম্যবাদ, আর অর্থনীতির জন্য বাজার ব্যবস্থার কাছে যেত না। এই প্রশ্নের উত্তর অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকদের খুঁজতে হবে। অর্থনীতির সঙ্গে নৈতিকতার একটি সার্বজনীন যোগসূত্র বের করতে হবে'। কথাগুলি নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়।

মানুষের জীবন এক ও অবিভাজ্য। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন আয়-রোজগার যেমন যরূরী, তেমনি তার আয়-ব্যয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নীতি একান্তভাবেই অপরিহার্য। নইলে অসম প্রতিযোগিতা মানুষের সমাজকে হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত করবে। যেমন বাণিজ্যিক যুদ্ধ এখন আণবিক যুদ্ধ ডেকে আনছে। বস্তুতঃ রাজনীতি ও অর্থনীতিকে জীবন থেকে পৃথক ভাবাটাই আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি। মানুষের নিকট মনুষ্যত্বই প্রধান। অর্থ-সম্পদ কখনোই মুখ্য নয়। যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ। আর নৈতিক উন্নতি ব্যতীত বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি স্রেফ মরীচিকা মাত্র। কোন ব্যক্তিই রাজনীতি বা সমাজনীতি কোন ব্যাপারেই বস্তুবাদী বা সেক্যুলার হ'তে পারে না। মানুষের জন্য দৈহিক খাদ্য যেমন প্রয়োজন, তার রূহানী খাদ্য তেমনি প্রয়োজন। সে কেবল ভোগে সন্তুষ্ট নয় বরং ত্যাগেই বেশী তৃপ্ত হয়। আর এখানেই মানুষের উচ্চ মর্যাদা নিহিত। এক্ষণে সর্বোত্তম অর্থনীতি কেবল সেটাই হতে পারে, যা ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে *(ইসরা ১৭/২৯)*। এপথে বড় বাধা হ'ল পুঁজিবাদ। যা ভোগবাদ থেকে উৎসারিত। ব্যক্তি মালিকানা লাভ ও সেজন্য অবাধ প্রতিযোগিতা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ভদ্রবেশী পুঁজিবাদ। যা আসলে কোন মতবাদই নয়। কেননা দু'হাতে লুটপাট করার জন্য কোন পড়াশুনা করা লাগে না। কিন্তু এটাকে ভদ্রতার মুখোশ পরানোর জন্য নিযুক্ত হয়েছেন অর্থনীতিবিদ নামধারী একদল ব্যক্তি। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। ফলে পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত জনতা 'হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করা'র প্রতারণামূলক সমাজবাদী অর্থনীতির শ্লোগান শুনে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যা ছিল এক আগুন থেকে বাঁচার জন্য আরেক আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার শামিল। এর মাধ্যমে ব্যক্তি পুঁজিবাদের বদলে সৃষ্টি হ'ল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। সমাজ দেহের বিভিন্ন স্থানে জমাট বাঁধা সমস্ত রক্ত মাথায় জমা করে তা এখন পুরা দেহকে রক্তশূন্য করে দিল। যার ফলশ্রুতিতে সমাজতন্ত্র অল্প দিনেই মারা পড়ল। যারা এখন এর পক্ষে কথা বলছেন, তাদের জীবনের সর্বত্র পুঁজিবাদ কিলবিল করছে। কথিত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির চাইতে বড় পুঁজিবাদী। গরীব রাষ্ট্রগুলি তাদের নগ্ন শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট। নিজ দেশের নাগরিকদের বাক, ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা কার্যতঃ বিলুপ্ত। জগদ্দল পাথরের মত তাদের মাথার ওপর চেপে আছে সমাজতন্ত্র নামের এই হিংস্র দৈত্য। এক্ষণে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ দুই চরমপন্থী মতবাদের জোয়াল ফেলে মানুষের মুক্তির পথ কি?

[বাকী অংশ ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাউত্বের সমালোচনার জবাব

মূল (উর্দূ) : শায়খ ইরশাদুল হক আছারী
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৫ম কিস্তি)

অনুসৃত ইমামগণ ও উক্ত আয়াতের তাফসীর :

আল্লামা আলবানী (রহঃ) এই হাদীছটির অধীনে তাফসীরে রূহুল মা'আনী হ'তে আল্লামা আলূসীর নিম্নোক্ত উক্তিটি বর্ণনা করেছেন-

'তার রব বানানোর দৃষ্টান্ত এ কথা বলা যে, অমুক অমুকের ইবাদত করে। (এটা সে সময় বলা হয়) যখন তার আনুগত্যে সীমা অতিক্রম করা হয়। এটা হ'ল ইসতি'আরাহ (রূপক)। যেখানে আনুগত্যকে ইবাদতের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। অথবা তার উপর ইবাদত শব্দটির প্রয়োগ মাজাযে মুরসাল বা রূপকভাবে করা হয়েছে। আর শর্তহীন আনুগত্য (দ্বারা) নির্দিষ্ট আনুগত্য (উদ্দেশ্য)। প্রথম কথাটি বেশী স্পষ্ট। আর এটাও বলা হয়েছে যে, তাদেরকে রব বানানো বলতে এটা উদ্দেশ্য যে, তারা তাদেরকে (সৎ লোকদেরকে) সিজদা করত। যা স্রেফ আল্লাহ্র জন্যই করা সঠিক। এভাবে (ব্যাখ্যা করলে) এটা রূপকার্থে নয়। রাসূল (ছাঃ) হ'তে ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পর এতে কারো কথা বলার সুযোগ নেই। (তাদেরকে রব বানাত) এই আয়াতে গোমরাহ ফিরক্বাগুলিকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। যারা তাদের আলেম ও নেতাদের কথার ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অথচ সত্যের অনুসরণ অপরিহার্য। সুতরাং যখন হক্ব প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন মুসলিমের উপর তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। যদিও স্বীয় অনুসৃত ইমামের ইজতিহাদকে ভুল আখ্যা দিতে হয়'।[১]

সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এটা দেখুন যে, আল্লামা আলূসী যিনি এই হাদীছকে ছহীহ বলে মন্তব্য করেছেন, শায়খ শু'আইব বা তার অনুবাদক একে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। যেন বাহ্যিকভাবে এই ধারণা প্রকাশিত না হয়ে যায় যে, আল্লামা আলূসী (রহঃ) এই হাদীছকে ছহীহ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমরা তো তার ভুল বের করছি।

শায়খ শু'আইব বলেছেন যে, এই হাদীছটি দ্বারা শায়খ আলবানী (রহঃ) অনুসৃত ইমামদের সমালোচনা করতেন। অথচ আলেম ও মাশায়েখদেরকে রব বানানো এবং মুজতাহিদ ইমামদের তাক্বলীদ-এর মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। এজন্য যে, ইহূদী-নাছারাদের আলেমগণ তো আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুসমূহকে তাদের জন্য হালাল আখ্যা দিত। পক্ষান্তরে এই ইমামগণ স্বীয় ইজতিহাদে কিতাব ও সুন্নাতের উপর নির্ভর করতেন। সুতরাং যার ইজতিহাদ সঠিক হবে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। আর যার থেকে ভুল সংঘটিত হবে তার জন্যও একটি পুরস্কার রয়েছে। এই আলেমদেরকে ইহূদী-নাছারাদের আলেমদের সাথে তুলনা করা দারুণ অন্যায়। এই বিষয়ে তার সাথে আমার আলোচনাও হয়েছে।[২]

কিন্তু এটাও আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর উপর অপবাদ যে, তিনি এই হাদীছটি দ্বারা অনুসৃত ইমামদের সমালোচনা করতেন। শায়খ শু'আইব তার সাথে কি আলোচনা করেছেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছে তা তো আমাদের জানা নেই। কিন্তু যে কথা তিনি আল্লামা আলবানীর দিকে সম্পর্কিত করেছেন তার সত্যতা আল্লামা আলবানীর নিম্নোক্ত ভাষ্য দ্বারা করা যেতে পারে। যা তিনি আল্লামা শা'রানীর 'মীযানুল কুবরা' এবং মাওলানা আব্দুল হাঈ লাক্ষ্ণৌবীর 'আন-নাফে'উল কাবীর'-এর ইবারতের পর লিখেছেন,

فَإِذَا كَانَ هَذَا عُذْرُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْمُخَالَفَةَ لِلْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ دُوْنَ قَصْدٍ وَهُوَ عُذْرٌ مَقْبُوْلٌ قَطْعاً؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا؛ فَلَا يَجُوْزُ الطَّعْنُ فِيْهِ- كَمَا قَدْ يَفْعَلُ بَعْضُ الجهلة، بَلْ يَجبُ التَّأَدُّبَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ بِهِمْ حُفِظَ هَذَا الدِّيْنَ، ووصل إِلينا مَا وصل مِنْ فُرُوْعِه، وَأَنَّهُ مَأْجُوْرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِمُعَظِّمِيْه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث؛ لأنها لَيْسَتْ مِنْ مَذْهَبِه- كَمَا رَأَيْتَ نُصُوْصَهُ فِيْ ذَلِكَ، فَهَؤُلَاءِ فِيْ وَادٍ، وَأُولَئِكَ فِيْ وَادٍ، وَالْحَقُّ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ-

'যখন ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ হ'তে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছহীহ হাদীছগুলির বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই ওযর হয় এবং এই ওযরটি গ্রহণযোগ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন। তখন ইমাম ছাহেবের উপর ভর্ৎসনা ও কটু মন্তব্য করা জায়েয নয়, যেমনটি কতিপয় অশিক্ষিত মানুষ করে থাকে। বরং তার প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কেননা তাকে ঐ ইমামদের মধ্যে গণ্য করা হয় যাদের মাধ্যমে এই দ্বীনের হেফাযত করা হয়েছে। আর আমাদের পর্যন্ত দ্বীনের শাখাগত মাসাআলা সমূহ তাঁদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। যাহোক ইমাম আবূ হানীফা পুরস্কার ও নেকীর হক্বদার। চাই তার থেকে মাসাআলা সমূহে ভুল

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*
১. *ছহীহাহ ৭/৮৬৫, ৮৬৬।*
২. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৫।*

হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে এটাও জায়েয নেই যে, তাকে সম্মানকারী ব্যক্তি তার সেই উক্তিগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে যেগুলি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা সেগুলি ইমাম ছাহেবের মাযহাব নয়। যেমনটা তার উক্তিসমূহ আপনারা দেখছেন। উভয় পক্ষই বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত। অথচ হক্ব উভয়ের মাঝামাঝিতে রয়েছে। 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল, পরম দয়ালু'।[৩]

অনুরূপভাবে তিনি আল্লামা ইবনু রজব হ'তে পূর্বেই এটা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তির সাথে যদি কারো কথা সাংঘর্ষিক হয়ে যায় তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর কথাই অগ্রগণ্য হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে। আর যদি এ ব্যাপারে ইমামের কথা রাসূলের বিরোধী হয় তাহ'লে ইমামের কথা বাদ দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মানতে হবে। আর এটা বিরোধী ইমামের বড়ত্বের প্রতিবন্ধক নয়। যদিও তিনি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে থাকুন না কেন।

এরপর আল্লামা আলবানী (রহঃ) টীকায় বলেছেন, بَلْ هُوَ مَأْجُوْرٌ لِقَوْلِه صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 'বরং তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বিচারক যখন স্বীয় ইজতিহাদের দ্বারা ফায়ছালা করে তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহ'লে তার জন্য দু'টি পুরস্কার। আর যদি ভুল করে তবে তার জন্য একটি পুরস্কার'।[৪]

সম্মানিত পাঠক! ইনছাফ করুন যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) মুজতাহিদ ইমামগণের সমালোচনা করেছেন এবং তাদেরকে ইহূদী-নাছারাদের আলেমদের সমতুল্য আখ্যা দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন? তিনি তো তাদের এমন মাসায়েল যেগুলিতে তারা ভুল করেছেন সেগুলিতেও তাদের পুরস্কার ও নেকীর হক্বদার ঘোষণা করেছেন। এই কথাটি তো শায়খ শু'আইব বলেছিলেন যে, যার ইজতিহাদ সঠিক হয়ে থাকে তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। আর যার দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়ে গিয়েছে তার জন্যও একটি পুরস্কার রয়েছে। আল্লামা আলবানী (রহঃ) একথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুতরাং শায়খ শু'আইব কর্তৃক আরোপিত এই দুঃসাহসিকতা 'একটা বড় অপবাদ' বৈ কিছুই নয়।

মুক্বাল্লিদদের অবস্থা :

মূলত মুজতাহিদ ইমামদের প্রতি শায়খ আলবানীর কোন অভিযোগ নেই। বরং তার অন্ধ অনুসারীদের প্রতি তাঁর অভিযোগ। যারা মাযহাবী গোঁড়ামি বশত সম্মানিত ইমামদের স্পষ্ট উক্তিসমূহের বিরুদ্ধে তাদের দুর্বল অবস্থানকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেছেন। বরং কতিপয় এমন মাসআলা-মাসায়েলকে লালন করেছেন, যা স্রেফ তাঁদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়েছে। নমুনাস্বরূপ আমরা একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা সম্মানিত পাঠকদের সামনে পেশ করছি যেন আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর অবস্থান বুঝা যায়।

তাশাহহুদে তর্জনী আঙ্গুল উঠানোর হাদীছগুলিকে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, ওয়ায়েল বিন হুজর, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) হ'তে ছহীহ সনদে ছিহাহ, সুনান এবং মাসানীদ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। কতিপয় অন্যান্য ছাহাবী থেকেও এই হাদীছগুলি বর্ণিত আছে। এরই উপর মুহাদ্দিছ ইমামদের এমনকি ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদের ফৎওয়া ও আমল রয়েছে, যেমনটা আল্লামা ইবনে হুমাম ফাৎহুল ক্বাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর-এর হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন, وَبِصَنِيْعِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ 'রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকার উপর আমাদের আমল রয়েছে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফার উক্তি'।[৫]

এই বাস্তবতার বিপরীতে দেখুন 'খুলাছায়ে কায়দানী' যার কভারের উপর তার নাম লেখা হয়েছে যে,

تو طريقہ نماز كے داني
گر نہ داني خلاصۂ كيداني

'যদি তুমি খুলাছায়ে কায়দানীকে না জান তবে তুমি ছালাতের তরীকা কিভাবে জানবে'?

এর পঞ্চম অনুচ্ছেদ যার নাম اَلْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ -এর শিরোনামে ছালাতের হারাম কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এই আঙ্গুল ইশারা করাকে ছালাতের হারাম কাজের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। তার কথাগুলি নিম্নরূপ- اَلْاَشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ كَاَهْلِ الْحَدِيْثِ 'আহলেহাদীছদের মত শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা হারাম'।[৬]

ফাতাওয়া বাযযাযিইয়া *(৪/২৬)* আলমগীরির হাশিয়াতেও একে ছালাতের হারাম কাজসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। রোমের মুফতী আল্লামা আবুস সঊদকে যখন গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলাগুলির উপর গ্রন্থ লেখার আবেদন করা হয় তখন তিনি বললেন, 'বাযযাযিইয়া মওজূদ থাকতে এরূপ গ্রন্থ রচনা করতে আমার লজ্জাবোধ হয়। কেননা তার গ্রন্থটি একটি চমৎকার সারগর্ভ সংকলন। মুশকিল মাসাআলাগুলির সমাধান করেছেন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবেই'।[৭]

---

৩. হাশিয়া ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), পৃঃ ২৫, ১১তম সংস্করণ, ১৪৩০ হিঃ।
৪. ঐ, পৃঃ ৩৩।
৫. মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ১০৬।
৬. লুৎফুল্লাহ আন-নাসাফী আল-কায়দানী (মৃত্যু ৯০০ হিঃ/১৪৯৪ খ্রিঃ), খুলাছায়ে কায়দানী (মুম্বাই, ভারত : মাতবা'আহ ফাতহুল কারীম, ১৮৮৬ খ্রিঃ/১৩০৪ হিঃ), পৃঃ ১৫, ১৬।
৭. কাশফুয যুনূন ১/২৪২।

এতদ্ব্যতীত ফাতাওয়া গিয়াছিয়াহ, ফাতাওয়া লওয়ানওয়াজিয়া, উমদাতুল মুফতী, আয-যাহীরিয়া, আল-খুলাছাহ, আল-ইতাবিয়াহ গ্রন্থগুলিতেও একে নাজায়েয লেখা হয়েছে। যেমনটা মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ *(পৃঃ ১০৬)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বরং 'আল-গিয়াছিয়া' গ্রন্থে ছালাতের মাকরূহ বিষয়াবলী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথম মাসআলা এটাই বর্ণনা করেছেন যে, فِي الْفَتَاوَي لَا يَشِيْرُ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَي 'আল-ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে যে, তাশাহহুদের সময় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে না। এটাই হ'ল অধিক গ্রহণযোগ্য মত। আর এর উপরেই ফৎওয়া রয়েছে'।[৮]

শেষ সময়ে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দীও মাকতূবাত গ্রন্থে বলে দিয়েছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর উক্তি অপ্রচলিত। আর গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহে (এভাবে আঙ্গুল) ইশারা করা হারাম করা হয়েছে। আল্লাহু আকবার! এই ফৎওয়াগুলির ভিত্তিতে যে গোঁড়ামি ও কঠোরতার সৃষ্টি হয়েছে তার ধারণা এর দ্বারা করুন যার উল্লেখ মাওলানা তাক্বী ওছমানীও করেছেন, 'এমনকি বলা হয়েছে যে, مارا قول امام بايد قول رسول كافي نيست 'আমাদের দরকার ইমামের উক্তি। রাসূলের উক্তি যথেষ্ট নয়'।[৯] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন।

আল্লামা রশীদ রেযা বলেছেন, 'আমি এই সংবাদটি পেয়েছি যে, একজন ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠালে তার আঙ্গুল ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল'।[১০]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী মরহূমও আফগানী গোত্রসমূহ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই গোত্রগুলি ছালাতে তাশাহহুদের সময় আঙ্গুল উঠানোকে কঠিন বিদ'আত ও ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ মনে করত। এমনকি কতিপয় অতি উৎসাহী ও ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ছালাতে মুছল্লীর আঙ্গুল ভেঙ্গে দেওয়াকেও কোন দোষ মনে করত না। আর এই সব হ'ত এর ভিত্তিতে যে, কতিপয় ফিক্বহ গ্রন্থে যেমন 'খুলাছায়ে কায়দানী'-তে তাশাহহুদের সময় আঙ্গুল উঠানোকে হারাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১১]

চিন্তা করুন! অসংখ্য ফিক্বহে হানাফীর ফিক্বহ ও ফৎওয়ার গ্রন্থ সমূহে এই হানাফী মাসলাকের ভিত্তি কি? কোন হাদীছ বা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তার ছাত্রদের ফৎওয়া ও ফায়ছালা? কক্ষনো নয়। ব্যস, কোন দয়ালু ব্যক্তি একে হানাফী মাসলাক বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এরপর ফলাফল কি হয়েছে তা আপনাদের সামনে রয়েছে। এখানে একটি হালাল ও মাসনূন আমলকে হারাম বা মাকরূহ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, না-কি হয়নি? আর এটা اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে *(তওবা ৯/৩১)* এই আয়াতের সত্যায়ন কি-না?।

নিঃসন্দেহে অধিকাংশ হানাফী আলেম ছালাতে এই ইশারাকে মাসনূন বলেছেন এবং হারাম বা মাকরূহ আখ্যা দানকারীদের খণ্ডনও করেছেন। তা সত্ত্বেও মা ওয়ারা-আন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা), খুরাসান, ইরাক, রোম এবং হিন্দুস্তানের কতিপয় দেশে অধিকাংশ হানাফী আলেম এই সুন্নাতকে অস্বীকার করেছেন। আল্লামা আলী ক্বারী (রহঃ) এই অবস্থানটির খণ্ডনে দু'টি পুস্তিকা লিখেছেন। একটি হ'ল- تَزْيِيْنُ الْاِشَارَةِ لِتَحْسِيْنِ الْاِشَارَةِ তাঁর কতিপয় সমকালীন আলেম এর উপর অভিযোগ করেছেন এবং কতিপয় ফিক্বহী গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ইশারা না করাই হচ্ছে মনোনীত মাযহাব। আর কেউ কেউ একে মাকরূহ বলেছেন। কতিপয় আলেমের ধারণা হ'ল, প্রতিটি মাকরূহ হ'ল হারাম। এরই ভিত্তিতে কায়দানী একে হারাম বলেছেন। কায়দানী বড় আলেম ছিলেন। 'দ্বীনের হাফেয' তার উপাধি ছিল। আর আবুল বারাকাত ছিল তার উপনাম। তারই জবাবে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী এ বিষয়ে اَلتَّدْهِيْنُ لِلتَّزْيِيْنِ عَلَي وَجْهِ التَّبْيِيْنِ নামে আরেকটি পুস্তিকা রচনা করেন। আর দু'টি গ্রন্থেই আঙ্গুল ইশারাকে অস্বীকারকারীদের মতকে শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। এমনকি বলেছেন যে,

وَاَمَّا الْقَائِلُ بِحُرْمَتِهَا الْمُنْفَرِدِ بِكَيْفِيَّتِهَا الْمُسَمَّي بِمُلاَّ لُطْفُ اللهِ النَّسَفِيْ الْمَشْهُوْرِ بِالْفَاضِلِ الْكَيْدَانِي كَمَا صَرَّحَ بَهِ شَارِحُهُ مَوْلاَنَا شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ الْقُهُسْتَانِي فَقَوْلُهُ مِنْ اَقْبَحِ الْقَبِيْحِ بَلْ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيْحِ حَيْثُ وَقَعَ مُخَالِفًا لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ مُنَاقِضًا لِقَوْلِ اَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ عَلَي مَا ثَبَتَ عَنْهُمْ بِالتَّصْرِيْحِ- وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمَشَائِخِ وَالْفُضَلاَءِ بَلْ اِنْعَقَدَ عَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ-

'রইল এর হারাম হওয়ার প্রবক্তার কথা। যিনি এর ধরণ সম্পর্কে একক অবস্থানে আছেন। যার নাম মোল্লা লুৎফুল্লাহ নাসাফী। যিনি ফাযেলে কায়দানী উপাধিতে প্রসিদ্ধ। যেমনটা তার ব্যাখ্যাকারক মাওলানা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ কুহুসতানী বলেছেন, 'তার উক্তিটি খুবই নিকৃষ্ট। বরং স্পষ্ট কুফরী। এজন্য যে, তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং মাযহাবের ইমামদের উক্তির বিপরীত। পক্ষান্তরে স্পষ্টভাবে তাদের থেকে এটি প্রমাণিত রয়েছে। এ ব্যাপারে ওলামা-মাশায়েখ

---

৮. আল-গিয়াছিয়া পৃঃ ২৯।
৯. দরসে তিরমিযী ২/৬২।
১০. মুক্বাদ্দামা মুগনী পৃঃ ১৩।
১১. যাব ঈমান কী বাহার আ-ঈ টীকা পৃঃ ২১৩, ২১৪।

ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এমনকি এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে। অনুরূপভাবে ‘আত-তাযয়ীন’ গ্রন্থে তিনি আল্লামা কায়দানীর উক্তিটি বর্ণনা করে বলেছেন,

هَذَا مِنْهُ خَطَأٌ عَظِيْمٌ وَجُرْمٌ جَسِيْمٌ منشوه الْجَهْلِ عَنِ قَوَاعِدِ الْأُصُوْلِ وَمَرَاتِبِ الْفُرُوْعِ مِنَ الْمَنْقُوْلِ وَلَوْ لَا حُسْنُ الظَّنِّ بِهِ وَتَأْوِيْلُ كَلَامِهِ بِسَبَبِهِ لَكَانَ كُفْرًا صَرِيْحًا وَارْتِدَادًا صَحِيْحًا- فَهَلْ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَحْرُمَ مَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَادَ نَقْلُهُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَوَاتِرًا وَيَمْنَعُ مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ كَانَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ-

‘আল্লামা কায়দানীর পক্ষ হ’তে এটা মস্ত বড় ভুল ও বিশাল অপরাধ। যার কারণ হ’ল উছূলী ক্বায়েদা ও শাখাগত স্তরসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। যদি তার সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকত এবং তার কথার তাবীল না হ’ত তবে তার উক্তির ভিত্তিতে এটা তার স্পষ্ট কুফরী ও বাস্তবিকই ধর্মচ্যুতি হিসাবে গণ্য হ’ত। কোন মুমিন কি একে হারাম আখ্যা দিতে পারে যা রাসূলুলাহ (ছাঃ) হ’তে আমলগতভাবে প্রমাণিত? আর সেই আমলটি তার হ’তে প্রায় মুতাওয়াতির বা অবিরত ধারায় বর্ণিত। অথচ তিনি সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, যার উপর যুগের পর যুগ সর্বতোভাবে আলেমদের আমল রয়েছে’।[12]

আমরা আরয করেছি যে, আল্লামা কায়দানী একাই হারাম হওয়ার ফৎওয়া দেননি। বরং ইমাম হাফেযুদ্দীন ইবনে শিহাব বাযযাযও (এই ফৎওয়া দিয়েছেন)। দলীল-এর মোকাবেলায় এ ধরনের ফৎওয়া ও এ বিষয়ে গোঁড়ামি করা কিসের ইঙ্গিতবাহী?

এটাই একমাত্র মাসআলা নয়। এই ধরনের ডজনখানিক রয়েছে যেগুলিতে সুস্পষ্ট দলীল-এর বিপরীতে মাসআলার নির্লিপ্ততা ও গোঁড়ামিকেই প্রকাশ করা হয়েছে। আর এ সম্পর্কেই আল্লামা আলবানী (রহঃ) সমালোচনা করেছেন। অসংখ্য আলেম একে এই গোঁড়ামিকেই اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ- এর সত্যায়ন আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

قَالَ شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ شَاهَدْتُ جَمَاعَةً مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ، قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ كَثِيرَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ بِخِلَافِ تِلْكَ الْآيَاتِ، فَلَمْ يَقْبَلُوا تِلْكَ الْآيَاتِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا وَبَقُوا يَنْظُرُونَ إِلَيَّ كَالْمُتَعَجِّبِ، يَعْنِي كَيْفَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ سَلَفِنَا وَرَدَتْ عَلَى خِلَافِهَا-

‘আমাদের শায়খ, মাওলানা, খাতিমুল মুহাক্কিক্বীন ওয়াল মুজতাহিদীন বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমি ফক্বীহদের তাক্বলীদকারী একটি জামা‘আতকে দেখেছি। আমি কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে তাদেরকে কুরআনের অসংখ্য আয়াত পড়ে শুনিয়েছি। তাদের মাযহাব এই আয়াতগুলির বিরোধী ছিল। তারা এই আয়াতগুলির (মর্ম, বিধান) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সেদিকে তারা দৃকপাতও করেননি। আমার প্রতি তারা অবাক বিস্ময়ে দেখছিলেন যে, অত্র আয়াতগুলির বাহ্যিক অর্থের উপর কিভাবে আমল করা সম্ভব যখন আমাদের পূর্ববর্তীদের আমল অত্র আয়াতগুলির বিরোধী’।[13]

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলবী এই ভুল নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘আফসোস! যদি আমি জানতাম যে, একজন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ কিভাবে জায়েয হ’তে পারে যখন রাসূল (ছাঃ) হ’তে বর্ণিত বর্ণনাসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব। আর তা অনুসরণীয় ইমামের উক্তির স্পষ্ট বিরোধী হয়। যদি (এই অবস্থায়) স্বীয় ইমামের উক্তি বর্জন করা না হয় তবে এতে শিরকের আশঙ্কা রয়েছে। যার পক্ষে তিরমিযীর হাদীছটি নির্দেশ করছে। যা আদী ইবনে হাতেম বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা‘আলার এই বক্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ‘তারা তাদের স্বীয় আলেম ও পীরদেরকে এবং ঈসা বিন মারয়ামকে আল্লাহ ব্যতীত রব বানিয়ে নিয়েছে’। আমি বললাম, জনাব! আমরা তো তাদেরকে রব বানাইনি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘যে বস্তু তারা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলিকে তোমরা হালাল মনে কর আর যেসকল বস্তুকে তারা হারাম মনে করত সেগুলিকে তোমরা হারাম মনে কর (এটাই হচ্ছে তাদেরকে রব বানানো)। এর দ্বারা ইমামদের উক্তির মোকাবেলায় দলীলকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সেগুলিকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। বরং শরী‘আতের দলীলসমূহকে ইমামদের উক্তির দিকে ফেরানো উদ্দেশ্য। এর দ্বারা প্রতীয়মান হ’ল যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথার অনুসরণ করা যদিও কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ তার বিরোধী হয়। আর কুরআন ও সুন্নাত ইমামের বক্তব্যের দিকে তাবীল করা নাছারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ ও শরীকানার অংশ’।[14]

স্বীয় ইমামের কথা মোতাবেক হাদীছের তাবীল করা বরং মর্মগত বিকৃতি করার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যার আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। আল্লামা ইযয বিন আব্দুস সালাম, ইমাম রাযী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াৎ সিন্ধী, আল্লামা সুয়ূত্বী, আল্লামা ছালেহ ফুল্লানী, আল্লামা

১২. *আত-তাযঈন পৃঃ ৬৬, ৬৭।*

১৩. *আত-তাফসীরুল কাবীর ১৮/৩৭।*

১৪. *তানবীরুল আইনাইন পৃঃ ২৭, প্রকাশনায় : লাহোর।*

শা'রানী, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তার বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। আমরা এখানে স্রেফ এই নিবেদন করতে চাই যে, সুস্পষ্ট দলীলের মোকাবেলায় স্রেফ ফিক্বহী বর্ণনার উপর গোঁড়ামি করা এবং দলীলের তাবীলের পন্থা أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ -এর সত্যায়ন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, 'কতিপয় মুক্বাল্লিদ স্বীয় ইমামকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত এবং ওয়াজিব ও ফরযরূপে তার আনুগত্য করার ধারণা পোষণ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন যে, যেভাবে ছহীহ হাদীছ ইমামের উক্তির বিরোধী হয় এবং নির্ভরযোগ্য ইমামের ক্বিয়াস হয়ে থাকে। আবার অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হাদীছের মধ্যে সৃষ্টি করে বা এর দূরবর্তী তাবীল করে হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করবেন। আর ইমামের উক্তিকে বর্জন করবেন না। এমন তাক্বলীদ হারাম এবং أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'আল্লাহর এই আয়াতটির সত্যায়ন আর মরহূম ইমামদের অছিয়তের বিরোধী'।[১৫]

এজন্য ঐ সকল গোঁড়াপন্থী মুক্বাল্লিদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিশ্চিতরূপে সম্মানিত ইমামদের উপর নয়। যেমনটা শায়খ শু'আইব মনে করেছেন। আল্লামা ছালেহ ফুল্লানী স্পষ্টভাবে লিখেছেন, وَالْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ بَرِيْئُوْنَ مِنْهُ فَهُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ بِمَنْزِلَةِ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ- 'এমন মুক্বাল্লিদ হ'তে সকল ইমাম মুক্ত। তার সাথে নিজের ইমামদের সম্পর্ক আহলে কিতাবদের আলেমদের অনুরূপ'।[১৬]

এজন্য সম্মানিত ইমামগণ এমন গোঁড়াপন্থী মুক্বাল্লিদদের কর্মপন্থা হ'তে মুক্ত। বরং যদি ইজতিহাদ গতভাবে তাদের ভুলও হয় তবুও তারা পুরস্কারপ্রাপ্ত। অবশ্য গোঁড়াপন্থী মুক্বাল্লিদরা পাপী। আর তাদের কর্মপন্থা أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ এবং আদী বিন হাতেম (রাঃ)-এর হাদীছটির অনুরূপ।

আবার তাল-বাহানা করার যে দরজা খোলা হয়েছে, সেটা কি শরী'আত বানানো এবং এই আয়াতটির সত্যায়ন নয়? পূর্বের যুগের কথা বাদ দিন। সাম্প্রতিক কালে এর ভয়ানক অবস্থা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহূম 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। শায়খ শু'আইব এবং তার সাথীরা যদি বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখেন তবে এর দ্বারা সত্য পরিবর্তিত হ'তে পারে না।

গবেষণার অস্পষ্ট মানহাজ :

এ শিরোনামে শায়খ শু'আইব যা কিছু লিখেছেন তার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই যে, সিলসিলা ছহীহাহ এবং যঈফায় কোন সজ্জায়ন নেই। যে হাদীছটি আল্লামা আলবানী (রহঃ) পেতেন স্বীয় তাহক্বীক্ব মোতাবেক তাকে ছহীহাহ বা যঈফাহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে দিতেন।

এই অভিযোগটি সস্থানে ঠিক। যদি তিনি ফিক্বহী বা আরবী বর্ণমালার বিন্যাস করতেন তবে অধিকতর উপকার হ'ত। কিন্তু তিনি এই কথাটি বলেছেন যে, 'যঈফ ও মাওযূ হাদীছগুলি নতুনভাবে লোকদের মধ্যে বিস্তার করার কোন দরকার ছিল না। বর্তমান যুগের কেউ সেগুলি সম্পর্কে অবগত ছিল না। যেমন عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ শীর্ষক হাদীছটি অর্থাৎ ডালকে আবশ্যিকভাবে আঁকড়ে ধর এজন্য যে, এটা সত্তরজন নবী (আঃ)-এর পবিত্র মুখের খাদ্য ছিল। উত্তম হ'ত, যদি এই বানোয়াট হাদীছটি বিস্মৃতির পর্দার অন্তরালে অন্তরীণ থাকত'।[১৭]

কিন্তু এটা শায়খ শু'আইবের মানহাজ হ'তে পারে, মুহাদ্দিছীনে কেরামের নয়। মুহাদ্দিছগণ যেখানে ছহীহ এবং আমলযোগ্য বর্ণনাসমূহ সংকলন করেছেন সেখানে তারা বাজে, যঈফ এবং বানোয়াট বর্ণনাসমূহেরও পিছু নিয়েছেন। বাকী থাকল সেই বর্ণনাটি যার উদ্ধৃতি শায়খ শু'আইব প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে তার স্বয়ং চিন্তা করা উচিৎ ছিল যে, আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ)-একে বানোয়াট বলেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) একে স্রেফ যঈফ বলেছেন।[১৮]

এখন যদি কেউ আল্লামা সুয়ূত্বীর এই ফায়ছালার উপর ভিত্তি করে একে 'ডাল শরীফ'-এর ফযীলত আখ্যা দেন এবং 'ফাযায়েলে যঈফ হাদীছসমূহ গ্রহণীয় হয়'-কথাটির সাহায্য নেন তখন শায়খ শু'আইব কি বলবেন? বিশেষত যখন ইবনুল জাওযীর এই হুকুম সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূত্বী 'আল-লাআলী আল-মাছনূ'আহ' গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন এবং ইবনু আর্রাক্বও তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেছেন।[১৯]

পক্ষান্তরে এটা এমন কোন বর্ণনা নয় যেটা পর্দার অন্তরালে গুম হয়ে আছে। বরং আল্লামা আলবানী (রহঃ)ও উল্লেখ করেছেন যে, এটা প্রসিদ্ধ হাদীছগুলির মধ্যে গণ্য হয়। আর আল্লামা যারকাশী (রহঃ) 'আল-লাআলী আল-মানছূরাহ ফিল আহাদীছিল মুশতাহারাহ' গ্রন্থে একে উল্লেখ করেছেন *(ক্রমিক ১৪৩)*।

আরো নিবেদন রইল যে, আল্লামা ইবনে তূলূন (রহঃ)ও 'আশ-শাযারাতু ফিল আহাদীছি মুশতাহিরাহ' গ্রন্থে *(২/১৪, ক্রমিক ৬৫৩)*, আল্লামা যারকাশী 'আত-তাযকিরাহ ফিল আহাদীছ আল-মুশতাহিরাহ' গ্রন্থে *(পৃঃ ১৫৪)*, সুয়ূত্বী আদ-দুরারুল মুনতাছারাহ ফিল আহাদীছিল মুশতাহারাহ গ্রন্থে *(পৃঃ ১৫৪)*, আল্লামা সাখাবী (রহঃ) 'আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিম মিনাল আহাদীছ আল-মুশতাহারাহ আলাল আলসিনাহ' গ্রন্থে *(ক্রমিক ৭৬৩, পৃঃ ৩০৩)*, আল্লামা আজলূনী

১৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৯৭, দারুল উলূম, করাচী।
১৬. ঈক্বাযু হিমাম উলিল আবছার পৃঃ ৯১।
১৭. মাসিক বাইয়েনাত পৃঃ ৩৫।
১৮. আল-জামেউছ ছগীর ২/৬৩।
১৯. তানযীহুশ শরী'আহ ২/২৪৩।

কাশফুল খাফা গ্রন্থে (২/১২০) একে প্রসিদ্ধ হাদীছসমূহে গণ্য করেছেন। আর শায়খ শু'আইব নিজেই বলেছেন, 'অবশ্য লোকদের মাঝে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ হাদীছগুলির অবস্থা বর্ণনা করা ও সেগুলির সমালোচনা করায় কোন দোষ নেই'।[২০]

এজন্য আল্লামা আলবানী মুখে মুখে প্রসিদ্ধ এই বর্ণনাটিকে যঈফা গ্রন্থে উল্লেখ করে এবং আল-জামেউছ ছগীর গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূত্বীর দুর্বল অবস্থানকে বর্ণনা করে এর মাওযূ বা জাল হওয়ার বিষয়টি খোলাছা করে কোন অপরাধ করেননি। পেরেশানী তো খোদ শায়খ শু'আইবের ন্যায় বুযুর্গের উপর যিনি 'ডাল শরীফ'-এর এই বর্ণনাটিকে পূর্ববর্তীদের বিপরীতে 'বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গেছে' মনে করছেন; আবার উল্টো আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করছেন। বড়ই আফসোস!

হাদীছের শ্রেণীবিন্যাস ও সনদসমূহের বিলুপ্তিকরণ :

এই শিরোনামে শায়খ শু'আইবের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর অন্যতম সমালোচিত একটি বিষয় এই যে, তিনি সুনানে আরবা'আর ছহীহ ও যঈফ হাদীছগুলিকে আলাদা আলাদা করে প্রকাশ করেছেন এবং সেগুলির সনদসমূহ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। অথচ সনদগুলিকে বিলুপ্ত না করাই ছিল ইলমী সততার দাবী'।[২১]

আরয রইল যে, এটাও শায়খ শু'আইবের বেখবর থাকার দলীল। সুনানে আরবা'আর ছহীহ এবং যঈফ হাদীছগুলির বিভাজনে সনদসমূহের বিলুপ্তি আল্লামা আলবানী (রহঃ) করেননি। বরং গ্রন্থের প্রকাশক এমনটা করেছেন। প্রকৃত বাস্তবতাকে শায়খ আলবানী (রহঃ) নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'গ্রন্থ প্রকাশকরা লিখেছেন, صَحِيْحُ ابْنِ مَاجَهْ بِاخْتِصَارِ السَّنَد (ছহীহ ইবনু মাজাহ : সংক্ষিপ্ত সনদে)। আর তারা (প্রকাশকগণ) অন্যান্য সুনান গ্রন্থসমূহেও এমনটা করেছেন এবং লিখেছেন, 'রচনায় : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী'। অথচ এটা আলবানীর নামে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যারোপ। فَإِنَّ الْاخْتِصَارَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِّي، وَفِيْهِ أَوْهَامٌ وَتَخْلِيْطَاتٌ وَجُهَالَاتٌ كَثِيْرَةٌ جداً لَا يُمْكِنُ إِحْصَاؤُهَا- এই সংক্ষিপ্তকরণ আমার পক্ষ হ'তে হয়নি। বরং আমার নামে অসংখ্য গোঁজামিল ও ভ্রান্তিও এতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে'।

এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বরং দুঃখ ভরা কাহিনী তিনি 'সিলসিলা ছহীহাহ' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ (*হা/৩০১৬, ৭/৪১*)-এর মধ্যে এটা দেখতে পারেন। এই রকম ঘটনার প্রতি তিনি অন্যত্রও (*হা/৩২০৩, পৃঃ ৬১৭*) ইঙ্গিত করেছেন।

শায়খ শু'আইব সাধারণত আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রয়েছেন। এজন্য তার এই অপবাদ 'অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ন্যায়' হয়েছে অথবা সমকালীন হওয়ার ফলাফল।

অন্যান্য ইমামদের বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা :

শায়খ শু'আইব এই অপবাদও আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর উপর আরোপ করেছেন যে, 'তিনি হাদীছের উপর হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামদের উক্তিসমূহ এড়িয়ে যেতেন। তিনি যখন কোন হাদীছকে ছহীহ আখ্যা দেন যেটাকে অন্যান্য (হাদীছের) হাফেযগণ যঈফ বলেছেন; তখন অন্যান্য (হাফেয, ইমামদের) উক্তিসমূহ তিনি উল্লেখ করতেন না। এমনটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি লোকদেরকে স্বীয় উক্তিসমূহের আনুগত্য করানোর জন্য দাঁড় করাতে চান'।[২২]

কিন্তু প্রথম দাবীর ন্যায় এই দাবীটিও ভিত্তিহীন। আফসোস! শায়খ শু'আইব আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর ছহীহ আখ্যাদানকৃত হাযারো হাদীছের মধ্য হ'তে একটির উদাহরণও যদি পেশ করতেন! কোন হাদীছের তাছহীহ হোক বা তাযঈফ হোক-তিনি উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত ইমামদের উক্তিসমূহ উল্লেখ করেন এবং যেটাকে ইলমী মূলনীতির আলোকে সঠিক মনে করেন সেটার (অনুকূলে) ফায়ছালা দেন। 'তিনি লোকদেরকে স্বীয় উক্তিসমূহের আনুগত্য করানোর জন্য দাঁড় করাতে চান'-কথাটিও শায়খ শু'আইবের মনগড়া আবিষ্কার। যদি এমনটা হ'ত তাহ'লে তার হুকুমের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তার ছাত্ররা 'দাঁড়িয়ে' যেতেন। পক্ষান্তরে আমরা দেখি যে, তারা শায়খের সাথে এখতেলাফ করেছেন। এমনকি আমর আব্দুল আযীম হুয়ায়নী তার ছাত্র আবূ ইসহাক্ব হুয়ায়নীর ইখতিলাফের উপর الترياق باحاديث قواها الالباني وضعها ابو اسحاق নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা আলাদা বিষয় যে, তাছহীহ ও তাযঈফের জন্য পূর্বোক্ত ইমামদের সকল উক্তি অবগত থাকার দাবী কেউই করেননি। وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْم 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী রয়েছে'-এরই বাস্তব ইঙ্গিত। যা অস্বীকার করার সুযোগ কারো নেই।

শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর কাজের পুনঃনিরীক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা :

এই শিরোনামের অধীনে শায়খ শু'আইব বলেছেন যে, 'আল্লামা আলবানীর ইলমী কাজের উপর পুনঃনিরীক্ষণ করা প্রয়োজন'। এই কথাকে কে অস্বীকার করতে পারে? তাঁর ছাত্ররাও এটা অস্বীকার করেন না। এটাই কারণ যে তারা তার (আলবানীর) সাথে মতানৈক্যও করেন। আল্লামা আলবানী হোন বা অন্য কেউ হোন-কারো হুকুমকে শেষ বক্তব্য বলা যেতে পারে না। তবে আল্লাহ যা চান তা

২০. *মাসিক বাইয়েনাত পৃঃ ৩৫।*
২১. *মাসিক বাইয়েনাত পৃঃ ৩৫।*
২২. *মাসিক বাইয়েনাত পৃঃ ৩৪।*

ব্যতীত। শায়খ শু'আইবের এ জাতীয় কাজের কি পুনঃনিরীক্ষণ করার সুযোগ নেই? মুসনাদে আহমাদ যা তার তাহক্বীক্ব ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে; আর এই আলোচনায় তিনি নিজের কতিপয় তাহক্বীক্বের বরাত দিয়েছেন। এতে *(হা/১৭১৬৫, ২৮/৩৯৮)* আবূ আমের আশ'আরী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, اسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لانْقِطَاعه 'ইনক্বিতার কারণে এর সনদ যঈফ'। কেননা আলী বিন মুদরিক হযরত আবূ আমের (রাঃ)-এর থেকে শ্রবণ করেননি। এই বর্ণনাটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং এটা ১৭৭৯৮ হাদীছের অধীনেও বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে শায়খ শু'আইব বলেছেন, اسْنَادُهُ صَحِيْحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ 'এর সনদ ছহীহ। এর রাবীগণ ছিক্বাহ'। যদি স্রেফ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ বলতেন তাহ'লে তাতে পুনঃনিরীক্ষণ করার দরকার হ'ত না। কিন্তু যখন اسْنَادُهُ صَحِيْحٌ 'এর সনদ ছহীহ' বলা হয়েছে তখন এটা পূর্বের হুকুমের বিরোধী হয়েছে। আর মজার বিষয় এই যে, উভয় স্থানে যথারীতি হাদীছ নং সহ তা পুনরুল্লেখিত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বলুন! এখন এই স্ব বিরোধী হুকুম সম্পর্কে কি বলা যাবে?

শায়খ শু'আইব-ই নন বরং আল্লামা আলবানী (রহঃ)ও প্রথমে এই বর্ণনাকে ছহীহাহ গ্রন্থে *(হা/২৫৬০)* উল্লেখ করেছেন এবং ইনক্বিতার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু এরপর যঈফা গ্রন্থেও *(হা/৪১৩২)* এটা নিয়ে এসেছেন এবং ইনক্বিতা অস্বীকারকারীদের খণ্ডন করেছেন।

এভাবে শায়খ শু'আইব একটি বর্ণনার উপর আলোচনায় বলেছেন, আবূ আযিবের জীবনী না আল্লামা হুসাইনী আল-ইকমাল গ্রন্থে করেছেন আর না হাফেয ইবনু হাজার আত-তা'জীল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ সেটা তার শর্ত অনুসারে।

অথচ আবূ আযিব আল-ইকমাল এবং তা'জলীলু মানফা'আহ গ্রন্থের শর্ত অনুযায়ীই নেই। কেননা ইনি ইবনু মাজাহর রাবী। আর আত-তাহযীব গ্রন্থে *(১২/১৪২)* হাফেয ইবনু হাজার তাকে উল্লেখ করেছেন। আবূ আযিবের নাম মুসলিম বিন আমর। শায়খ শু'আইব তাকে রাবীদের নামের মধ্যে তালাশ করতে থেকেছেন। অন্যদিকে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাকে উপনামে উল্লেখ করেছেন। এতদ্ব্যতীত আব্দুর রহমান বিন হাযরামী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব বলেছেন যে, 'আমরা তার জীবনী পাইনি'।[২৩] অথচ ইমাম বুখারী (রহঃ) তার জীবনী 'আত-তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনু হিব্বান 'আছ-ছিক্বাত' *(৫/১০০)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে মুসনাদ আহমাদে 'আবূ মনছূর যায়দ বিন ওয়াহাব হ'তে' সনদ রয়েছে। যেটিকে শায়খ শু'আইব আবূ মনছূরের পরিবর্তে 'মনছূর' বানিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, ইনি হ'লেন মনছূর বিন মু'তামির। আমরা মনছূর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারিনি যে, ইনি কে। তিনি এটাও বলেছেন, 'উছূলে খাত্বিইয়া' এবং জামিউল মাসানীদেও আবূ মনছূর-ই রয়েছে। অথচ আবূ মনছূর নামটিই ছহীহ। তার নাম মায়মূন আল-জুহানী। আর তার জীবনী আত-তারীখুল কাবীর *(৭/১৩৪২)*, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল *(৭/২৩৫)*, ইবনু হিব্বানের আছ-ছিক্বাত *(৭/৪৭৩)* ইত্যাদি গ্রন্থে মওজুদ আছে। আর তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী।

এছাড়া শায়খ শু'আইব এটাও বলেছেন যে, এই হাদীছটি 'মনছূর' থেকে কেউই বর্ণনা করেননি। অথচ এই বর্ণনাটি আবূ মনছূর মায়মূন হ'তে ত্বাবারানী আল-আওসাত্ব *(হা/৩১৮৩)* গ্রন্থে এবং ইমাম দারাকুৎনী আল-ইফরাদ ওয়াল-গারাইব *(৪/১১৮)* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আত্বরাফুল গারাইব ওয়াল ইফরাদ *(হা/৪৬৩৭, ৫/৪৯)* গ্রন্থে আছে। ইমাম ত্বাবারানী (রহঃ) বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (বিন ফুযাইল) ব্যতীত এই হাদীছটি আবূ মনছূর হ'তে আর কেউই বর্ণনা করেননি'। অবশ্য আত্বরাফ গ্রন্থে ভুলক্রমে মনছূর বিন মায়মূন আল-জুহানী লিখিত হয়েছে। সঠিক হ'ল আবূ মনছূর মায়মূন আল-জুহানী।

শায়খ শু'আইব আরো বলেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ মাহীছাহ হতে'-কে তা আমরা জানি না। সম্ভবত এটি মুহাম্মাদ বিন আইয়ূব হ'তে বিকৃত হয়ে এসেছে।

আরয রইল যে, কোন তাহরীফ হয়নি। ইনি হ'লেন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আল-কুরাশী আল-জুমাহী। যিনি ছিহাহ তথা কুতুবে সিত্তার রাবী। তাহযীব গ্রন্থে *(৯/১৬৯)* তার জীবনী মওজূদ আছে।

এই ধরনের আরো দৃষ্টান্ত মওজূদ আছে। সেজন্য কার কাজের ক্ষেত্রে পুনঃ তদন্তের অবকাশ নেই? আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির বক্তব্য ও কাজের উপর পুনঃনিরীক্ষণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। (শুধু) আল্লামা আলবানী (রহঃ) সম্পর্কেই এমন বক্তব্য প্রদান স্রেফ কথায় রং চড়ানোর বৃথা চেষ্টা।

শায়খ আলবানীর ফিক্বহী মর্যাদা :

শায়খ শু'আইব আল্লামা আলবানীর হাদীছের খেদমত স্বীকার করেন। কিন্তু এই সম্পর্কে তার যে সাবধানতা রয়েছে তার পর্যালোচনা আমরা সম্মানিত পাঠকদের সামনে পেশ করে এসেছি। রইল আল্লামা আলবানীর ফিক্বহী মর্যাদার বিষয়টি, তো এ সম্পর্কে শায়খ শু'আইব বলেছেন, 'ফিক্বহ তার বিষয়-ই নয়'।[২৪]

অথচ শায়খ আলবানীর বই 'আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব' তার হাদীছভিত্তিক ফিক্বহে

২৩. তা'লীকুল মুসনাদ ক্রমিক ১৬৫৯২, ২৭/১৩।

২৪. মাসিক বাইয়েনাত পৃঃ ৩৭।

দক্ষতার একটি প্রমাণ। অনুরূপভাবে ‘আত-তালীক্বাতুল মারযিয়া আলার রওযাতিন নাদিয়া’, আহকামুল জানায়েয, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), তামামুল মিন্নাহ, আত-তা‘লীক্বাতু আলা সুবুলিস সালাম, আদাবুয যিফাফ ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও তার ফিক্বহ ও ইজতেহাদের পক্ষে প্রমাণ বহন করছে। ছহীহাহ গ্রন্থে মাঝে মাঝে ফিক্বহী মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তার ফিক্বহ ‘ফিক্বহুল হাদীছ’ ছিল, আহলে রায়ের ফিক্বহ নয়। আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর ফিক্বহী দক্ষতার বিষয়টি অস্বীকার করা নতুন কোন বিষয় নয়। ফিক্বহুল হাদীছের সাথে সম্পৃক্ত আলেমদের ফিক্বহী দক্ষতাকে অস্বীকার করার উপাখ্যান দীর্ঘ। এমনকি কিছু মানুষের দৃষ্টিতে ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী তো দূরের কথা, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)ও ফক্বীহ হিসাবে গণ্য হন না।

[চলবে]

শিক্ষিকা আবশ্যক

ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদরাসা, জিরানী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-এর জন্য দুইজন দাওরায়ে হাদীছ পাশ সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) ও একজন হাফেযা আবশ্যক।

আগ্রহী প্রার্থীগণের নিকট থেকে আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ইং তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন পরিচালক বরাবরে ডাকযোগে/সরাসরি প্রেরণের জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ

পরিচালক, ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদরাসা, তিড়িঙ্গা পুকুরপাড়, জিরানী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৬-০১৪২৭৮।

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) ১ জন। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)।
(২) হাফেয/ক্বারী ২ জন। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৩) সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকা (বিজ্ঞান) ২ জন। যোগ্যতা : বিএসসি (জীববিজ্ঞান)।
(৪) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) ২ জন। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮।
যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (আম চত্বর), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার
(সাহারী ও ইফতার সহ)

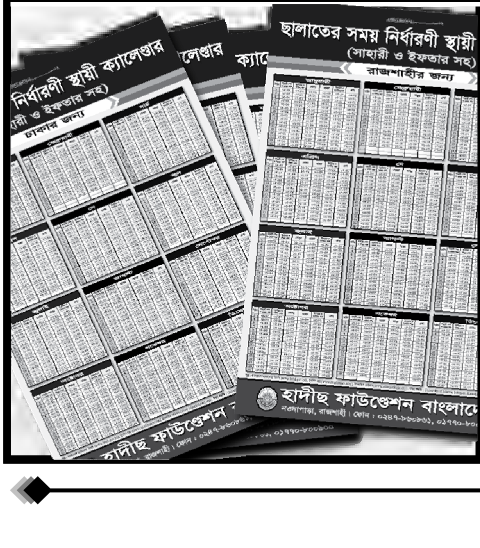

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ক্যালেণ্ডারটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা কর্তৃক সকল যেলার জন্য প্রণীত সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ক্যালেণ্ডারটি প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথকভাবে প্রণীত হওয়ায় ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না।
- এর মাধ্যমে প্রচলিত ক্যালেন্ডার সমূহের চেয়ে আরও সঠিকভাবে সময়সূচী জানা যাবে।
- এতে সারা বছরের সাহারী-ইফতারসহ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচী পাওয়া যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

সফরের আদব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

ভূমিকা :

মানুষ কোন না কোন কাজে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। আধুনিক এই যান্ত্রিক যুগে সফর বা ভ্রমণ মানুষের নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ প্রয়োজনে নানাবিধ এবং আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রতিনিয়তই ভ্রমণ করে থাকে। বিভিন্ন স্থান দর্শনে অনেক জ্ঞানার্জন করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র বিভিন্ন সৃষ্টিজীব, প্রকৃতি, নদী-নালা দেখার মাধ্যমে মুমিন বান্দাগণ আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পায়। বিশেষ করে আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমতা সর্ম্পকে জানতে পারে। এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় *(আনকাবূত ২৯/২৩; রূম ৩০/৯; গাশিয়া ৮৮/১৭)*। এছাড়াও বিভিন্ন জাতির ধ্বংসাবশেষ ও মিথ্যাবাদীদের অবস্থা দেখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।[১] ইসলামে অন্যান্য বিধানের ন্যায় ভ্রমণেরও সুন্দর নিয়ম-কানূন রয়েছে। কিন্তু ইসলামে ভ্রমণ সম্পর্কে যে নির্দেশ ও নিয়ম রয়েছে তা হয়ত অনেকে জানে না। মুসলমানের সকল কাজ যেহেতু ইবাদত সে কারণে ভ্রমণ তার বাইরে নয়। তাই ইসলাম ভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা ও নিয়ম-কানূন নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) মাদানী জীবনের ১০ বছরের মধ্যে ৭৮১ দিনের অধিক অর্থাৎ দু'বছরের বেশী সময় যুদ্ধের ময়দানে (সফরে) অতিবাহিত করেছেন। এই অবস্থায় ইসলামের বহু বিধি-বিধান জারী হয়েছে।[২] আলোচ্য প্রবন্ধে সফর সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিধি-বিধান উপস্থাপন করা হ'ল।-

সফরের পরিচয় :

سفر আরবী এক বচনের শব্দ। বহুবচনে أسفار। আভিধানিক অর্থ হ'ল- ভ্রমণ, যাত্রা, প্রস্থান, রওয়ানা ইত্যাদি।[৩] আর যিনি সফর করেন তাকে বলা হয় 'মুসাফির'। সফর শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. قطع المسافة البعيدة 'অধিক দূরত্ব অতিক্রম করা'। এটা এজন্য বলা হয়- যখন মানুষ সফরে বের হয় তখন অনেক দূর পথ অতিক্রম করে'।[৪]

২. مفارقة محل الإقامة 'অবস্থানস্থল ছেড়ে যাওয়া'।[৫] মানুষ সফর করলে তার অবস্থান স্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

৩. الكشف 'উদ্ভাসিত হওয়া, প্রতিভাত হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া'। কেননা সফরকালে মানুষের আসল চরিত্র উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ বলেন, والصبح إذا أسفر 'শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়' *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/৩৪)*।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়- السفر هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها 'শারঈ ক্বছরের দূরত্ব পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক পথ অতিক্রম করার জন্য বের হওয়াকে সফর বলে'।[৬]

সফর বা ভ্রমণের প্রকারভেদ :

সফর বা ভ্রমণকে কুরআন-হাদীছের আলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. হারাম বা নিষিদ্ধ সফর। ২. মাকরূহ বা অপসন্দনীয় সফর। ৩. মুবাহ বা জায়েয সফর। ৪. মুস্তাহাব বা পসন্দনীয় সফর। ৫. ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় সফর।[৭]

(১) হারাম বা নিষিদ্ধ সফর : এটা হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা বা নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সফর করা। যেমন- কুরআন-হাদীছে নিষিদ্ধ এমন কাজ সম্পন্ন করার জন্য সফর করা এবং যেখানে মহামারী আরম্ভ হয়েছে এমন স্থান থেকে সফর করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ 'যদি তোমরা শুনতে পাও (কোন স্থানে মহামারী আক্রান্ত হয়েছে) তাহ'লে সেখানে যেয়ো না। আর তোমরা যেখানে আছ সেখানে আক্রান্ত হ'লে সেখান থেকে বের হয়ো না'।[৮]

এছাড়া কোন মহিলার মাহরাম ছাড়া সফর করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ- 'মহিলারা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন মহিলার নিকট কোন পুরুষ গমন করতে পারবে না'।[৯]

(২) মাকরূহ বা অপসন্দনীয় সফর : এটা হ'ল ইসলামী পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে সফর করা। যেমন- একাকী রাতে সফর করা, তিন জনের অধিক হ'লে কাউকে আমীর নিযুক্ত না করে সফর করা। ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ، 'যদি লোকেরা একা সফরে

---

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

১. আলে ইমরান ৩/১৩৭; আন'আম ৬/১১; ইউসুফ ১২/১০৯; নাহল ১৬/৩৬; হাজ্জ ২২/৪৬; নামল ২৭/৬৯; আনকাবূত ২৯/২০; রূম ৩০/৯,৪২; ফাতির ৩৫/৪৪, গাফির ৪০/২১, ৮২; মুহাম্মাদ ৪৭/১০।
২. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪৩৭/২০১৬), পৃঃ ৬২৫।
৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী), পৃঃ ৪৬৬।
৪. আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়া, ২৫/২৬ পৃঃ।
৫. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ৪/৩৪৭-৩৮৪।
৬. আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৫/২৬ পৃঃ।
৭. শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ৪/৩৪৮-৩৪৯ পৃঃ।
৮. বুখারী হা/৫৭২৮-৩০, 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২২১৮-১৯; মিশকাত হা/১৫৪৮।
৯. বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৪১ 'হজ্জ অধ্যায়'।

কি ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না’।[১০]

(৩) মুবাহ বা বৈধ সফর : দুনিয়ার হালাল কোন কাজের প্রয়োজনে সফর করা। যেমন বিনোদনের জন্য, ব্যবসায়িক কাজে বা কোন দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য সফর করা ইত্যাদি।

(৪) মুস্তাহাব বা পসন্দনীয় সফর : এটা হ’ল মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বছার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। রাসূল ছোঃ) বলেন, لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، ‘মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা (বাইতুল মাক্বদিস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না’।[১১]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ‘উপদেশ গ্রহণের জন্য, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ ও তাদের স্মৃতিসমূহ দেখার জন্য সফর করা মুস্তাহাব’।[১২]

(৫) ওয়াজিব বা অবশ্যিক সফর : এটা হ’ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কোন আদেশকে বাস্তবায়নের জন্য সফর করা। যেমন- হজ্জের জন্য মক্কা সফর করা এবং মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক যুদ্ধের আদেশ দিলে যুদ্ধের জন্য সফর করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- ‘আর তুমি জনগণের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ’তে’ *(হজ্জ ২২/২৭)*।

ফরয ইলম অর্জন করার জন্য যে কোন স্থানে ভ্রমণ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، ‘কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই অসীলায় তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন’।[১৩]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সফরসমূহ চার ধরনের ছিল। হিজরতের জন্য সফর[১৪], জিহাদের জন্য সফর, আর এটাই বেশী ছিল[১৫], ওমরাহ-এর জন্য[১৬] এবং হজ্জের জন্য সফর।[১৭]

সফরের আদব সমূহ :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইসলাম সফরের কিছু ইসলামী নিয়ম-কানূন প্রবর্তন করেছে। যা পালন করলে সফরের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। সফরের আদবগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে- ১. সফরে বের হওয়ার পূর্বের আদব। ২. সফর অবস্থায় আদব। ৩. সফর থেকে ফেরার পথে আদব। এখানে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলিকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সফরে বের হওয়ার পূর্বের আদব :

সফরে বের হওয়ার পূর্বে ইসলামে কিছু নিয়ম রয়েছে, যা পালনের মাধ্যমে একজন মুসাফির তার সফরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

১. বিশুদ্ধ নিয়ত করা :

প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[১৮] মুসলিমের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হ’তে হবে *(যুমার ৩৯/২; আল-বাইয়িনাহ ৯৮/৫; গাফির ৪০/৬৫)*। সুতরাং সফরের পূর্বে বিশুদ্ধ নিয়ত করা যরূরী। বিশেষ করে হজ্জ, ওমরাহসহ অন্যান্য উত্তম সফরে। ভাল নিয়তের মাধ্যমে প্রার্থিব সফরও ইবাদতে পরিণত হ’তে পারে। যেমন- কেউ ব্যবসায়িক সফরের পূর্বে যদি নিয়ত করে যে, হালালভাবে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত লাভের কিছু অংশ গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে, তাহ’লে সফরটি ইবাদত হবে। আবার নিয়তের কারণে ইসলামী সফরও শিরকী কাজে পরিণত হ’তে পারে এবং জাহান্নামে যাওয়ার কারণও হ’তে পারে। লোক দেখানো হজ্জ ও ওমরাহ করা। নাম-যশের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হওয়া *(হূদ/১৫-১৬)*।

২. ইস্তেখারার মাধ্যমে সফর শুরু করা :

ইস্তেখারা হ’ল কল্যাণ প্রার্থনা। মানুষ যেহেতু তার ভবিষ্যৎ জানে না, তাই নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহ্র উপরে

---

১০. বুখারী হা/২৯৯৮।
১১. বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/৮২৭ ‘হজ্জ অধ্যায়’ ।
১২. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা আন‘আম-১১ নং আয়াতে তাফসীর দ্রঃ।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৩; তিরমিযী হা/২৬৪৬; মিশকাত হা/২১২; ছহীহুল জামি‘ হা/৬২৯৮, ৬৫৭৭।
১৪. মোট ১১ দিন (১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্প্রতিবার দিবাগত রাতে আবু বকরের বাড়ী থেকে হিজরত শুরু হয়। তিন দিন ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানের পর টানা আট দিন চলার পর ৮ রবীউল আউয়াল মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর মদীনায় পৌঁছেন। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫), পৃঃ ২২৬-২৩৮।
১৫. মাদানী জীবনের ১০ বছরের মধ্যে ২৯টি গাযওয়ায় ৭৮১ দিনের অধিক অর্থাৎ দু’বছরের বেশী সময় যুদ্ধের ময়দানে (সফরে) অতিবাহিত করেছেন। দ্রঃ সীরাতুল রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬১৮-৬২৬।
১৬. ৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যুলক্বা‘দাহ সোমবার তিনি ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। হোদায়বিয়াতে তিনি ২০ দিন অবস্থান করেন। যাতায়াতসহ সর্বমোট দেড় মাস তিনি এ সফরে অতিবাহিত করেন। দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৪৫-৪৬৪।
১৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৪৪ পৃঃ। হজ্জের জন্য রাসূল (ছাঃ) ১০ম হিজরীর যুলক্ব‘দাহ মাসের ২৪ তারিখ রওয়ানা করেন এবং ৪ঠা যিলহজ্জ মক্কায় পৌঁছেন। হজ্জের সকল বিধি-বিধান পালন শেষে ১৪ই যিলহজ্জ তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করেন। অতঃপর সপ্তাহকাল সফর শেষে মদীনায় পৌঁছেন। এ সফরে মোট ২৭ দিন অতিবাহিত হয়। দ্রঃ সীরাতুল রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭২৭।
১৮. বুখারী হা/১।

ছেড়ে দেওয়ার জন্য অথবা কোন ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য ছালাতুল ইস্তেখারা আদায় করতে হয়। দিনে বা রাতে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের সিজদায়, শেষ বৈঠকে অথবা সালাম ফিরানোর পরে নিম্নের দো'আটি পড়বে।[19]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ, আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জান, আমি জানি না। তুমিই অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি (এখানে যে কাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ করবে) আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর'।[20]

৩. আল্লাহ্র নিকট সমস্ত পাপ থেকে তওবা করা :

প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা যাচ্ছে। মানুষ জানে না কখন কোথায় তার মরণ হবে; বরং আল্লাহই জানেন *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*। তাই সফরের পূর্বে আল্লাহ্র কাছে সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করা উচিত। সাথে সাথে কারো উপর যুলুম করে থাকলে মাফ চেয়ে নেওয়া এবং ঋণ থাকলে পরিশোধ করা বা জানিয়ে যাওয়া উচিত।

৪. হালাল পাথেয়র ব্যবস্থা করা :

সফরে যাওয়ার আগে পরিবারের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সফরের জন্য হালাল পাথেয়র ব্যবস্থা করা। হালাল রূযী ছাড়া কোন ভাল কাজই আল্লাহ কবুল করেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) وَقَالَ (يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ. يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ له لِذَلِكَ؟

'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার কর এবং নেক আমল কর' *(মুমিন ৪০/৫১)*। তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলামেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোমলিন। অতঃপর সে তার দু'হাত আকাশের দিকে তুলে বলে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে তার দো'আ কবূল হ'তে পারে'?[21]

৫. দেনা-পাওনা ও অছিয়ত লিখে রাখা :

সফরের পূর্বে কর্তব্য হ'ল দেনা-পাওনা অথবা অছিয়ত থাকলে লিখে রাখা। কেননা মানুষ জানে না সে কোথায়, কখন মারা যাবে *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ، يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ، 'কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার কাছে অছিয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) থাকাবস্থায় সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার নিকট অছিয়ত লিখিত থাকবে না'।[22]

৬. পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে সফরে বের হওয়া :

পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের অনুমতি নিয়ে সফরে যাওয়া উত্তম। আর মহিলা হ'লে তার অভিভাবকের অনুমিত এবং স্বামী বা মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম, যেমন- পিতা, ভাই, চাচা, ছেলে ইত্যাদি) সহ সফরে বের হওয়া। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِيْ تُرِيْدُ الْحَجَّ. فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا-

১৯. বুখারী হা/৮৩৫; মুসলিম হা/৪০২, ৪৮২।
২০. বুখারী হা/১১৬২, ৬৩৮২, ৭৩৯০; তিরমিযী হা/৪৮০; আবুদাউদ হা/ ১৫৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৩।
২১. মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।
২২. বুখারী হা/২৭৩৮ 'অছিয়ত' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৬২৭; মিশকাত হা/৩০৭০।

'মহিলারা মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না। মহিলার মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষ তার নিকট গমন করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক অমুক সেনাদলের সাথে আমি জিহাদ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও'।[২৩] মহিলাদের জন্য হজ্জের সফরেও মাহরাম থাকা যরূরী।

৭. ব্যবস্থা থাকলে স্ত্রী সাথে নেওয়া :

দীর্ঘ দিনের উদ্দেশ্যে সফরকালে সম্ভব হ'লে ও ব্যবস্থা থাকলে স্ত্রীকে সাথে নেওয়া। আর কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে এবং সে একজনকে সাথে নিতে চাইলে অথবা একজনের যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্ধারণ করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ 'রাসূল (ছাঃ) সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম আসত তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হ'তেন'।[২৪] তবে হজ্জের সফরে তিনি সকল স্ত্রীকে সাথে নিয়েছিলেন।[২৫]

৮. সৎ কর্মশীল ব্যক্তির নিকট থেকে উপদেশ নেওয়া :

সফরে বের হওয়ার পূর্বে সফর স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞ অথবা সৎ ও পুণ্যবান লোকেদের নিকট থেকে উপদেশ নেওয়া যেতে পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ- 'অবশ্যই তুমি আল্লাহভীতি (তাক্বওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে ওঠার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে (আল্লাহ আকবার বলবে)। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও এবং তার জন্য সফর সহজতর করে দাও'।[২৬]

৯. সম্ভব হ'লে বৃহস্পতিবার বের হওয়া :

বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া উত্তম। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- 'নবী করীম (ছাঃ) তাবূক অভিযানে বৃহস্পতিবারে বের হ'লেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পসন্দ করতেন'।[২৭] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের হ'তেন।[২৮]

২৩. বুখারী হা/১৮৬২,৩০০৬; মুসলিম হা/১৩৪১; তিরমিযী হা/১১৬৯।
২৪. বুখারী হা/২৫৯৩।
২৫. যাদুল মা'আদ ১/৪৪৫ পৃঃ।
২৬. তিরমিযী/৩৪৪৫; ইবনু মাজাহ/২৭৭১।
২৭. বুখারী হা/২৯৪৯; মুসলিম হা/২৭৬৯; তিরমিযী হা/৩১০২; নাসাঈ হা/৩৮২৪; আবুদাউদ হা/২২০২।
২৮. বুখারী হা/২৯৪৯; সুনান দারেমী হা/২৪৮০।

১০. দিনের প্রথম অংশে সফর আরম্ভ করা :

অন্যান্য কাজের ন্যায় সকাল সকাল সফরে বের হওয়াও সফরের অন্যতম আদব। ছাখার ইবনে আদা'আহ গামেদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَللهم بَارِكْ لأُمَّتِي فِيْ بُكُوْرِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ،

'হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও। আর তিনি যখন ছোট-বড় কোন অভিযানে সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন, তখন তাদেরকে সকালে পাঠাতেন। আর ছাখার ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি (এর বরকতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচুর সম্পদ হয়েছিল'।[২৯]

১১. রাত্রিতে সফর করা :

প্রয়োজনে রাতের বেলায়ও সফর করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ 'তোমাদের ফজরের পূর্বে অন্ধকার অবস্থায় সফর করা উচিত। কেননা রাতের বেলা যমীন সংকুচিত হয়'।[৩০] গ্রীষ্মকালে রাতের বেলা মরুভূমির পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকে এবং দিনের বেলা থাকে উত্তপ্ত। যখন চলাচল কষ্টসাধ্য। ফলে রাত্রে ভ্রমণ সহজতর হয় এবং বাহনও স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে।[৩১]

১২. বিদায়কালীন দো'আ পাঠ করা :

আত্মীয়-স্বজনের অর্থাৎ যারা বাড়ীতে থাকবে তাদের থেকে বিদায় নেয়ার সময় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করে বিদায় নিবে-

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ،

উচ্চারণ: 'আস্তাউদি'উকাল্লাহাল্লাযী লা-তাযি'উ ওয়াদা-ই'য়াহু'। অর্থ- 'আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্র হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না'।[৩২] আর যারা মুসাফিরকে বিদায় দিবে তারা নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করে বিদায় দিবে।

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ،

উচ্চারণ: আস্তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকা'। অর্থ- 'আপনার দ্বীন, আপনার আমানত সমূহ ও আপনার শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম'।[৩৩] এছাড়া নিম্নের দো'আটিও পাঠ করা যায়, যা রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে বলেছিলেন, যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সফরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন,

২৯. আবুদাউদ হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১২১২; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৬।
৩০. আবুদাউদ হা/২৫৭১; আহমাদ/১৫১৫৭।
৩১. আব্দুল মুহাসিন আল-আব্বাদ, শরহু সুনানে আবী দাউদ, ১৪/২২ পৃঃ।
৩২. ইবনে মাজাহ হা/২৮২৫।
৩৩. আবুদাউদ হা/২৬০০; তিরমিজি হা/৩৪৪৩।

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

উচ্চারণ: যাওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্সারা লাকাল খায়রা হায়ছুমা কুনতা। অর্থ- 'আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং তুমি যেখানেই থাক তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দেন'।[৩৪]

১৩. বিদায়কালে পরিবার-পরিজনকে তাক্বওয়ার অছিয়ত করা :

সফরকারী পরিবার প্রধান হ'লে পরিবারের ভাল-মন্দ তার উপর নির্ভরশীল। আর আল্লাহ্র দরবারে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৫] আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সকলকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيّاً حَمِيْداً-

'আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি কুফরী কর তাহ'লে আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে যমীনে সব আল্লাহ্রই। আর আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসিত' *(নিসা ৪/১৩১)*।

১৪. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা :

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ *উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওলা-লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।* অর্থাৎ 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'। তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[৩৬]

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا-

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন আন নাযিল্লা আও নাযিল্লা আও নাযলিমা আও নুযলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা। অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হ'তে কিংবা পথভ্রষ্টতা হ'তে কিংবা যুলুম করা হ'তে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ করা হ'তে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হ'তে'।[৩৭]

সফর অবস্থায় কিছু আদব :

সফর অবস্থায় কিছু ইসলামী আদব রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিম সফরকারীকে পালন করা প্রয়োজন। যেমন-

১. সফরের শুরুতে সফরের দো'আ পাঠ করা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফরে বের হওয়ার সময় উটের উপর ধীর-স্থিরতার সাথে বসার পর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَه اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

'মহা পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব' *(যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪)*। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে'।[৩৮]

২. সৎ লোকের সঙ্গী হয়ে সফর করা :

সফরে ভাল সঙ্গী থাকা যরূরী। কারণ সঙ্গী-সাথীর কারণে মানুষ ভাল-মন্দের দিকে ধাবিত হয়। সৎ সঙ্গীর আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'তুমি নিজেকে রাখবে তাদেরই সঙ্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের

৩৪. তিরমিযী হা/৩৪৪৪; ইবনে খুযায়মাহ হা/২৫৩২; মুসতাদরাক লিল হাকিম হা/২৪৭৭; ছহীহুল জামি' হা/৩৫৭৯; মিশকাত হা/২৪৩৭।

৩৫. বুখারী হা/৮৯৩, ২৪০৯; আবুদাউদ হা/২৯২৮; তিরমিযি হা/১৭০৫।

৩৬. আবুদাউদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩।

৩৭. তিরমিযী হা/৩৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪।

৩৮. মুসলিম হা/১৩৪২; আবুদাউদ হা/২৫৯৯; আহমাদ হা/৬৩৭৪; ইবনু হিব্বান হা/২৬৯৬; মিশকাত হা/২৪২০।

প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না' *(কাহাফ ১৮/২৮)*।

অনুরূপভাবে ঈমানদারদেরকে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক' *(তাওবা ৯/১১৯)*। আর এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পাহেযগার লোক ব্যতীত অন্য কেউ না খায়'।[৩৯]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، 'মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করেছে'।[৪০] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সৎসঙ্গীকে সুগন্ধী বহনকারীর সাথে তুলনা করেছেন। যার সাথে থাকলে সুগন্ধী পাওয়া যায়। আর অসৎ সঙ্গীকে কামারের সাথে তুলনা করেছেন। যার সাথে থাকলে কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে'।[৪১]

৩. একাকী সফর না করা :

সফরকালীন সময়ে একাকী না গিয়ে তিনজন বা তার বেশী লোক সাথে রাখা উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ 'একাকী সফরকারী হচ্ছে একটি শয়তান, আর একত্রে দু'জন সফরকারী দু'টি শয়তান। তবে একত্রে তিনজন সফরকারীই হচ্ছে প্রকৃত কাফেলা'।[৪২] একাকী সফরে কোন সমস্যা হ'লে বা মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া, দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, তার সাথে থাকা জিনিসগুলো সংরক্ষণ করা এবং তার মৃত্যুসংবাদ তার পরিবারে কাছে পৌঁছানোর সুবিধার্থে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে কাফেলার সাথে সফর করতে শরী'আত উৎসাহ দিয়েছে।[৪৩]

ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ 'যদি লোকেরা একা সফরে কি ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না'।[৪৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِئَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ– 'সর্বোত্তম সঙ্গী হ'ল চারজন, সর্বোত্তম ছোট বাহিনী হ'ল চারশ' জন, সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হ'ল চার হাযার জন। আর বারো হাযার সৈন্য স্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হবে না'।[৪৫]

৪. তিন বা তার অধিক হ'লে একজনকে আমীর বানানো :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ 'তিন ব্যক্তি একত্রে সফর করলে তারা যেন নিজেদের মধ্য হ'তে একজনকে আমীর বানায়'।[৪৬]

৫. সফর অবস্থায় বিভক্ত না হয়ে একত্রিত থাকা :

আবু ছা'লাবাহ আল-খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সেনাবাহিনীর লোকজন যখন কোন স্থানে (বিশ্রামের জন্য) নামতেন তখন তারা বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ–

'এসব গিরিপথে ও পাহাড়ী উপত্যকায় তোমাদের বিভক্ত হয়ে পড়াটা শয়তানের ষড়যন্ত্র। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর থেকে যেখানেই তিনি নামতেন দলের লোকজন একত্রে অবস্থান করত। এমনকি এরূপ বলা হ'ল যে, যদি একটি কাপড় তাদের উপর বিছিয়ে দেয়া হয় তাদের সবাইকে এর মধ্যে ঢেকে নেয়া সম্ভব'।[৪৭] একত্রিত হয়ে সব কাজ করার গুরুত্ব বর্ণনা করে অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ– 'কোন তিন ব্যক্তি তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে থাকুক, তাদের মধ্যে ছালাতের জামা'আত কায়েম করা হয় না, নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামা'আত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একা থাকে'।[৪৮]

---

৩৯. আবুদাউদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫।
৪০. আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৯।
৪১. বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮।
৪২. আবুদাউদ হা/২৬০৭; তিরমিযী হা/১৬৭৪, হাদীছ হাসান।
৪৩. আওনুল মা'বুদ হা/২৬০৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।
৪৪. বুখারী হা/২৯৯৮ 'নিঃসঙ্গ ভ্রমণ' অধ্যায়, ।
৪৫. আবুদাউদ হা/২৬১১; তিরমিযী হা/১৫৫৫।
৪৬. আবুদাউদ হা/২৬০৮; সিলসিলা ছহীহাহা হা/১৩২২।
৪৭. আবুদাউদ হা/২৬২৮।
৪৮. আবুদাউদ হা/৫৪৭; নাসাঈ হা/৮৪৭; মুসনাদে আহমাদ হা/২১৭১০, হাদীছ হাসান।

৬. যালেমদের অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করার সময় করণীয় :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন হিজর (তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার সময় ছামূদ জাতির ধ্বংসস্তূপের) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন বলেন, لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ، وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ، 'তোমরা এমন লোকদের আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। প্রবেশ করবে ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি সে রকম বিপদ না আসে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলেন'।[৪৯]

৭. উপরে উঠতে ও নীচে নামতে দো'আ পাঠ করা :

সফরে বা অন্য সময় উঁচু স্থানে উঠতে আল্লাহ্র বড়ত্ব প্রকাশ স্বরূপ 'আল্লাহু আকবার' এবং নীচে নামতে 'সুবাহানা-ল্লাহ' বলা। জাবির (রাঃ) বলেন, كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا 'আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম, 'আল্লা-হু আকবার' ও যখন নীচের দিকে নামতাম তখন 'সুব্হা-নাল্লাহ' বলতাম'।[৫০] আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ، 'হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী'।[৫১]

৮. নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার পর দো'আ পড়া :

খাওলাহ্ বিনতু হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণ করে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে তাহ'লে তাকে কোন জিনিস অনিষ্ট করতে পারবে না, তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،

'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টি সকল কিছুর অনিষ্টতা হ'তে আশ্রয় চাই'।[৫২]

৯. সফর অবস্থায় বেশী বেশী দো'আ করা :

সফর অবস্থায় আল্লাহ দো'আ কবুল করেন। তাই সফর অবস্থায় বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়: পিতা-মাতার দো'আ, মুসাফিরের দো'আ, মাযলূমের দো'আ'।[৫৩] হজ্জ বা ওমরার সফর হ'লে হজ্জের কাজের মধ্যে, ফাঁকে ফাঁকে অধিক দো'আ করা। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الْغَازِي فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ، 'আল্লাহ্র পথের সৈনিক, হজ্জ ও ওমরা যাত্রীগণ আল্লাহ্র প্রতিনিধি। তারা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদেরকে দান করেন'।[৫৪]

১০. ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হ'লে চলাচলের রাস্তা পরিত্যাগ করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ،

'তোমরা যখন উর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর, তখন উটকে ভূমি থেকে তার অংশ দাও (অর্থাৎ কিছুক্ষণের বিচরণের জন্য ছেড়ে দাও)। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বা অনুর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন তাড়াতাড়ি (তাদের চলার শক্তি বাকী থাকতে) তা অতিক্রম করে যাও। আর যখন রাত্রি যাপনের জন্য কোথাও অবতরণ কর, তখন পথে (তাবু খাটানো) থেকে সরে থাকবে। কেননা তা হচ্ছে জীবজন্তু ও সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির রাত্রিবেলার আশ্রয়স্থল'।[৫৫]

সফর অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর ঘুমানোর নিয়ম সম্পর্কে অন্য হাদীছে এসেছে, إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ– 'তিনি সফররত অবস্থায় রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। আর ভোরের কাছাকাছি সময়ে জাগ্রত হ'লে তাঁর বাহু দাঁড় করিয়ে হাতের তালুতে ভর করে শুয়ে থাকতেন'।[৫৬]

---

৪৯. বুখারী হা/৩৩৮০; মুসলিম হা/২৯৮০।
৫০. বুখারী হা/২৯৯৩; দারেমী হা/২৭১৬; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৫৬২।
৫১. বুখারী হা/২৯৯২।
৫২. মুসলিম হা/২৭০৮; তিরমিযী হা/৩৪৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৪৭।
৫৩. আবুদাউদ হা/১৫৩৬; তিরমিযী হা/১৯০৫; ইবনে মাজাহ হা/৩৮৬২।
৫৪. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২০।
৫৫. মুসলিম হা/৪৮৫৪; আবুদাউদ হা/২৫৬৯; তিরমিযী হা/২৮৫৮।
৫৬. মুসলিম হা/১৪৫১ 'মসজিদ ও ছালাত সমূহের স্থানসমূহ' অধ্যায় 'যে ছালাত আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং তা সম্পাদনের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ।

১১. সকালে দো'আ পাঠ করা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) সফরে থাকতেন ভোর হ'লে বলতেন, سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ، 'সর্বশ্রোতা শ্রবণ করেছেন, আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, আমাদের প্রতি তাঁর নে'মতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রতি দয়া করো। আমরা আল্লাহ্র কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই'।[৫৭]

১২. সফরে ব্যবহৃত পশু বা জিনিসের প্রতি সদয় হওয়া :

সফরের কাজে ব্যবহার হওয়া জিনিসের প্রতি সদয় হ'তে হবে। চাই তা পশু হোক বা আধুনিক যানবাহন হোক। পশু হ'লে তাকে সঠিক সময়ে খাদ্য-পানীয় দেওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা এবং তার প্রতি যুলুম না করা। আর আধুনিক যানবাহন হ'লে সেটা নষ্ট না করা অপ্রয়োজনীয় কিছু না লেখা ইত্যাদি।

১৩. সওয়ারী হোঁচট খেলে বলবে :

আবুল মালীহ (রহঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একটি সওয়ারীতে নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তার সওয়ারী হোঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বল না, যে শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেননা তুমি একথা বললে সে অহংকারে ঘরের মত বড় আকৃতির হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতা হয়েছে। অতএব বল, বিসমিল্লাহ বা আল্লাহ্র নামে। যখন তুমি বিসমিল্লাহ বলবে শয়তান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মাছির মত হয়ে যাবে'।[৫৮]

১৪. সফরে কুকুর বা ঘণ্টা না রাখা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ، 'ফেরেশতারা ঐ সফরকারী দলের সঙ্গে অবস্থান করেন না, যাতে কোন কুকুর বা ঘণ্টা থাকে'।[৫৯] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঘণ্টাই হ'ল শয়তানের বাঁশি'।[৬০]

১৫. সফরে সঙ্গী-সাথীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা কোন সফরে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করে আগমন করল। অতঃপর সে তার দৃষ্টি ডানে-বামে ফিরানো শুরু করল। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ 'যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী আছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে, আর যার নিকট নিজের পাথেয়র অতিরিক্ত রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে'।[৬১]

১৬. সমস্ত পাপকাজ থেকে বিরত থাকা :

সফরে সকল প্রকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী। বিশেষ করে হজ্জের সফরের ব্যপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ، 'হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার হজ্জে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

১৭. কোন গ্রামে প্রবেশের সময় দো'আ পাঠ করা :

সফর কালে কোন গ্রামে প্রবেশ করলে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করে প্রবেশ করবে,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

'হে সপ্তাকাশ ও যা কিছু তার নীচে রয়েছে তার রব! হে সপ্ত যমীন ও তার উপরে যা কিছু রয়েছে তার রব, শয়তান ও যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব এবং হে প্রবাহিত বাতাস ও বাতাসে যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় তার বর। নিশ্চয়ই আমরা তোমার নিকট এই গ্রাম ও এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি এবং আমরা তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীদের ও এর মধ্যে যে অনিষ্ট ও অমঙ্গল আছে তা হ'তে আশ্রয় চাই'।[৬২]

১৮. কারো বাড়িতে/ঘরে প্রবেশের নিয়ম :

সফর অবস্থায় বা অন্য সময় কারো ঘরে বা বাড়ীতে প্রবেশের সময় বাড়ীওয়ালার অনুমতি নিবে এবং সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে'।[৬৩] বাড়ীওয়ালা কোন কারণে অনুমতি না দিলে বা ফিরে যেতে বললে ফিরে যাবে' *(নূর ২৪/২৮)*।

[চলবে]

৫৭. মুসলিম হা/২৭১৮; আবুদাউদ হা/৫০৮৬।
৫৮. আবুদাউদ হা/৪৯৮২; আহমাদ হা/২০৮৬৭।
৫৯. মুসলিম হা/৫৪৩৯ 'পোশাক' অধ্যায়।
৬০. মুসলিম হা/৫৪৪১ 'পোশাক' অধ্যায়।
৬১. মুসলিম হা/১৭২৮।
৬২. ইবনু হিব্বান হা/২৩৭৭; হাকেম ২/১০০; যাদুল মা'আদ ১/৪৪৭ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫৯।
৬৩. সূরা নূর ২৪/২৭; বুখারী হা/৬২৪৫; মুসলিম হা/২১৫৩; আবুদাউদ হা/৫১৮৪; মিশকাত হা/৫১৮৪।

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**

*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(৪র্থ কিস্তি)

ভুল ধারণা-৫ :

আহলেহাদীছগণ ইমাম চতুষ্টয়কে মানেন না এবং তাদেরকে গোমরাহ বলেন :

আহলেহাদীছ সম্পর্কে আরেকটি বিভ্রান্তি হ'ল, তারা ইমাম চতুষ্টয়কে মানে না; বরং তাদের শানে বেয়াদবী করে এবং তাদেরকে গোমরাহ আখ্যায়িত করে। আসুন দেখা যাক এ ব্যাপারে বাস্তবে আহলেহাদীছদের অবস্থান কী?

১. ইমামদের সম্পর্কে আহলেহাদীছদের অবস্থান :

এ ব্যাপারে বর্তমান সময়ের একজন বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান (রহঃ) বলেন, وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسْطُ : نَأْخُذُ مِنْ اَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مَا وَافَقَ الدَّلِيْلُ مِنْ كِتَابِ وَسُنَّة وَنَتْرُكُ مَا خَالَفَ الدَّلِيْلُ وَنَعْتَذِرُ لِلْعُلَمَاءِ فِيْ خَطْئِهِمْ وَنَعْرِفُ قُدْرَهُمْ وَلَا نَنْتَقِصُهُمْ- 'সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক মত এটাই যে, আমরা আলেম ও ফক্বীহদের সেই বক্তব্য গ্রহণ করি, যা কুরআন ও হাদীছের দলীল মোতাবেক হয়, আর যা দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক তা পরিত্যাগ করি।[১] আমরা আলেমদের ইজতেহাদী ভুলের জন্য তাদেরকে ক্ষমার্হ মনে করি, তাঁদেরকে সম্মান করি। তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করি না'।[২]

আহলেহাদীছদের নিকটে ইমাম চতুষ্টয় ত্রুটিমুক্ত নন। কিন্তু তাঁরা অবশ্যই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের ইলমী অবদান স্বীকার না করা স্বয়ং আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা এঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একটা নে'মত। তাঁরা এমন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, যারা তাদের যুগে কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন এবং আগত বহু জটিল মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীলগুলোকে গবেষণা করে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এসব মহান ব্যক্তির গবেষণা ও ইলমী খেদমতের ফায়েদা স্রেফ তাঁদের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পরবর্তী সময়েও উম্মতের জন্য মাসআলা-মাসায়েলে চিন্তা, গবেষণা ও ইজতেহাদ করার পদ্ধতির ব্যাপারে এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ সমস্ত মহান ব্যক্তির খেদমতের প্রতি অসম্মান করা বস্তুত আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। কেননা যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহ্রও শুকরিয়া আদায় করে না।

চার ইমামের ব্যাপারে আহলেহাদীছদের অবস্থান এই যে, তাদের ইলমী খেদমত থেকে উপকৃত হ'তে হবে। কিন্তু তাঁদের কোন একজনের অনুসারী হয়ে অন্যদের প্রতি গোঁড়ামি করা যাবে না। এরূপ যেন না হয় যে, আমরা একজন ইমামের সমস্ত মত মেনে নিব এবং অন্য তিন ইমামের কোন মতই মানতে প্রস্তুত থাকব না। আহলেহাদীছদের নিকট এ ধরনের কর্মপদ্ধতি বেইনছাফী। এরূপ গোঁড়ামির কারণে মানুষ তিন ইমামের রেখে যাওয়া মূল্যবান ইলমী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আবার এটা কোথাকার মূলনীতি যে, একজন ইমামের বিপরীতে অন্য তিনজন ইমামের মতামতকে বিনা দলীলে পরিত্যাগ করা হবে?

বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, আহলেহাদীছ যদি নবী করীম (ছাঃ)-এর কথার বিপরীতে কোন ইমামের কোন একটি কথা মেনে না নেয় তবে তাদেরকে ইমামদের বিরোধিতাকারী বা অস্বীকারকারী এমনকি তাঁদের দুশমন ও তাদের শানে বেয়াদবীকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু একজন গায়ের আহলেহাদীছ ব্যক্তি শুধু স্বীয় ইমামের তাক্বলীদের কারণে এক সাথে তিন তিনজন ইমামের কথা নিঃসংকোচে বাদ দিলেও তাকে ইমামদের শানে না বেয়াদবীকারী বলা হয়, আর না অস্বীকারকারী। বরং সে স্বীয় ইমামের কথা মানার কারণে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলেও তার দ্বীন ও ঈমানের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

আহলেহাদীছগণ ইমামদের সেসব কথা মান্য করেন, যার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল মওজূদ রয়েছে। আর তারা সেসব কথাকে পরিত্যাগ করেন যা দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তারা কোন একজন ইমামের সব মতকে মেনে নিয়ে অন্য ইমামদের মতামতকে অগ্রাহ্য করেন না। বরং প্রত্যেকের দালীলিক (প্রমাণপুষ্ট) মতকে মেনে নেন। আর তাঁদের জ্ঞানগত ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সতর্ক করা সত্ত্বেও তাদের শানে বেয়াদবী করা থেকে মুক্ত থাকেন। এমনকি যদি কোন মাসআলায় তাঁদের মত দলীলের বিপরীত বা দুর্বল প্রমাণিত হ'লেও তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতঃ তাদের জন্য ওযর তালাশ করেন যে, হয়তবা তাঁদের নিকট এ হাদীছ

** ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*

*** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. وَمنْهَا تَقْلِيد غير الْمَعْصُوم أَعني غير النَّبِي الَّذِي ثبتَتْ عصمته، وَحَقِيقَته أَن يجْتَهد وَاحِد من عُلَمَاء الْأمة فِي مَسْأَلَة، فيظن متبعوه أَنه على الْإِصَابَة قطعا أَو غَالبا، فيردوا بِهِ حَدِيثا صَحِيحا، وَهَذَا التَّقْلِيد غير مَا اتّفق عَلَيْهِ الْأمة المرحومة، فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على جَوَاز التَّقْلِيد للمجتهدين مَعَ الْعلم بِأَن الْمُجْتَهد يُخطئ، ويصيب، وَمَعَ الاستشراف لنَصّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمنْهَا تَقْلِيد غير الْمَعْصُوم أَعني غير النَّبِي الَّذِي ثبتَتْ عصمته، وَحَقِيقَته أَن يجْتَهد وَاحِد من عُلَمَاء الْأمة فِي مَسْأَلَة، فيظن متبعوه أَنه على الْإِصَابَة قطعا أَو غَالبا، فيردوا بِهِ حَدِيثا صَحِيحا، وَهَذَا التَّقْلِيد غير مَا اتّفق عَلَيْهِ الْأمة المرحومة، فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على جَوَاز التَّقْلِيد للمجتهدين مَعَ الْعلم بِأَن الْمُجْتَهد يُخطئ، ويصيب، وَمَعَ الاستشراف لنَصّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১/২১২-২১৩ পৃ.। ইবনু তায়মিয়া বলেছেন, *أَمَّا وُجُوبُ اتِّبَاعِ الْقَائِلِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا يَقُولُ فَلَيْسَ بِصَحِيحِ؛ بَلْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ "مَرْتَبَةُ الرَّسُولِ" الَّتِي لَا تَصْلُحُ إلَّا لَهُ* মাজমূ' ফাতাওয়া, ৩৫/১২১।

২. *আল-আজবিবাহ আল-মুফীদাহ আন আসইলাতিল মানাহিজ আল-জাদীদাহ, প্রশ্ন-২৫।*

পৌঁছেনি অথবা তাঁরা এর অন্য কোন অর্থ বুঝেছেন অথবা সেটাকে মানসূখ মনে করেছেন অথবা সেটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলেন প্রভৃতি।

২. মুজতাহিদের ফায়ছালায় ভুল ও সঠিক উভয়ের সম্ভাবনা থাকে : এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, একজন বড় মাপের আলেম কিভাবে দ্বীনের বিষয়ে ফায়ছালা করতে গিয়ে ভুল করে বসেন? এর জবাব স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছে মওজূদ রয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ– 'যখন বিচারক ফায়ছালা করতে গিয়ে ইজতেহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; তাহ'লে তার জন্য দু'টি নেকী রয়েছে। আর যদি সে ফায়ছালা করতে গিয়ে ইজতেহাদ করে ও ভুল করে তাহ'লে তার জন্য এক নেকী'।[৩]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে দু'টি বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা : (১) কখনো ফায়ছালা করতে মুজতাহিদের ভুল হ'তেও পারে। (২) মুজতাহিদ ইজতেহাদ করার প্রচেষ্টার কারণে ভুল হওয়া সত্ত্বেও একটি নেকী অবশ্যই পাবেন। নবী করীম (ছাঃ)-এর ফরমানের পরে এখন কোন মুমিন এটা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে না যে, মুজতাহিদের ভুল হ'তে পারে না।

(৩) আহলেহাদীছগণ মুজতাহিদের ইজতিহাদী ভুলের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করেন না :

এখানে কোন ব্যক্তির এ বিভ্রান্তিতে পড়া উচিত নয় যে, যে মাসআলায় ভুল হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদ নেকী পান সেই মাসআলার উপর আমল করে আমরাও নেকী ও পুরস্কার পাব। সে কারণ আমরা ঠিক করি আর ভুল করি সর্বাবস্থায় নেকীর অধিকারী হব। মুজতাহিদের সাথে কোন মাসআলায় আমাদের মতভেদ করার প্রয়োজন নেই। যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের চিন্তাধারাকে উছূল (মূলনীতি) বানিয়ে ফেলে তাহ'লে এটা তার ভুল। কেননা এ খোশ চিন্তার দুর্গকে তছনছ করার জন্য খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর ফায়ছালাই যথেষ্ট। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا تَجْعَلُوْا خَطَأَ الرَّأْيِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ– 'সুন্নাত (তরীকা) তো সেটাই যা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল চালু করেছেন। তোমরা কারো ভুল রায়কে উম্মতের জন্য সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ কর না'।[৪]

একথার সমর্থন স্বয়ং কুরআনুল কারীমের এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়- وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا 'আর পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫)*।

বুঝা গেল যে, জেনে-বুঝে ভুল করা কারো জন্য জায়েয নয়। চাই তিনি মুজতাহিদ হোন বা অন্য কেউ। সেকারণ যার নিকট দলীলের আলোকে হক কথা প্রকাশিত হবে, তার জন্য স্বয়ং নিজে ভুলের উপর চলার অবকাশ থাকবে আর না অন্যদেরকে তার উপর চালানোর। স্বয়ং মুজতাহিদগণ তাদের ভুল বুঝতে পারলে তা থেকে ফিরে আসতেন। সেজন্য যে ব্যক্তি মুজতাহিদগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দাবী করছেন তাকে তাঁদের মত ভুল পথ থেকে সরে এসে হকের প্রতি আগুয়ান হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উক্তি দেখুন। তিনি স্বীয় শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফকে বলেন, وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدُ غَداً 'সাবধান হে ইয়া'কূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজ যে রায় দেই, কাল তা পরিত্যাগ করি। কাল যে রায় দেই পরশু তা প্রত্যাহার করি'।[৫]

৪. কোন একজন ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার উপর কখনো ইজমা হয়নি[৬] :

এখানে কোন মানুষ একথা বলতে পারেন যে, আমরা মুজতাহিদের মতামতকে এজন্য ছাড়তে পারি না যে, তাঁদের তাক্বলীদের উপর উম্মতের ইজমা হয়েছে। এসব বুযুর্গদের নিকটে নিবেদন হ'ল যে, তাদের এ দাবী স্ববিরোধিতা ও মতানৈক্যের শিকার। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী বলেন, مذہب معين كي تقليد كے وجوب كے بارے ميں ہر زمانہ كے علماء ميں اختلاف رہا ہے- 'নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সব যুগের আলেমদের মাঝে মতানৈক্য ছিল'।[৭]

দেখুন 'প্রত্যেক যুগে কোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার উপর আলেমগণ একমত হ'তে পারেননি। এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে, তাহ'লে এ 'ইজমা' সর্বশেষ কোন যুগে হয়েছে? প্রকৃত সত্য এই যে, উম্মতের কোন ব্যক্তিকে নবী ব্যতীত অন্য কারো সকল কথার অনুসারী করা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসলমানরা না এর উপর কখনো একমত হয়েছে, আর না একমত হ'তে পারে। এটা শুধু দাবী। যার পিছনে মাযহাবী গোঁড়ামি ও নিজেদের আবিষ্কৃত মাযহাবকে অন্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য দেয়ার মনোবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন দলীল নেই। বরং 'ইজমা' তো এর উল্টো হয়েছে।

স্বয়ং আশরাফ আলী থানবী ছাহেব বলেন, 'যদিও এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার মাযহাবকে বর্জন করে

৩. *বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/৩২৪০।*

৪. *জামেউ বায়ানিল ইলম, পৃঃ ২০১৪, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫৭।*

৫. *ইবনু আবেদীন, আল-বাহরুর রায়েক্ব-এর হাশিয়া ৬/২৯৩।*

৬. وَقد صَحَّ إِجْمَاع الصَّحَابَة كلهم أَوَّلهمْ عَنْ آخرهم وَإِجْمَاع التَّابعين أَوَّلهمْ عَن آخرهم على الامْتِنَاع وَالْمَنْع من أَن يقْصد منْهُم أحد إِلَى قَول إِنْسَان منْهُم أَو ممَّن قبلهم، فَيَأْخذهُ كلهم *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২৬৩-৬৪, চারশত হিজরীর আগের ও পরের লোকদের অবস্থার বর্ণনা)*

৭. *আব্দুল হাঈ, মাজমূ ফাতাওয়া, পৃ. ১৪৯, ১২৯ নং প্রশ্নের জবাব দ্রঃ।*

পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করা জায়েয নয়। অর্থাৎ যে মাসআলাটি চার মাযহাব অনুসারীদের বিরোধী হবে, তার উপরে আমল করা জায়েয নয়। কারণ এই চার মাযহাবের মধ্যেই হক সীমাবদ্ধ ও সীমিত রয়েছে। কিন্তু এর পক্ষেও কোন দলীল নেই। কেননা আহলে যাহের বা যাহেরী মতবাদের লোকজন প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান রয়েছে। আর এটাও নয় যে, তারা প্রত্যেকে প্রবৃত্তিপূজারী এবং উক্ত ঐক্যমত থেকে আলাদা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যদি ইজমা সাব্যস্তও হয়ে যায়, তবুও তাক্বলীদে শাখছীর উপরে তো কখনো ইজমা-ই হয়নি'।[৮]

এখানে কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে-

(১) কোন কোন কথার উপর ইজমার দাবী করা হ'লেও তা দলীল বিহীন।

(২) হক চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবী দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়।

(৩) তাক্বলীদে শাখছীর উপর তো আদতে কখনো ইজমা হয়-ইনি।

এ বিষয়টিকে সামনে রাখলে উম্মতের কাউকে এক ইমাম অথবা চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী করা একটা দলীল বিহীন বিষয়ের অনুসরণকারী করার নামান্তর। সকল যুগে বিদ্বানগণ যার বিরোধিতা করেছেন।

[চলবে]

---

৮. তাযকিরাতুর রশীদ ১/১৩১।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮৭৫৭৮৬১। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।। **ঝিনাইদহ :** আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৫৫-২৬৫৮২২।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। মা-বাবা আদর্শ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

মানবসম্পদ উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা

*জামীলুর রহমান**

ভূমিকা : সুস্থ জীবন যাপনের জন্য আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলো যেমন অপরিহার্য, তেমনি মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলা। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূলে দায়ী আমরা নিজেরাই। পারিবারিক ও সমাজ জীবনের পরিমণ্ডল এবং মূল্যবোধ সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদেরই। বর্তমানে নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত বলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মানব সম্পদ উন্নয়নের এ গতিধারাটি বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অটুট পারিবারিক বন্ধন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন, আল্লাহ্র ভয়, ন্যায়-নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, সংযত ও রুচিশীল পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক বিধি-নিষেধ, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহনশীলতা প্রভৃতি রীতিনীতিগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ভূলুণ্ঠিত প্রায়। ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন ও অনুশাসনের অভাব এবং মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অজ্ঞতাই হ'ল ইসলামের শত্রুদের বড় হাতিয়ার। মুসলমানদের ইসলামের সঠিক পরিচয় ও এর বিধি-নিষেধের জ্ঞান না থাকায় তারাও শত্রুদের চক্রান্তের শিকার হয়। এজন্য দায়ী আমাদের আলেম সমাজ ও ইসলাম বর্জিত রাজনীতি-সমাজনীতি।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো আমাদের দেশেরও মানবসম্পদ উন্নয়নের পথে কতগুলো বাধা বা সমস্যা রয়েছে। যেমন জনগণের মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব। অপরদিকে জনমানবের উন্নয়নের জন্য আমাদের চমৎকার সম্ভাবনাও আছে। উন্নয়নের পথে আমাদের সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। আর এই মহান কাজে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হ'লেন আমাদের মসজিদের ইমামগণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ– 'আলেমগণই নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী করেন। ফলে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল'।[১] আলোচ্য নিবন্ধে আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নে ইমামগণের ভূমিকা উল্লেখ করার চেষ্টা করব।-

ইমামদের জন্য করণীয় : ইমামগণ জনগণকে ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, একতা-সংহতি, নীতি-নৈতিকতা, মানবতা, সমাজপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, অন্যের অধিকার, আমানতদারিতা, পরহেযগারিতা, জবাবদিহীতা, নমনীয়তা, সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়নে গঠনমূলক পরিকল্পনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা ও গর্ব-অহংকার বর্জনসহ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন। নিজেদের মেধা, শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সমাজ থেকে অলসতা, কর্মবিমুখতা, ব্যক্তিপূজার প্রবণতা, লোভ, আত্মসাৎ, গীবত, তোহমত, কাঁদা ছোড়াছুড়ি, হিংসার বিষবাষ্প ছড়ানো থেকে বিরত থেকে আত্মকর্মশীল করে তুলতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ইমামগণের জন্য অবশ্যই করণীয় হ'ল জানা বিষয়গুলো আমজনতার নিকট প্রচার করা। যুগোপযুগী কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও যথাযথ আদর্শের প্রতীক হয়ে সত্যকে মুছল্লীদের কাছে সহনীয়, বরণীয় ও গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। যেমন আল্লাহ তাঁর নবীর নিকট অহী প্রেরণের পর তা মানুষের নিকট প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ– 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ হ'তে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়'।[২] অপরদিকে আলেম সমাজ যদি তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে বা দ্বীন প্রচারের কাজে অবহেলা করে কিংবা তা পালনে বিরত থাকে তবে তার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীছে এসেছে, আবু বকর (রাঃ) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ–

'হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমরা এ আয়াত তেলাওয়াত কর যে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সাধ্যমত তোমাদের কাজ করে যাও। পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা সৎপথে থাকবে' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*, আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা যালিমের হাত ধরে তাকে যুলুম করা থেকে বিরত না রাখবে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১. *ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭।*

২. *বুখারী হা/৩৪৬১; তিরমিযী হা/২৬৬৯।*

করবেন'।[৩] অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ. 'যে কওম এরূপ হবে যে, তারা যখন গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তা প্রতিরোধ করার মত কিছু লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তারা প্রতিকার না করে তখন আল্লাহ তা'আলা সকলকে আযাবে গ্রেফতার করবেন'।[৪]

মানুষকে দাওয়াত না দিলে দুনিয়াতেই শাস্তি হ'তে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। অন্যথা আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দো'আ করলেও তিনি তোমাদের দো'আ কবুল করবেন না'।[৫]

তবে আলেমগণকে অবশ্যই তাদের দাওয়াত অনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথা ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ–

'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তার নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা যাতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকটে একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক ব্যক্তি! আপনার এই অবস্থা (পরিণতি) কেন? আপনি কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজের নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই সে মন্দ কাজ করতাম'।[৬]

ইমামদের জন্য বর্জনীয় : জাতির উন্নয়নে দেশের দক্ষ মানবসম্পদ সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। মানবসম্পদ এমন এক বিরাট সম্পদ, যা সঠিকভাবে কার্যকর করা হ'লে প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত তথা দেশ-জাতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মানবসম্পদকে যথাযথ দিক নির্দেশনা দিতে না পারলে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হয়। সুতরাং মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশের আলেম সমাজ, ধর্মীয় নেতা ও মসজিদের ইমাম-খতীবদেরকে নেতৃত্বের প্রতি অনীহা, দুশ্চরিত্র, অশ্লীলভাষা, কর্কষভাষা ও রূঢ় আচরণ, অসৎ সঙ্গ, অসত্য কথা, কথা-কর্মের গড়মিল, ধৈর্যহীনতা, গোঁড়ামি, বিদ'আতের লালন, অপসংস্কৃতির অনুকরণ, জিহাদবিমুখতা, শিষ্টাচার বহির্ভূত কথা ও কর্ম, হিংসার ও বৈষম্য আচরণ প্রভৃতি অসুন্দর ও অকল্যাণকর কাজ বর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ– 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ–

'তুমি বল, বেশ তাহ'লে তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসো যা এদু'টিকে (তওরাত ও কুরআনের) চাইতে উত্তম পথ প্রদর্শনকারী হবে। আমি তা অনুসরণ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর যদি তারা তোমার কথায় সাড়া না দেয় তবে জানবে যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৪৯-৫০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ– 'বরং সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞতাবশে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবে কে? তাদের তো কোন সাহায্যকারী নেই' *(রূম ৩০/২৯)*। হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ والعلانية والقَوْلُ بالحَقِّ فِي الرِّضى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ،

'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

৩. তিরমিযী হা/৩০৫৭; ছহীহাহ হা/২২৫৭।
৪. আবুদাউদ হা/৪৩৩৮, হাদীছ ছহীহ।
৫. তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান।
৬. *বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯।*

তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী ও তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হ'ল (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় দানের ইচ্ছা পোষণ করা। আর ধ্বংসকারী জিনিসগুলো হ'ল (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[7]

মানবসম্পদ উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা :

আমাদের দেশে যথেষ্ট মূলধন না থাকলেও আছে পর্যাপ্ত জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার বিশুদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সঠিক ইসলামী জ্ঞানে দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে তথা মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আর রূপান্তরিত এই বিশাল জনসম্পদই হ'ল প্রকৃত অর্থে মানবসম্পদ। দেশের প্রায় আড়াই লক্ষাধিক মসজিদের ইমাম-খত্বীবগণ যদি পরিকল্পিত পন্থায় দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হন, তাহ'লে তাঁরা মসজিদের আওতাধীন ধর্মপ্রাণ মানুষকে সামাজিক অনাচার ও অনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করতে পারেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মাদকতা প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ও তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ কিছু বিষয়ে মুছল্লীদের বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করতে পারেন। যেমন:

(ক) মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। তবে সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন। তাই কেউ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ– 'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ– 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়িনাহ ৯৮/৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوْهُ، وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ– 'আল্লাহ তোমাদের তিনটি বিষয় পসন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপসন্দ করেন। পসন্দনীয় বিষয়গুলো হ'ল, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে মযবূতভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর অপসন্দনীয় তিনটি বিষয় হ'ল অনর্থক কথা বলা, অধিকহারে প্রশ্ন করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করা'।[8]

(খ) طَاغُوْتٌ (ত্বাগূত)-এর স্পষ্ট ধারণা প্রদান : طَاغُوْتٌ শব্দটি আল-কুরআনে আটবার এসেছে। ত্বাগূত-এর শাব্দিক অর্থ- সীমা লঙ্ঘনকারী, অবাধ্য। আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই মানা হয় সেই ত্বাগূত। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহ্র মর্যাদায় বা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বহির্ভূত নিয়মে বস্তু, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সমাজে প্রচলিত রসম-রেওয়ায ও তরীকা যা কিছুই মানা হয় সবই ত্বাগূত।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَطَاغُوْتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُوْنَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ– 'প্রত্যেক জাতির ত্বাগূত সে, যার কাছে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে লোকেরা শাসন ও বিচার চায়'।[9]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ– 'এটা একারণেও যে, কেবলমাত্র আল্লাহই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে যাকে তারা ডাকে তা অসত্য। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও মহান' *(হজ্জ ২২/৬২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ– 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

(গ) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য : মূলতঃ একনিষ্ঠতার নিদর্শন হ'ল আনুগত্য। আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত লাভের উপায় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ। আনুগত্যের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে একটি সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন ধারায় পরিচালনা করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوْا اللهَ– 'আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নে'মতকে স্মরণ কর এবং ঐ অঙ্গীকারকে স্মরণ কর, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছিলে। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৫/৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা

৭. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭২৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২; মিশকাত হা/৫১২২।*

৮. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/৮২৫; মুসলিম হা/৪৫৭৮ (১৭১৫)।*

৯. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫০ পৃঃ।

রহমত প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اسْمَعُوْا وَأَطِيعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، 'যদি তোমাদের উপর একজন হাবশী গোলামকেও শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিসমিশের মতো তবুও তার কথা শোন ও আনুগত্য কর'।[১০]

(ঘ) আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলা : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পথ বের করে দেন এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত। আল্লাহভীতি একজন সৎ মানুষের মূল ভিত্তি। তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি জান্নাতে যাবে এ কথার নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গাভীর ওলান থেকে দুধ বের করে ঐ দুধ পুনরায় ভিতরে ঢুকানো যেমন অসম্ভব, আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়া তেমনি অসম্ভব'।[১১]

আল্লাহ বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوعًا 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ، وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ، فَاسْجُدُوْا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا- 'অতঃপর তাহ'লে কি তোমরা এই কুরআন থেকে বিস্মিত হচ্ছ? আর হাসছ অথচ কাঁদছ না? আর তোমরা (অহংকারে) উদাসীন? অতএব তোমরা আল্লাহ্কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর' *(নাজম ৫৩/৫৯-৬২)*।

(ঙ) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করা : দুনিয়াবী শান-শওকত, মায়া-মমতা মরীচিকার মত। এগুলোর কোন কিছুই মানুষ সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। কেবলমাত্র তার নেক আমল ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا- 'দু'জন পিপাসু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কখনো তৃপ্ত হয় না। একজন হ'ল জ্ঞান পিপাসু, যার পিপাসা কখনো নিবৃত্ত হয় না। অন্যজন হ'ল দুনিয়া পিয়াসী, যার লোভ কখনো শেষ হয় না'।[১২]

তিনি আরো বলেন, لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ- 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণ আকাঙ্ক্ষা করবে। তার মুখ ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। আর আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[১৩]

দুনিয়াবী ধন-দৌলত, শান-শওকত ও নে'মতরাজির হিসাব আল্লাহ তা'আলার কাছে পেশ করতে হবে। অধিকাংশ মানুষই ধন-সম্পদের ধোঁকায় পতিত হয়। তাই অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে অল্পে তুষ্ট থাকাই হবে প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ 'দু'টি নে'মত রয়েছে, যে দু'টিতে বহু মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে- স্বাস্থ্য এবং সচ্ছলতা'।[১৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِه ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল! অথচ তার মাল হ'ল মাত্র তিনটি : (১) যা সে খেয়েছে ও শেষ করেছে (২) যা সে পরিধান করেছে ও জীর্ণ করেছে এবং (৩) যা সে ছাদাক্বা করেছে ও সঞ্চয় করেছে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যাবে'।[১৫]

(চ) নম্র ও বিনয়ী করে গড়ে তোলা : নম্রতা, ভদ্রতা ও সদাচার সমাজে আজ উপেক্ষিত প্রায়। নবী করীম (ছাঃ) মু'আয ও আবু মূসাকে ইয়ামনে প্রেরণের সময় বলেন, يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا 'তোমরা লোকদের প্রতি কোমলতা করবে, কঠোরতা করবে না। সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর একমত হবে, মতভেদ করবে না'।[১৬] সুতরাং কোমল ও সদাচরণ মুছল্লীদের মাঝে প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

উপসংহার : ইসলাম মানবসম্পদ উন্নয়নে নীতি-নৈতিকতা, আর্থ-সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অগ্রগতির বিষয়ে জোরালো তাকীদ দিয়েছে, যাতে একজন নীতিবান ও আদর্শ মানুষ সামাজিক কল্যাণ, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও মানবিক উন্নয়নে সমর্থ হয় এবং ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভ করে। মানব সন্তানের কার মধ্যে কোন শক্তি-সামর্থ্য নিহিত, তা খুঁজে বের করে যথোপযুক্ত পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারলে মানবতার নৈতিক, চারিত্রিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব। মসজিদের ইমাম, খত্বীব, আলেম, মুহাদ্দিছ, ওয়ায়েজ ও বক্তাদের উপরেই মূলতঃ এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অর্পিত এ দায়িত্ব পালন করে মানবজাতিকে প্রকৃতার্থে সভ্য মানুষে পরিণত করার জন্য আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১০. *বুখারী হা/৭১৪২; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬০; মিশকাত হা/৩৬৬৩।*
১১. *তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৭, ৩১০৮।*
১২. *হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৩১২; মিশকাত হা/২৬০; ছহীহুল জামে' হা/৬৬২৪।*
১৩. *বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।*
১৫. *মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬।*
১৬. *বুখারী হা/৩০৩৮; মুসলিম হা/৪৬২৩।*

জীবন ও জীবিকার বরকত লাভ

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

ভূমিকা :

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক প্রাণীর জন্য রিযিক দান করেন *(হূদ ১১/৬)*। মানুষের জন্যেও তিনি রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু হবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيْدٌ– ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে। অতঃপর তা জমাটবদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা গোশত পিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মত চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয় তার আমল, তার রিযিক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে’।[1] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মাঝে নৈতিকতাকে ভাগ করে দিয়েছেন, যেরূপ তোমাদের মাঝে রিযিক ভাগ করে দিয়েছেন’।[2]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُه– ‘নিশ্চয়ই রিযিক বান্দাকে খোঁজ করে যেরূপ তার মৃত্যু তাকে খোঁজ করে’।[3]

আর আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জন্যে নির্ধারিত রিযিক গোপন রেখেছেন। অতএব মানুষ জানে না সে কি পরিমাণ জীবিকা অর্জন করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ– ‘কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে’ *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*।

ধন-সম্পদ আল্লাহ তা‘আলার দেয়া বিশেষ নে‘মত। তা অর্জন করতে গিয়ে কতক লোক দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই পায়। অর্থাৎ হালাল পথে উপার্জনের মাধ্যমে তার হক আদায়ের ফলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোক দুনিয়ার মোহে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা যেকোন মূল্যে ধন-সম্পদ হাছিল করতে চায়। ফলে হারাম পথে উপার্জন করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারায়।

সম্পদ মানুষের কাছে প্রিয়। আল্লাহ বলেন, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا– ‘এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস’ *(ফজর ৮৯/২০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ– ‘আদম সন্তান যদি দুই ময়দান ভর্তি সম্পদ পায়, সে তৃতীয় আরেক ময়দান চাইবে। মাটি (অর্থাৎ কবরে যাওয়া) ব্যতীত তার চাহিদা শেষ হবে না। আর আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন, যে তওবা করে’।[4] বস্তুতঃ এ শ্রেণীর লোকদের ক্ষুধা কোন দিন মিটবে না এবং তাদের সম্পদে বরকত হয় না।

বস্তুতঃ সম্পদের বরকত না থাকলে তাতে কোন কল্যাণ হয় না এবং প্রকৃত উপকার লাভ করা যায় না। তাই সম্পদে বরকত থাকা যরূরী। এ প্রবন্ধে সম্পদে বরকত লাভ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো ।-

‘বরকত’ শব্দের অর্থ :

اَلْبَرَكَةُ (বরকত)-এর অর্থ হ’ল, النماء والزيادة والسعادة ‘বা বৃদ্ধি, আধিক্য, প্রবৃদ্ধি, উন্নতি, সুখ।[5] আল্লাহ তা‘আলার বাণী, تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ‘মহামহিম তিনি যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি ফায়ছালাকারী গ্রন্থ পরপর নাযিল করেছেন’ *(ফুরকান ২৫/১)*।

(১) যুজাজ (রহঃ) বলেন, البركة অর্থ হচ্ছে, الْكَثْرَةُ مِنْ كُلِّ ذِيْ خَيْرٍ ‘প্রত্যেক কল্যাণযুক্ত বস্তুর আধিক্য’।[6]

(২) ইবনু মানযূর আযহারীর বক্তব্য পেশ করে বলেন, আরবরা বলে, بارك الله وبارك فيك ‘আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন এবং বরকত দিন। এখানে بركة (বরকত) অর্থ হচ্ছে, علوه على كل شيء ...।[7]

(৩) ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, المستقرة الدائمة الثابتة ‘বরকত হচ্ছে, যা স্থায়ী, অবিরতভাবে প্রতিষ্ঠিত’।[8]

---

* রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

১. বুখারী হা/৩২০৮; মুসলিম হা/৩৬৪৩; আহমাদ হা/৩৫২৪।
২. হাকেম হা/৩৬৭১; আহমাদ হা/৩৬৭২; ছহীহাহ হা/২৭১৪।
৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩২৩৮; মিশকাত হা/৫৩১২; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭০৩।
৪. বুখারী হা/৬৪৩৬; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩।
৫. ফিরোযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রীঃ/১৪২৬ হিঃ), পৃঃ ১/৯৩২।
৬. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফুরকান, ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৭. লিসানুল আরব, (বৈরূত : দারু ছাদির, তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১০/৩৯৬।
৮. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা ফুরকান ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪) আমরা ছালাতে ও ছালাতের বাইরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের সময় বলি اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ 'হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে। শাওকানী (মৃতঃ ১২৫০ হিঃ) اَللَّهُمَّ بَارِكْ 'হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন' এর ব্যাখ্যায় বলেন, أَيْ أَدِمْ شَرَفَهُ وَكَرَامَتَهُ وَتَعْظِيْمَهُ، অর্থাৎ তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অব্যাহত রাখুন।[৯]

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, أَثْبِتْ وَأَدِمْ مَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ التَّشْرِيْفِ وَالْكَرَامَةِ، অর্থাৎ 'আপনি তাঁকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠিত ও অব্যাহত রাখুন'।[১০]

এক্ষণে বিদ্বানগণের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, বরকত হ'ল প্রত্যেক কল্যাণযুক্ত বস্তুর প্রবৃদ্ধি ও আধিক্য, যা কল্যাণের অধিকারীর নিকট অবিরতভাবে স্থিরীকৃত। আর এ বরকত কম পরিমাণ বস্তুর মধ্যেও হ'তে পারে আবার অধিক পরিমাণ বস্তুর মধ্যেও হ'তে পারে। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেন, لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ الْبَرَكَةَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْكَثِيْرِ، 'অধিকাংশ মানুষ অধিক বস্তু ব্যতীত বরকত বুঝে না'।[১১] অর্থাৎ ধন-সম্পদ, খাদ্য-শস্য, সন্তানাদি অধিক হ'লেই যে বরকতপূর্ণ হবে, আর কম হ'লে তাতে বরকত লাভ হবে না বিষয়টি এমন নয়। বরং পরিমাণে কম হ'লেও তার মধ্যে বরকত লুক্কায়িত থাকতে পারে।

জীবিকায় বরকত লাভের কতিপয় উপায় :

সম্পদ ও জীবিকা আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত। তাতে বরকত লাভ করতে হ'লে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। নিম্নে বরকত লাভের কতিপয় দিক উল্লেখ করা হ'ল।

১. আল্লাহ ভীতি ও সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই (প্রকৃত) মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। অন্যত্র মানুষকে সাধ্যানুযায়ী ভয় করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, -فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করবে তিনি তার জন্য রিযিকের দুয়ার খুলে দিবেন এবং তাতে বরকত প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, أَيْ يُبَارِكْ لَهُ فِيْمَا آتَاهُ অর্থাৎ তাকে প্রদত্ত সবকিছুতে বরকত প্রদান করা হবে।[১২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ- 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

আল্লাহ্র বাণী : وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাসূলগণ তাদের নিকট যা নিয়ে আগমন করেছেন তারা যদি তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত, তাকে সত্য বলে মেনে নিত এবং তাঁর অনুসরণ করত, হারাম সমূহকে বর্জন এবং আনুগত্যের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করত তাহ'লে لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 'আকাশ ও যমীনের বরকত খুলে দিতাম'। অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি এবং যমীন থেকে নানা রকম উদ্ভিদরাজির বরকত'।[১৩]

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাছিল সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ:

৯. নায়লুল আওত্বার, (মিশর : দারুল হাদীছ, প্রথম সংস্করণ ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খ্রিঃ), পৃঃ ২/৩৩৫।

১০. আলী বিন মুহাম্মাদ, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাছাবীহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪২২ হিঃ/২০০২ খ্রীঃ), 'নবী (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ' অধ্যায়, পৃঃ ২/৭৪০।

১১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, (বৈরূত : দারুল মারিফাহ), ১৪৬৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২. তাফসীরে তাবারী, সূরা তালাক ২-৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য, ১৮/১৬০।

১৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭/৯৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِه، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهُ-

'আল্লাহ বলেন, আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি, তা দ্বারাই কেউ আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই'।[১৪]

আল্লাহ্র নিকট নফল থেকে ফরযের গুরুত্ব অধিক। বান্দা ফরয বিষয়গুলি সম্পাদনের পাশাপাশি নফল আদায়ে অভ্যস্ত হ'লে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় পাত্র হয়ে যায়। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের পর তাঁর নির্ধারিত ফরয সমূহ যেমনঃ ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ সম্পাদনের পর নফল আদায়ে অভ্যস্ত হ'লে সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় পাত্র হয়ে যায়। অতঃপর তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হাত-পা, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে তাঁর মর্যীতে নির্ধারিত সীমায় চলতে থাকে। ফলে তার প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও বরকত ঘিরে থাকে। উক্ত হাদীছে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. ছালাত আদায় করা :

ছালাত আদায় করা আল্লাহ্র নির্দেশ। যার মাধ্যমে রিযক বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

তিনি আরো বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى- 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বা-হা ২০/১৩২)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ 'যখন তুমি ছালাত কায়েম করবে রিযিক তোমার নিকট এমনভাবে আসবে যা তুমি ধারণাও করতে পারবে না'। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।[১৫]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِه وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِه مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ- 'যার জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন। তার সব সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া (ধন-সম্পদ) তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর যার জীবনের লক্ষ্য হবে দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা দারিদ্র্যকে তার নিত্যসঙ্গী করে দিবেন। তার গোছানো বিষয় ছিন্নভিন্ন করে দিবেন এবং তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ তার বাইরে সে দুনিয়ার কিছুই পাবে না'।[১৬]

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন,

فَالصَّلَاةُ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى تَحْصِيلِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَدَفْعِ مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهِيَ مَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَدَافِعَةٌ لِأَدْوَاءِ الْقُلُوبِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، وَمُنَوِّرَةٌ لِلْقَلْبِ، وَمُبَيِّضَةٌ لِلْوَجْهِ، وَمُنَشِّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ وَالنَّفْسِ، وَجَالِبَةٌ لِلرِّزْقِ، وَدَافِعَةٌ لِلظُّلْمِ، وَنَاصِرَةٌ لِلْمَظْلُومِ، وَقَامِعَةٌ لِأَخْلَاطِ الشَّهَوَاتِ، وَحَافِظَةٌ لِلنِّعْمَةِ، وَدَافِعَةٌ لِلنِّقْمَةِ، وَمُنْزِلَةٌ لِلرَّحْمَةِ، وَكَاشِفَةٌ لِلْغُمَّةِ-

'ছালাত দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাছিলে সহায়ক এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণকে দূরীভূত করতে সহায়ক। আর তা পাপের পরিসমাপ্তি এবং অন্তরের রোগসমূহের প্রতিরোধকারী। ছালাত শরীরের রোগ বিতাড়নকারী, হৃদয় উজ্জ্বলকারী, মুখমণ্ডলের মলিনতা অপনোদনকারী, আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশান্তি, রিযিক আনয়ণকারী, যুলুম প্রতিরোধকারী এবং মাযলূমকে সাহায্যকারী, নানা প্রকারের প্রবৃত্তি দমনকারী, নে'মতের হেফাযতকারী, ঘৃণা বা শত্রুতা প্রতিরোধকারী, রহমত বর্ষণকারী ও বিষণ্ণতা বিদূরণকারী'।[১৭]

১৪. বুখারী হা/৬৫০২।

১৫. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ত্বা-হা ২০/১৩২ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১৬. তিরমিযী হা/২৪৬৫, ছহীহাহ হা/৯৪৯-৯৫০; মিশকাত হা/২৪৬৫।

১৭. যাদুল মা'আদ, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণ, ১৪১৫ হিঃ ১৯৯৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৪/১৯২।

৩. হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে সম্পাদন করা :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيْدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ– ‘তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ পরপর একত্রে আদায় কর। কেননা এ হজ্জ ও ওমরাহ দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়’।[১৮]

৪. যাকাত প্রদান ও দান-ছাদাক্বা করা :

যাকাত হ’ল সম্পদের পবিত্রতা। আল্লাহ তা‘আলা ধনীদের যে সম্পদ প্রদান করেছেন যাকাত দেয়ার মাধ্যমে তাদের উপর গরীবের হক আদায় হয়। অতঃপর যাকাত ও দান-ছাদাক্বার ফলে আল্লাহ্র রহমত ও সম্পদে বরকত নাযিল হয়, নানা প্রকার বালা-মুছীবত, সম্পদের ধ্বংস আকস্মিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– ‘তুমি তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের জন্য তুমি দো‘আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তি স্বরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(তওবা ৯/১০৩)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ– ‘পক্ষান্তরে (জান্নাতে) আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তারা বহুগুণ লাভ করে থাকে’ *(রূম ৩০/৩০)*।

কুরতুবী فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ‘তারাই সমৃদ্ধশালী’ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শব্দটি দু’টি অর্থে আসে, এর একটি হ’লো الْمُضْعِفِينَ তিনি (আল্লাহ) তাদের নেকী বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। দ্বিতীয়টি হ’ল انه تضاعف لهم الجنة ‘তিনি তাদের জান্নাত বৃদ্ধি করে দিবেন’।[১৯]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا– ‘প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন’।[২০] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ– ‘তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব’।[২১]

৫. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

আব্দুল্লাহ মারহূল তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, حقيقة التوكّل هو اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ‘তাওয়াক্কুলের বাস্তব অবস্থা হ’ল দ্বীন ও দুনিয়া হাছিলে বান্দার জন্যে যা মঙ্গলজনক সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং তার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে যা ক্ষতিকর তা প্রতিহত করা’।[২২]

জুরজানী (রহঃ) বলেন, التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في ايدي الناس ‘তাওয়াক্কুল হ’ল আল্লাহ্র নিকট যা আছে তার উপর আস্থা রাখা এবং মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি আশাহত থাকা’।[২৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ– ‘বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র। আর আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’ *(শূরা ৪২/৩৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ‘আর যে আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট’ *(তালাক ৬৫/৩)*।

তিনি আরো বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، ‘আর তুমি ভরসা কর সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তুমি তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৮)*।

---

১৮. ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৭; তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩০; মিশকাত হা/২৫২৪, সনদ ছহীহ।
১৯. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা রূম ৩০/৩৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২০. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম ১২/১৭, হা/১০১০।
২১. বুখারী হা/৫৩৫২; মুসলিম ৫৩/২, হা/২৯৮২/ আহমাদ হা/৮৭৪০।
২২. আব্দুল্লাহ মারহুল, আল-বারাকাতু ফির-রিযকি, (মদীনা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিঃ/২০০৩ খ্রীঃ), পৃঃ ১/২৮০।
২৩. জুরজানী, কিতাবুত তা‘রীফাত, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ খ্রীঃ), পৃঃ ১/৭০।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا 'তোমরা যদি প্রকৃত ভাবেই আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হ'তে তাহ'লে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হ'ত। এরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে'।[২৪]

৬. আল্লাহ তা'আলার শোকর করা :

ইবনুল ক্বাইয়িম শোকরের সংজ্ঞায় বলেন, هُوَ ظُهُوْرُ أَثَرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ: ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا. وَعَلَى قَلْبِهِ: شُهُوْدًا وَمَحَبَّةً. وَعَلَى جَوَارِحِهِ: اِنْقِيَادًا وَطَاعَةً، 'শোকর হ'ল বান্দার মৌখিক স্বীকৃতি ও প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নে'মতের নিদর্শন প্রকাশ করা, আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা ও মহব্বত রাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (এর শোকর হ'ল) বশ্যতা স্বীকার করা ও আনুগত্য করা'।[২৫]

নে'মতের শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ বেশী দেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ- 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দিব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

তিনি আরো বলেন, فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ- 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*।

৭. আল্লাহ্র নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা :

তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে মানুষের উত্তম জীবনোপকরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ- 'এবং এ মর্মে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক উত্তম আমলকারীকে তার প্রতিদান দিবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে আমি তোমাদের উপর কঠিন দিবসের শাস্তির আশংকা করছি' *(হূদ ১১/৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا- 'আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ রচনা করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

উপরোক্ত আয়াতটি এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে তাঁর নিকট থেকে উত্তম জীবিকা, ধন-সম্পদ ও বরকত হাছিল করা সম্ভব। আর নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে উল্লেখিত আয়াতের দিকেই ডেকে ছিলেন।

৮. আল্লাহ তা'আলার নিকটে বরকতের জন্যে দো'আ করা :

বরকতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে অধিকহারে দো'আ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথা বলে দো'আ করেছেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সঠিক পথ নির্দেশ, আল্লাহভীতি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[২৬]

তিনি আরো বলতেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ، 'হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার ঘর প্রশস্ত কর এবং তুমি আমাকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দাও।[২৭]

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একটি চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলে, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপারগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিখিয়ে ছিলেন? যদি তোমার উপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন, তুমি বল, اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ- 'হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হ'তে বিরত রাখ

২৪. তিরমিযী হা/২৩৪৪, ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; আহমাদ হা/৫০২; মিশকাত হা/৫২৯৯।

২৫. ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, তাহকীক : মুহাম্মাদ আল-মু'তাছিম বিল্লাহ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃঃ ২/২৩৪।

২৬. মুসলিম হা/৭২-২৭২১; তিরমিযী হা/৩৪৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩২; আহমাদ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/২৪৮৪।

২৭. তিরমিযী হা/৩৫০০; আর-রাওযুন নাযীর হা/১১৫৭, গায়াতুল মারাম হা/১১২, হাসান।

বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হ'তে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর'।[২৮]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আনাস আপনারই খাদেম। আপনি তার জন্য দো'আ করুন। তিনি দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ– 'হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিন। আর তাকে আপনি যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন'।[২৯]

খাদ্য খাওয়ার পর নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে বৃদ্ধি করে দাও'।[৩০]

রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত বরকতময় খাদ্যের বিবরণ :

(ক) জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِه الْبَرَكَةُ– '(খাবার সময়) যদি তোমাদের কারো গ্রাস থালার বাইরে পড়ে যায়, তবে সে যেন তা তুলে নেয় এবং এর ময়লা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর খাবার শেষ করে আঙ্গুলগুলো চেটে না খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমালে হাত না মুছে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে'।[৩১]

(খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ، 'খাদ্যের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। অতএব তোমরা এর কিনারা হ'তে খাওয়া আরম্ভ কর, মাঝখান হ'তে খেও না'।[৩২]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا– 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ খাবার খাবে তখন খাদ্যের উপরের অংশ হ'তে খাবে না, বরং খাদ্যের নিচের অংশ থেকে (পাশ থেকে) খাবে। নিশ্চয়ই বরকত খাদ্যের উপর থেকে নাযিল হয়'।[৩৩]

৯. বিসমিল্লা বলে খাওয়া :

ওয়াহশী ইবনু হারব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা খেয়ে থাকি অথচ তৃপ্ত হই না (এর প্রতিকার কি)। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথকভাবে খেয়ে থাক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা সবাই তোমাদের খানা একত্রিত করে একসাথে খাও। আর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) খাও। দেখবে তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে'।[৩৪]

১০. ক্রয়-বিক্রয়ে সততা অবলম্বন করা :

হালাল ব্যবসা নিঃসন্দেহে বরকতময়। কিন্তু অনেক লোক এমন আছে যে, হালাল পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যেমন তারা বলে, 'পণ্যটি এত টাকায় কেনা আছে, অথচ এর থেকে কমে কিনেছে। এ ব্যাপারে তারা মিথ্যা বলে অথবা বলে যে, পণ্যটি বিক্রি করলে আমার দশ টাকা লাভ হবে, অথচ এর থেকে অনেক বেশী লাভ হবে। এসব মিথ্যা ব্যবসার বরকতকে নষ্ট করে দেয়।

অতঃপর কতক ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট বলে, পণ্যটি বিদেশী বা উন্নতমানের কোন কোম্পানীর। আসলে সেটি বিদেশী নয়; বরং দেশী নিম্নমানের কোন কারখানায় তৈরী। এ ব্যাপারে ক্রেতার নিকট মিথ্যা বলে পণ্যের প্রকৃত গুণগত মান গোপন করে ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করে, যা ব্যবসার বরকত চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বস্তুতঃ প্রতারণা বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পণ্য বিক্রির ফলে নিজের কাছে অধিক লাভজনক মনে হ'লেও ব্যবসার জন্য ক্ষতি ডেকে আনে। তাছাড়া প্রতারকের জন্যে পরকালীন ক্ষতি তো অপেক্ষা করছেই।

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের নীতিমালা বর্ণনা করে বলেন, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا– 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করার)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়'।[৩৫]

তিনি আরো বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ– 'আল্লাহ তা'আলা

২৮. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; আহমাদ হা/১৩১৯; মিশকাত হা/২৪৪৯, সনদ হাসান।
২৯. বুখারী হা/৬৩৪৪; মুসলিম হা/১৪১; তিরমিযী হা/৩৮২৯।
৩০. আবুদাঊদ হা/৩৭৩০; তিরমিযী হা/৩৪৫৫; মিশকাত হা/৪২৮৩; ছহীহাহ হা/২৩২০।
৩১. মুসলিম হা/২০৩৩; আহমাদ হা/১৪২২১।
৩২. তিরমিযী হা/১৮০৫।
৩৩. আবুদাঊদ হা/৩৭৭২।
৩৪. আবুদাঊদ হা/৩৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৬; ইবনু হিব্বান হা/৫২২৪; মিশকাত হা/৪২৫২।
৩৫. বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২; আহমাদ হা/১৫৩২৪।

ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। রাসূল (ছাঃ) একথা তিন বার বলেন। আবু যার (রাঃ) বলেন, এরা তো ব্যর্থ ও ধ্বংস হ'ল। তিনি বললেন, (তারা হ'ল) উপকার করার পর খোটাদানকারী, পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধানকারী এবং নিজের পণ্য দ্রব্য মিথ্যা শপথ করে বিক্রয়কারী'।[৩৬]

১১. যৌথ ব্যবসায় খিয়ানত না করা :

দু'জন বা ততোধিক মিলে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা অথবা একজনের অর্থে আরেকজন ব্যবসা করা যাকে ইসলামে 'বায়এ মুযারাবাহ' বলা হয়, তা ইসলাম সম্মত। উক্ত ব্যবসায় কোন কিছু গোপন করলে, মাল বা অর্থ আত্মসাৎ করলে ব্যবসার বরকত চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমানতের খেয়ানতকারীকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ 'আল্লাহ খিয়ানতকারীকে পসন্দ করেন না'।

১২. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা :

সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছে পিতা-মাতা, এরপর অন্যান্য আত্মীয়গণ। কিন্তু অনেকেই এমন আছে যে, বন্ধু-বান্ধব বা অনাত্মীয়দের জন্য যত অর্থ ব্যয় করে এবং তাদের সাথে যে গভীর সম্পর্ক রাখে, সেরূপ নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে রাখেন না। অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক রহমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আর যে তা ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৩৭] অতঃপর যারা পরের জন্য অঢেল সম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু নিজ ভাইয়ের পরিবার অন্ন-বস্ত্রের অভাবে ভোগে, তারা আল্লাহ তা'আলার উক্ত হুঁশিয়ারীতে সাবধান হবে কি? বস্তুতঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাঝে নিজ জীবন, ধন-সম্পদে বরকত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে'।[৩৮]

১৩. প্রভাতে কর্মে বেরিয়ে পড়া :

প্রত্যুষে কাজে লিপ্ত হওয়া। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ভোর বেলার মধ্যে তাদেরকে বরকত দান করুন'।[৩৯]

সাখর (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ীদের পাঠাতে ইচ্ছা করলে তাদেরকে দিনের প্রথম অংশেই পাঠাতেন। ফলে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন।[৪০]

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলব যে, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে পালন করলে জীবন ও জীবিকায় বরকত আসবে ইনশাআল্লাহ। তবে এর জন্য হ'তে হবে আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্যশীল বান্দা। মহলে আল্লাহ আমাদেরকে অনুগত বান্দা হিসাবে কবুল করুন এবং আমাদের কর্মে ও জীবিকায় বরকত দান করুন-আমীন!

---

৩৬. মুসলিম হা/১৭১; আবুদাঊদ হা/৪০৮৭; তিরমিযী হা/১২১১।
৩৭. বুখারী হা/৫৯৮৮; আবুদাঊদ হা/২৩৮৪।
৩৮. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।
৩৯. আহমাদ হা/১৩২০; আবুদাঊদ হা/২৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৬ সনদ ছহীহ।
৪০. তিরমিযী হা/১২১২; আবুদাঊদ হা/২৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৭৫৪।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৮

সকলের জন্য উন্মুক্ত

নির্বাচিত গ্রন্থ

আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ
(২০১ থেকে ৫০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

রোহিঙ্গা ফেরৎ চুক্তি : তবে...

*শামসুল আলম **

অবশেষে বিশ্বের তুমুল চাপের মুখে এ যুগের নব্য হালাকু খান অথবা হিটলার নামে আখ্যায়িত মিয়ানমার সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইয়াং এবং জাতিগত নিধনের আরেক মহানায়ক কথিত গণতান্ত্রিক (?) নেত্রী সে দেশেরই স্টেট কাউন্সিলর অংসান সুচি বহির্বিশ্বের নিকট নাকানি-চুবানী খেয়ে বাংলাদেশের সাথে রোহিঙ্গা ফেরৎ চুক্তি করতে বাধ্য হ'ল। চুক্তি অনুযায়ী তারা আগামী দুই মাসের মধ্যে নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিবে। দু'রাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা চুক্তিতে তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ২৩শে নভেম্বর'১৭ বৃহস্পতিবার দুপুরে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টার দপ্তরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিকেলে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সমঝোতা স্বাক্ষরের বিষয়টি জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় বলা হয়, ২২শে নভেম্বর'১৭ সকালে মিয়ানমারের রাজধানী নেপিডোতে উভয় দেশের কর্মকর্তারা খসড়া সমঝোতাটির বিষয়ে একমত হন। ২৩শে নভেম্বর বিকালে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী এবং মিয়ানমারের ইউনিয়ন মিনিস্টার চ টিন্ট সোয়ে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মিয়ানমার থেকে দেশে ফিরে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী গত ২৫শে নভেম্বর ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, মিয়ানমারের ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানোর বিষয়ে ১৯৯২ সালের চুক্তি অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৯২ সালের চুক্তি তারা (মিয়ানমার) অনুসরণ করতে চায়। সেভাবেই জিনিসটি করা হয়েছে। তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়া। এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, এটা নেই, সেটা নেই, এসব বলে লাভ নেই। অথচ ইতিপূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, ১৯৯২ সালের এই চুক্তি অনুসরণযোগ্য নয়।

জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২০১৬ সালের ৯ই অক্টোবর সেনা অভিযানের মুখে প্রায় ৮৬ হাযারের বেশী রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। আর ২০১৭ সালের ২৫শে আগষ্টের পর সে দেশের সেনা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখে প্রাণ বাঁচানোর তাকীদে সোয়া ছয় লাখের বেশী রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তি অনুযায়ী ৯ই অক্টোবর'১৬ ও ২৫শে আগষ্ট'১৭-এর পরের আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত রাখাইন রাজ্যের অধিবাসীদের ফেরৎ নিবে। মিয়ানমারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্ধারিত কোন কোন সময়সীমা নেই (?)। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো টাইম ফ্রেম দেওয়া যায় না। প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার হ'ল এরকম কোনও টাইম ফ্রেম দিয়ে কোন লাভও নেই। মন্ত্রী জানান, ২০১৬ সালের অক্টোবরের পর থেকে যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে তাদের আগে ফেরৎ পাঠানো হবে। আর এর আগে থেকে যারা আছে (প্রায় তিন লাখের মত) তাদের ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে পরে বিবেচনা করা হবে। তিনি আরও বলেন, মিয়ানমারে ফেরৎ নেয়ার পর রোহিঙ্গাদের সাবেক আবাসস্থল বা পসন্দ অনুযায়ী কাছাকাছি কোন স্থানে পুনর্বাসিত করা হবে। এছাড়া যৌক্তিক সময়ের মধ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দুই পক্ষ সম্মত হয়েছে। তবে যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ফেরৎ নেয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার জটিলতা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৭৮ সালে দু'দেশ চুক্তি করেছিল। সেই চুক্তির অধীনে ২ লাখ ৪০ হাযার রোহিঙ্গা ৬ মাসের মধ্যে ফেরৎ গিয়েছিল। এরপর ১৯৯২ সালে দু'দেশের মধ্যে আরেকটি সমঝোতা হয়, যার অধীনে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে ২ লাখ ৩৬ হাযার রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরৎ যায়।

চুক্তির পরবর্তী প্রতিক্রিয়া : বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি নিয়ে বিভিন্ন মহল নানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এর কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

জাতিসংঘ : রোহিঙ্গাদের নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরার মত পরিস্থিতি হয়নি বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএন এইচ সি আর। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পরদিন উক্ত সংস্থা এ প্রতিক্রিয়া জানায়। ইউএন এইচ সিআর-এর মুখপাত্র আদ্রিয়ান এডওয়ার্ড গত ২৪শে নভেম্বর'১৭ জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঐ সম্মতিপত্রে কি আছে তা এখনও তারা দেখেননি। তবে সহিংসতার শিকার হওয়া মিয়ানমারের ঐ জনগোষ্ঠীর রাখাইনে ফেরার বিষয়টি যেন স্বেচ্ছায় এবং নিরাপদ হয়। তিনি বলেন, সেখানে এখনকার পরিস্থিতি নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের উপযোগী নয়। শরণার্থীরা এখনও পালাচ্ছে, অনেকে সহিংসতা, ধর্ষণ সহ নানা রকম শারীরিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। অনেকে তাদের আপনজন ও বন্ধুকে হারিয়েছে। অধিকাংশেরই ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদের বাড়ি-ঘর ও গ্রাম কিছুই নেই। তাঁর মতে, প্রত্যাবাসনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির আগে কাউকে পাঠানো ঠিক নয়। সমস্যার মূল, বিশেষ করে আনান কমিশনে তাদের নাগরিকত্বহীনতার যে বিষয়টি বলা হয়েছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

এইচ আর ডব্লিউর শরণার্থী অধিকার বিষয়ক পরিচালক বিল ফ্রেরিক গত ২৪শে নভেম্বর'১৭ রয়টার্সকে বলেন, মিয়ানমার অস্ত্র হাতে রোহিঙ্গাদের পুড়ে যাওয়া বাড়িতে স্বাগত জানাবে, এমন ধারণাটা হাস্যকর। তাঁর মতে জনসমক্ষে চমকের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এটা স্পষ্ট করতে হবে যে, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ছাড়া কাউকে ফেরৎ পাঠানো যাবে না। যারা ফিরবে তারা শিবিরে নয়, নিজেদের বাড়িতে ফিরবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন : এ চুক্তি বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(ইইউ) জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি ফেদরিকা মুখেরিনি বলেন, 'আমাদের সময়ের সবচেয়ে বাজে মানবিক ও মানবাধিকার সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে ২৩শে নভেম্বর নেপিডোতে সই হওয়া প্রত্যাবাসন চুক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম পদক্ষেপ। দু'পক্ষের এ চুক্তিতে তারা উৎসাহবোধ করছে। তবে রোহিঙ্গারা তাদের বাসভূমিতে নিরাপদে ফিরতে পারবে কি-না মিয়ানমার সরকারকে সে পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এ বিষয়টি ইইউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং তারাও কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন দেখতে চায়।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চুক্তি বিপদজনক ও অসময়োচিত। এ সংস্থা বলেছে, মিয়ানমারে জাতিগত নিধন বন্ধ না হ'লে রোহিঙ্গাদের ফেরৎ পাঠানোর কথা অচিন্তনীয়। তারা এও বলেছেন যে, বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং বিভিন্ন কারণে তাদের উপর এখনও অত্যাচার চলছে। যে কারণে এখনও বাংলাদেশে শত শত রোহিঙ্গা পালিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, চুক্তির পর দিনই সেখান থেকে প্রায় ১২শ' রোহিঙ্গা পালিয়ে এসেছে। এই সংস্থা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, বহু সংখ্যক মুসলমান যারা এখনও মিয়ানমারে রয়ে গেছে তাদের অবস্থা বন্দী শিবিরে (কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে) থাকার মত। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যের পরিচালক কেট অ্যালেন ইন্ডিপেন্ডেন্টকে বলেন, বিদ্বেষ ব্যবস্থা বহাল থাকা অবস্থায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার প্রত্যাবর্তন শুধু বিপজ্জনকই নয়, বরং সম্পূর্ণ রূপে অসময়োচিতও বটে। তিনি বলেন, সেখানে রোহিঙ্গা জাতিগত নিধন অভিযান বন্ধ না করা পর্যন্ত সেখানে একজন রোহিঙ্গারও ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।

১৯৯২ সালে চুক্তিতে কি আছে?

১৯৯২ সালের চুক্তিতে কি আছে তা আদৌ কেউ বলতে পারছে না, যতক্ষণ না তা প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে ১৯৯২ সালের যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন ৩০০ রোহিঙ্গাকে রাখাইনে ফেরত নেয়ার কথা জানিয়েছিল মিয়ানমার। এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় যৌথ ঘোষণার চারটি প্রধান নীতি অনুযায়ী যাচাইয়ের পর রোহিঙ্গাদের ফেরত নিবে বলে জানিয়েছিল দেশটি। গত ৩০শে অক্টোবর'১৭ ব্যাংককে নির্বাসিত মিয়ানমারের কয়েকজন সাংবাদিক পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমে ইরাবতি এ খবর জানিয়েছে।

মিয়ানমারের শ্রম, অভিবাসন ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব ইউ মুইন্ট কিয়াইং বলেন, প্রতিদিন একটি চেক পয়েন্টে প্রায় ১৫০ জনকে যাচাই-বাছাই করতে পারব। এর আগে মিয়ানমার সরকার জানিয়েছিল, দু'টি চেক পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়া হবে। এই দু'টি চেক পয়েন্ট হ'ল টাউংপাইয়ো লেতেই এবং নগা খুইয়া গ্রাম। এরপর তাদের মংডু শহরের দারগিইজার গ্রামে পুনর্বাসন করা হবে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, ১৯৯২ সালের চুক্তি অনুযায়ী মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে তাদের দু'টি সীমান্ত দিয়ে দেড়শ' করে মোট ৩০০ রোহিঙ্গা ফেরৎ নেয়। সে হিসাবে ৯ অক্টোবর'১৬ থেকে ২৪শে আগষ্ট'১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ৭,১০,০০০ (প্রায়) রোহিঙ্গাকে ফেরৎ নিতে (বছরে ১,০৯,৫০০ জন হিসাবে) সময় লাগবে প্রায় ৭ বছর। আর পূর্বের শরণার্থী সহ বাংলাদেশে এখন ১০ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গাদের ফেরৎ নিতে মোট সময় লাগবে দশ বছরের বেশী।

বিভিন্ন পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, মিয়ানমার একটি ক্যাম্প দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০-১৫০ জনকে ফেরৎ নিবে। সেটাও নানা সুবিধা-অসুবিধার ওযর, ছুটির দিন, কথিত হামলা-মামলার ওযর প্রভৃতি অজুহাতে তাল-বাহানা করে মিয়ানমার সেনারা রোহিঙ্গাদেরকে ফেরৎ নিতে কমপক্ষে ৩০ বছর সময় লাগাবে। কেউ কেউ বলছেন, ৫০ বছরও লাগতে পারে। আর সেটাই যদি হয় তাহ'লে এই সমঝোতাচুক্তির প্রয়োজনীয়তা কি? পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন এর দ্বারা বাংলাদেশকে খুশী রেখে আন্তর্জাতিক মহলকে আইওয়াশ করাই উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে স্থায়ী সচিব বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৯২ সালের যৌথ ঘোষণায় কিছু অংশ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেন মিয়ানমারের বাসিন্দা হিসাবে প্রমাণ হাযির করতে পারা রোহিঙ্গারা রাখাইনে ফিরতে পারে। তবে যৌথ ঘোষণার চারটি মূলনীতিতে কোন পরিবর্তন করা হবে না। এই চার মূলনীতির মধ্যে রয়েছে, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসাবে প্রমাণপত্র দিতে হবে, প্রত্যাবাসন হবে স্বেচ্ছামূলক, ক্যাম্পে জন্ম নেয়া শিশুদের অভিভাবককে অবশ্যই মিয়ানমারে বাস করা ব্যক্তি হ'তে হবে ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের আদালত কর্তৃক নিশ্চয়তা। এছাড়া চুক্তিতে আর কি আছে তা বিস্তারিত জানা যায়নি।

প্রকৃত অর্থে মিয়ানমার যদি রোহিঙ্গাদেরকে আন্তরিকভাবে ফেরত নিতে চায় নতুন কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তির দরকার হয় না। বাংলাদেশের নিবন্ধন দেখে মাত্র কয়েক মাসেই তাদেরকে ফেরত নিয়ে পুনর্বাসন করতে পারে। কিন্তু বর্বর সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সে দেশে মুসলমান থাকুক সেটা আদৌ চায় না।

পর্যালোচনা :

গত ২৫শে আগষ্ট'১৭ থেকে মিয়ানমান সেনা ও বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক নিরীহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর শুরু হয় হত্যা-নির্যাতন, ধর্ষণ, আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারার লোমহর্ষক নির্যাতন। ঘর-বাড়ি, ফসলের মাঠ জ্বালিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে মিয়ানমার সরকার এক বর্বর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। 'আনান কমিশন'-এর সুফারিশ যেদিন ঘোষণা করা হবে, ঠিক তার একদিন পূর্বে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মিয়ানমার সেনারা কথিত সন্ত্রাসী দমনের নামে রোহিঙ্গাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে দুর্গম পথ-পাহাড়, বন-জঙ্গল, নদী-সাগর পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। প্রায় কয়েক হাযার নারী-শিশু ও পুরুষ নাফ নদী ও সাগরেই ডুবে মরেছে নৌকাতে পালিয়ে আসার সময়।

৯ই অক্টোবর'১৬ ও ২৫শে আগষ্ট'১৭-এর পর এ পর্যন্ত মোট ৭ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে এসেছে। এর পূর্বে ১৯৭৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে কক্সবাজারের কুতুপালং, ল্যাদা, টেকনাফ

ক্যাম্প সহ বিভিন্ন স্থানে এবং বর্তমানে তৈরীকৃত বালু ক্যাম্প এবং অন্যান্য ক্যাম্প মিলে সর্বমোট ১০ লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছে। ছোট্ট একটি গরীব দেশ বাংলাদেশের মত এত বড় বোঝা বিশ্বে আর কোন দেশকে বইতে হচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই। মানবিক কারণে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত-বঞ্চিত এই জাতিগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। এজন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। সবচেয়ে বেশী আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে রোহিঙ্গাদের ওপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ।

বর্তমান সভ্যতার যুগে হত্যা-নির্যাতন-নিপীড়ন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে তা বিশ্ববাসী ভাবতেও পারেনি। মানুষের আস্থা ছিল গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা নোবেল বিজয়ী নেত্রী অংসান সুচি যখন ক্ষমতায় এলো, এবার বুঝি 'মিয়ানমার' ভাল হবে। ১৯৬২ সাল থেকে চলে আসা বর্বর সেনাশাসনের অবসান ঘটবে। কিন্তু না! হ'ল তার উল্টা। অংসান সুচি সেনাদের সেবাদাসে পরিণত হ'ল। শুরু করল রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন ও বিতাড়ন। অপরদিকে সেখানেই বৌদ্ধদের পুনর্বাসন করল। বৌদ্ধ ধর্মে আছে 'জীব হত্যা মহাপাপ'! তবে মিয়ানমারে কোন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা আছে, যারা মানুষ হত্যাকেই বেছে নিয়েছে? জাতিসংঘ কর্তৃক এদেরকে 'বৌদ্ধ জঙ্গী' খেতাব দেয়া উচিত। সেনাকর্মকর্তা, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং যারা এ ঘৃণ্য কর্মে অংশ নিয়েছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা উচিত।

মিয়ানমার সরকারের এই বর্বরতাকে কোন সচেতন নাগরিক, তিনি যে কোন ধর্ম-বর্ণ ও গোত্রের মানুষ হন না কেন মানতে পারেন না। অনেকে আরাকানে তাদের ফেরত পাঠানোকে 'হিংস্র বাঘের কাছে শিকার ছেড়ে দেয়ার' সংগে তুলনা করেছেন। জাতিসংঘ, ইইউ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সঊদী আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স সহ পৃথিবীর সকল দেশ ও সংস্থা তাদের এই অসভ্যতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে বিশ্ব সম্প্রদায়ও সাড়া দিয়েছে। কেবল চীন, ভারত ও রাশিয়া স্বৈরাচারী সেনা শাসকদের সমর্থন দিয়ে বিতর্কিত হয়েছে। তবুও আন্তর্জাতিক মহলের চাপে মিয়ানমার অনেকটা দুর্বল হয়ে এসেছিল। কিন্তু তড়িঘড়ি করে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যেকার এই সমঝোতা চুক্তি নতুন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। যেহেতু রোহিঙ্গা প্রসঙ্গটি আন্তর্জাতিক ইস্যু এবং এর সাথে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা, আনান কমিশন সহ অনেক সংস্থা জড়িত, সেহেতু প্রশ্ন উঠেছে এই চুক্তি দ্বি-পাক্ষিক না হয়ে বহুপাক্ষিক তথা জাতিসংঘসহ প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোকে সম্পৃক্ত করা হ'ল না কেন? বাস্তবতা হ'ল- মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশ সরকারকে তোয়াক্কা করবে না, যেমন অতীতেও করেনি। যা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে শুধু বিশ্বসম্প্রদায় কেন খোদ রোহিঙ্গাদেরও আশংকা যে, সেখানে গেলে তাদের ওপর আবার ভিন্ন আঙ্গিকে যুলুম-নির্যাতন শুরু হবে। তাই তারা বলছে, শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি না পেলে আমরা সেদেশে যেতে রাযী নই। বাংলাদেশেই আমরা একপ্রকার ভাল আছি। অন্তত আমরা বেঁচে তো আছি।

এ বিষয়ে টেকনাফের লেদা-র অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নেতা আব্দুল মতলেব বলেন, এর আগেও অনেকবার তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলেছিল মিয়ানমার। কিন্তু তারা কথা রাখেনি। তিনি বলেন, মিয়ানমার সরকার তাদের কবে ফিরিয়ে নিবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। লেদার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সাধারণ সম্পাদক আমির হোসাইন বলেন, মিয়ানমারে ফেরত গেলে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন করা হবে না, সবার আগে তারা এই নিশ্চয়তা চান। নির্যাতনের কারণে ১৯৯২ সালে প্রথম দেশ ছেড়ে মা-বাবার সঙ্গে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন তিনি। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হ'লে তারা মিয়ানমারে ফিরে যান। দেশে তাদের ৮৩ একর জমি ছিল। কিন্তু ফিরে গিয়ে জমি ফেরত পাননি। এরপর নির্যাতনের মুখে ২০১২ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় বারের মত বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, মিয়ানমারে যাওয়ার আগে জমি-জমা ফেরতের নিশ্চয়তা চাই।

আনান কমিশনের রিপোর্টে ছিল- রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে হবে। তাদেরকে সে দেশে স্বাধীনভাবে চলাচল, কাজ-কর্ম করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার সহ মৌলিক অধিকারগুলো প্রদান করতে হবে। কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে সেটাও আসেনি। কত দিনে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়া হবে তারও উল্লেখ নেই।

অভিজ্ঞজনদের মতে, রোহিঙ্গা ইস্যু এমন একটা পর্যায়ে এসেছিল যে, মিয়ানমার স্বৈরশাসক, সেনাশাসক, সুচি এবং সংশ্লিষ্ট সকল অফিসারদের যুদ্ধাপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেত সে দাবী বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিতও হয়েছিল, সেটাও এ চুক্তির কারণে ভেস্তে গেল।

অতএব বলা যায় যে, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ এককভাবে মিয়ানমার সরকারের সাথে কূটনৈতিক খেলায় কোন দিনও বিজয়ী হ'তে পারবে না। বরং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলোর অনুপস্থিতে এই সমঝোতা চুক্তি যেন মিয়ানমার সরকারের পক্ষেই গেল। মিয়ানমার ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন এবং ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কিছু রোহিঙ্গা হয়তো ফেরত নেবে। কিন্তু তা মোটেও দশ লাখ রোহিঙ্গা ফেরত নেবার মত নয়। ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মিয়ানমার সফর এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সমঝোতা চুক্তি একটি দুর্বল কূটনৈতিক তৎপরতা এবং তা কখনো পুরোপুরি আলোর মুখ দেখবে না বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

পরিশেষে বলব, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিকত্ব সহ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার যে সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছে, সেই অধিকার তারা যদি ফিরে না পায় তাহ'লে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তারা আরো সংকটে পড়বে। সুতরাং চুক্তি বাস্তবায়নে মিয়ানমার সরকারের আন্তরিকতা ও রোহিঙ্গাদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করে প্রত্যাবাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যথা এ চুক্তি হবে অসার অকার্যকর। আল্লাহ নির্যাতিত-নিপীড়িত রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের হেফাযত করুন-আমীন!

হাদীছের উপরে আবূ বকর (রাঃ)-এর দৃঢ়তা

মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে প্রথম খলীফা আবূবকর (রাঃ)-এর আপোসহীন ভূমিকার জন্য তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসাবে খ্যাত। অত্যন্ত নরম দিলের অধিকারী এই মানুষটি দায়িত্বের ব্যাপারে যেমন সজাগ-সচেতন ও কঠোর ছিলেন তেমনি হাদীছ তথা রাসূলের নির্দেশ পালনে অত্যন্ত দৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষ এমনকি রাসূলের নিকটাত্মীয়দেরও তোয়াক্কা করতেন না। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মদীনা ও ফাদাক-এ অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খায়বারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্টাংশ থেকে মিরাছী স্বত্ব চেয়ে পাঠান। তখন আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিছ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা ছাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ চালাতে পারবেন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাদাকাহ তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। এ কথা বলে আবূ বকর (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতেমা (রাঃ) (মানবীয় কারণে) আবূ বকর (রাঃ)-এর উপর নাখোশ হ'লেন এবং তাঁর থেকে সম্পর্কহীন থাকলেন। মৃত্যু অবধি তিনি আবূ বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেননি। নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্বামী আলী (রাঃ) রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। আবূ বকর (রাঃ)-কে এ খবরও দিলেন না এবং তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করে নেন। ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবিতাবস্থায় লোকজনের মনে আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা ছিল। ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে আলী (রাঃ) লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবূ বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে সমঝোতা ও তাঁর কাছে বায়'আতের ইচ্ছা করলেন। এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বায়'আত গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তাই তিনি আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। (এটা জানতে পেরে) ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশঙ্কা করছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবূ বকর (রাঃ) তাঁদের কাছে গেলেন। আলী (রাঃ) তাশাহহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফাত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার উপর হিংসা পোষণ করি না। তবে খিলাফাতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটাত্মীয় হিসাবে খিলাফাতের কাজে আমাদেরও কিছু পরামর্শ দেয়ার অধিকার আছে। এ কথায় আবূ বকর (রাঃ)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয়দের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আত্মীয়গণ অধিক প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে পিছপা হইনি। বরং এক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি। তারপর আলী (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন, যোহরের পর আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণের ওয়াদা রইল। যোহরের ছালাত আদায়ের পর আবূ বকর (রাঃ) মিম্বারে বসে তাশাহহুদ পাঠ করলেন, তারপর আলী (রাঃ)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বায়'আত গ্রহণে তার দেরী করার কারণ ও তাঁর পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহহুদ পাঠ করলেন এবং আবূ বকর (রাঃ)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি যা কিছু করেছেন তা আবূ বকর (রাঃ)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দেয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছিলাম। মুসলিমগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী (রাঃ) আমর বিল মারূফ-এর পানে ফিরে আসার কারণে মুসলিমগণ আবার তাঁর নিকটবর্তী হ'তে শুরু করলেন' (*বুখারী হা/৪২৪০-৪২৪১*)।

আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে ছাহাবায়ে কেরাম যেমন ছিলেন আপোসহীন ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী আমাদেরকেও তেমনি হওয়া দরকার। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও হাদীছ মানার ক্ষেত্রে আপোসহীন হওয়ার তাওফীক দিন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

দাঁড়িয়ে পানি পান করা ক্ষতিকর

পানি ছাড়া কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের শরীরে প্রায় দুই-তৃতীয়ংশই পানি রয়েছে। আর সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পানির বিকল্প নেই। কিন্তু সারা দিনে কতটুকু পানি পান করতে হবে? কখন বেশী ও কখন কম পান করা উচিত? পর্যাপ্ত পানি পানের যেমন সুফল আছে, তেমনি অপর্যাপ্ত পানি পানের কারণে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। তাই পানি পানের পদ্ধতি জানা দরকার। জানা যায়, বিশ্বের প্রায় ৪৫-৫০ শতাংশ মানুষেরই এই বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। ফলে পানি পান করে সবাই তৃষ্ণা মেটায় বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে শরীরেরও মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলে। এর একটি হ'ল দাঁড়িয়ে পানি পান করা, যা কখনই উচিত নয়। কারণ এতে শরীরের ভিতরে থাকা ছাকনিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে তা ঠিক মতো কাজ করতে পারে না এবং পানিতে বিদ্যমান অস্বাস্থ্যকর উপাদানগুলো রক্তে মিশতে শুরু করে। এতে এক সময়ে শরীরে টক্সিনের মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে, একাধিক অঙ্গের উপর তার খারাপ প্রভাব পড়তে শুরু করে। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে শরীরে আরো নানারকম ক্ষতি হয়। যেমন-

(১) পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয় : দাঁড়িয়ে পানি পান করলে তা সরাসরি পাকস্থলীতে গিয়ে আঘাত করে। সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে বিদ্যমান অ্যাসিডের কর্মক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। ফলে বদ হজমের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। আর পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় তলপেটে যন্ত্রণাসহ নানা ধরনের শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়।

(২) আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় : দাঁড়িয়ে পানি পান করার সঙ্গে আর্থ্রাইটিসের সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে শরীরের ভিতর থাকা কিছু উপকারী রাসায়নিকের মাত্রা কমতে শুরু করে। ফলে জয়েন্টের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যারা ইতিমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের ভুলেও দাঁড়িয়ে পানি পান করা যাবে না।

আমাদের শরীরে প্রায় দেড় লিটার পর্যন্ত পানি জমতে পারে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে একবারে বেশী পানি পান করা সম্ভব হয় না। ফলে দেহে পানির ঘাটতি দেখা দেয়। বারবার তৃষ্ণা পায়। আর সবসময় আর হাতের কাছে পানি থাকে না। তাই সারা দিনে পানি অনেক কম পান করা হয়। তৃষ্ণার সময় পানি পানের আগে কোথাও বসে বিশ্রাম নিয়ে একটু সময় নিয়ে বেশী করে পানি পান করলে শরীর সুস্থ থাকবে মনও ভাল থাকবে।

শীতের শাক-সবজির নানা গুণাগুণ

শীতের শাক-সবজি পুষ্টিগুণে ভরপুর। যা শরীরের সুরক্ষায় অতি দরকারী। পরিমিত শাক-সবজি খেলে শরীর অনেক ভালো থাকে। শরীরের প্রয়োজনীয় সব ভিটামিনই সবজিতে আছে। তাই শীতের সবজি খেয়ে শরীর সুস্থ রাখা সম্ভব। নিম্নে কতিপয় শাক-সবজির গুণাগুণ উল্লেখ করা হ'ল।-

ফুলকপি : এটা শীতকালীন অন্যতম জনপ্রিয় সবজি। এতে ভিটামিন এ, সি, ক্যালসিয়াম, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইটোকেমিক্যাল ইত্যাদি রয়েছে। এতে শতকরা ৮৫ ভাগ পানি থাকে। ফুলকপিতে থাকা ফাইবার খাবার হজমে সহায়তা করে। ফুলকপির সালফোরাফেন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ইন্ডোল ৩ কর্বোনোল একটি অ্যন্টিইনফ্লামেটারি উপাদান, যা ইনফ্লমেটরি রিঅ্যাকশন প্রতিরোধ করে। ফলে পাকস্থলীর প্রাচীরের সুরক্ষায় কাজ হয়। একটি মাঝারী আকারের ফুলকপিতে আছে খাদ্যশক্তি ২৫ কিলোক্যালরী, কার্বোহাইড্রেড ৪.৯৭ গ্রাম, প্রোটিন ১.৯২ গ্রাম, ফ্যাট ০.২৮, আঁশ ২ গ্রাম, ফোলেট ০.৫৭ মারক্রো গ্রাম, থায়মিন ০.০৫ মাইক্রো গ্রাম। ফুলকপিতে বিদ্যমান ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড মস্তিস্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বাধাকপি : বাধাকপিতে অনেক পুষ্টি থাকে। ১০০ গ্রাম বাধাকপিতে আছে খাদ্যশক্তি ২৫ কিলোক্যালরী, শর্করা ৫.৮ গ্রাম, চিনি ৩.২ গ্রাম, খাদ্য আঁশ ২.৫ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, আমিষ ১.২৮ গ্রাম, থায়ামিন ০.৬৬৬১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে ৭৬ আইইউ, ক্যালসিয়াম ৪০ মিলিগ্রাম ইত্যাদি। বাধাকপিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে, যা হাড়কে মযবৃত করে। বাধাকপি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত বাধাকপি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বাধাকপিতে প্রচুর খাদ্যআঁশ আছে, যা হজমে সহায়তা করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আর লাল বাধাকপিতে ৩৬ রকমের ফ্ল্যাভোনয়েড এবং অ্যানথোরাসায়ামিন আছে, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে। এই সবজির ভিটামিন সি, সালফার বিষাক্ত ইউরিক এসিড দূর করে। বাধাকপি সবজি, সালাদ ও স্যুপ করে খাওয়া যায়।

শিম : ১০০ গ্রাম শিমে ৮৬ দশমিক ১ গ্রাম জলীয় অংশ, খাদ্যশক্তি ৪৮ কিলোক্যালরী, ৩.৮ গ্রাম প্রোটিন, ৬.৭ গ্রাম শর্করা, ২১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আছে। শিমের বিচিতে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এতে থাকা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। শিম বাতের ব্যথা কমাতে সহায়ক এবং চুলের সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখে। শিমের আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এই সবজি ক্যান্সার ও জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধে সহায়তা করে। কোলন অ্যাডনেমার এর বিপরীতে কাজ করে থাকে, যাতে কোলন ক্যান্সার রোধ হ'তে পারে।

গাজর : গাজর আঁশযুক্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি। যা সালাদ, রান্না করা মিক্স সবজিতে দিয়েও খাওয়া যায়। গাজরের হালুয়া জনপ্রিয়। ক্যান্সার প্রতিরোধে গাজর কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, গাজর ফুসফুসের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার রোধ করে। গাজরের বিটা কেরোটিন, লিউটিন কোলেস্টেরল কমায়। দাঁতের গোড়ায় যেসব ব্যাকটেরিয়া থাকে গাজর তাদের কমাতে কাজ করে। গাজর লিভারের টক্সিন জাতীয় উপাদানও পরিস্কার করে এবং লিভারের চর্বি কমাতে ভূমিকা রাখে। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সপ্তাহে ৬টির বেশী গাজর খায় তাদের স্ট্রোক আক্রান্ত হবার ঝুকি কম থাকে।

লেটুসপাতা : এটি খুব উপকারী আঁশযুক্ত সবজি যা হজমে সহায়তা করে। লেটুসে প্রচুর আয়রণ রয়েছে যা গর্ভবতীদের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। লেটুস পাতায় প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি, পটাসিয়াম রয়েছে। লেটুস পাতার সোডিয়াম, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২,ভিটামিন বি৩ শরীরের অঙ্গে পানি জমে যাওয়া রোধ করে। এতে ভিটামিন এ আছে প্রচুর, যা বিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। এটা চোখের জন্যও অনেক উপকারী। রক্তের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম লেটুস পাতায় যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম লেটুস পাতায় খাদ্যশক্তি ১৫ ক্যালরী, ২৮ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ১৯৪ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ২.৯ গ্রাম কারবোহাইড্রেড, ভিটামিন এ, বি, সি, আয়রণ ও ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আছে।

যে খাবারে প্রোটিন-এর পরিমাণ বেশী থাকে, সে খাবারে ফরমালিন কাজ করে। শাঁক সবজিতে প্রোটিন নামেমাত্র, তাই ফরমালিন দিলেও তা কাজ করবে না। ফরমালিন বাদে অন্য সব কেমিক্যাল দিয়ে সবজির পচন রোধ করা হ'তে পারে। কীটনাশক দেয়ার সাথে সাথে সবজি বিক্রি করা যায় না। কৃষকরা সাথে সাথে সবজি বিক্রি করেন। এজন্য সবজি ভিনেগার বা লবণ দেয়া পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখা ভাল। এতে কীটনাশকের প্রভাব দূর হয়ে যায়।

॥ সংকলিত ॥

ছাদে টবে বা ড্রামে লাউ চাষ পদ্ধতি

শীতকালীন সবজিগুলোর মধ্যে লাউ অন্যতম। লাউ যেমন সবজি হিসাবে অনেক সুস্বাদু তেমনি লাউয়ের পাতাও শাক হিসাবে অনেক উপাদেয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির লাউ রয়েছে। জাত ভেদে এর আকার-আকৃতি ও বর্ণ ভিন্ন হয়। তবে বর্তমানে কিছু উচ্চ ফলনশীল জাতের লাউ চাষ হয় বলে প্রায় সারা বছরই এ সবজিটি বাজারে পাওয়া যায়। এখন ছাদে টবে বা ড্রামে লাউ চাষ করা যায়। এতে টাটকা সবজি যেমন পাওয়া যায় তেমনি ফলন বেশী হ'লে বাড়তি রোজগার হয়।

উত্তম জাত নির্বাচন : ভালো জাত নির্বাচনে ভালো ফসল পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চফলনশীল লাউয়ের একটি জাত উদ্ভাবন করেছে বারি লাউ-১ নামে। এটি সারা বছরই চাষ করা যায়। তাছাড়া হাইব্রিড লাউ মার্টিনা, জুপিটার, যমুনা, কাবেরী ও পদ্মা চাষ করা যেতে পারে।

সার ও মাটি প্রস্তুতকরণ : শাক-সবজির বীজতলার মাটি সর্বদা নরম তুলতুলে থাকলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই মাটি হ'তে হবে ঝুরঝুরে, হালকা এবং পানি ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন। মাটি থেকে বিভিন্ন আগাছা চালনি দিয়ে চেলে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে, তাহ'লে চারাকে রোগবালাই থেকে রক্ষা করা সহজ হবে। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম। দুই ভাগ দো-আঁশ মাটির সঙ্গে দুই ভাগ জৈব সার মিলিয়ে নিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করে নিতে হয়। লাউয়ের জন্য ভালো সার হ'ল টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও বোরক্স সার এবং গোবরও সার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়।

বীজ থেকে চারা তৈরি : ভালো চারা তৈরি করতে চাইলে ছোট পলি ব্যাগে বীজ বপন করাই উত্তম। লাউয়ের বীজ বপনের পূর্বে বীজকে অন্তত ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর সার মিশ্রিত মাটি পলি ব্যাগে ভরে তার মাঝে দু'টি করে বীজ তার আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বুনতে হবে এবং প্রতিদিন সকাল-বিকাল পানি দিতে হবে।

টবে বা ড্রামে চারা রোপণ : লাউ বীজ থেকে চারা গজানোর পর ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা টবে বা ড্রামে লাগানোর জন্য উপযুক্ত হয়। ছাদে টবে বা ড্রামে লাউ চাষের ক্ষেত্রে প্রতিটা চারাকে পলি ব্যাগ থেকে বের করে টবে বা ড্রামে রোপণ করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রতিটি চারার জন্য আলাদা আলাদা টব বা ড্রামের ব্যবস্থা করা যায়। টব বা ড্রামগুলোকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করে নিবিড় পরিচর্যায় রাখতে হবে। মাচায় লাউয়ের ফলন বেশী হয়। তাই উত্তমভাবে মাচা তৈরি করে দিলে অধিক ফলন আশা করা যায়।

লাউ গাছের পরিচর্যা : লাউ গাছের প্রচুর পানি প্রয়োজন হয়। তাই গাছের পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রতিদিন সকাল-বিকাল পানি সেচ দিতে হবে। গৃহের প্রতিদিনের মাছ-গোশত ধোয়া পানি মাঝে-মধ্যে লাউ গাছে দিলে বিশেষ উপকার হবে। টবে বা ড্রামে লাউ গাছের প্রয়োজনীয় পানির অভাব হ'লে ফলন ব্যাহত হবে এবং ফল ছোট অবস্থাতেই ঝরে যাবে। উপরন্তু টবে বা ড্রামে লাউ চাষ করতে পানি একটু বেশী প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ড্রামের আগাছা পরিস্কার রাখতে হবে। মাসে অন্তত কয়েক বার লাউয়ের পাতা সংগ্রহ করা যায়। লাউ গাছে সর্বদা যথেষ্ট সূর্যের আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে ফলন আরো ভালো হবে। গাছের সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করতে এর গোড়ায় নিয়মিত ইউরিয়া সহ, কচুরিপানা ও নানা ধরনের জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই গাছের গোড়া থেকে ৬ ইঞ্চি দূর মাটির সঙ্গে সার মিশিয়ে দিতে হবে।

ক্ষতিকর পোকা দমন ও ফলন বাড়ানোর কৌশল : সাধারণত সব ধরনের ফসল ও সবজি গাছে ক্ষতিকর পোকা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এক্ষেত্রে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। আর লাউ চাষের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি কৌশল অবলম্বন করলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়। নিম্নে টবে বা ড্রামে লাউ চাষের ক্ষেত্রে লাউ গাছের ক্ষতিকর পোকা দমন ও ফলন বাড়ানোর কিছু কৌশল দেয়া হ'ল।

* ছাদে বা লাউয়ের মাচায় পাখি বসার ব্যবস্থা রাখা এতে অনেকটা প্রাকৃতিকভাবেই পোকা দমনের কাজ হয়ে যাবে।

* ফ্রুট ফ্লাই পোকা কচি লাউয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং খুব ছোট কালেই লাউয়ের কচি কড়া পচে ঝরে পড়ে। এজন্য লাউ গাছে ছাই ছিটিয়ে দিতে হবে। অথবা ডায়াজিনন প্রয়োগ করতে হবে।

* পিঁপড়া লাউ গাছের তেমন ক্ষতি না করলেও ফুলে আক্রমণ করে ক্ষতি করতে পারে। লাউ গাছকে পিঁপড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে ছাই অথবা সেভিন দিতে হবে।

* পোকা দমনে সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ খুব কার্যকরী একটা কৌশল। এটা পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করে সহজেই ধ্বংস করে এবং তৈরী করাও অনেক সহজ।

* বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার করেও পোকা দমন করা যায়। বিষ টোপ তৈরি করতে ১০০ গ্রাম থেতলানো কুমড়ার সাথে ০.২৫ গ্রাম ডিপটেরেক্স পাউডার ও ১০০ এমএল পানি মিশিয়ে নিতে হবে। এবার মিশ্রণটি মাটির পাত্রে ঢেলে টব বা ড্রামের কাছে রেখে দিতে হবে। সাধারণত তিন চার দিন পর পর বিষটোপ পরিবর্তন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

* শুষ্ক মৌসুমে লাউ গাছে ৪/৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে এবং প্রত্যেক সেচের পর গাছের গোড়ার মাটি চটা লেগে যায় তা আলতো করে ভেঙে দিলে শিকড় ভালোভাবে মাটির গভীরে ছড়ায় ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়।

* লাউ গাছের গোড়ার দিকের শোষক শাখা বা ছোট ছোট ডালপালা কেটে অপসারণ করতে হবে। এগুলো লাউ গাছের শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়, এতে ফলন কমে যায়।

* লাউয়ের ফুলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ঠিক মত না হ'লে ফলন কমে যায়। সেক্ষেত্রে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটিয়ে ফলন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য পুরুষ ফুল ছিঁড়ে পুংরেণু সমৃদ্ধ পুংকেশর রেখে পাপড়ি অপসারণ করে পুংরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে আস্তে করে ঘষে দিতে হয়। পুরুষ ফুলের পাপড়ির গোড়ায় গর্ভাশয় থাকে না এবং তা বোঁটার অগ্রভাগে ফোটে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রাকৃতি লাউয়ের মত গর্ভাশয়ধারী ফুলগুলো স্ত্রী ফুল। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৬/৭ টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায় এবং অবশ্যই কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যার ভিতরেই সম্পন্ন করতে হয়।

* লাউ গাছ অনেক বড় হয় কিন্তু তা অপেক্ষা ফুল কম ধরে। এমতাবস্থায় জৈব সারের মাত্রা কমিয়ে টিএসপি ও এমপি সার পরিমিত মাত্রায় অথবা গ্রোথ হরমোন স্প্রে করা যেতে পারে।

[সংকলিত]

কবিতা

রোহিঙ্গা শিশুর কান্না

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ঐ শোন রোহিঙ্গা শিশুর করুণ আর্তনাদ,
লক্ষ মাছূমের জীবন হানিতে
বার্মা পেতেছে ফাঁদ।
বুলেটের আঘাতে তাদের দেহ
ঝাঝরা হ'ল যে তাই,
দিবা-নিশি শুধু ঝরিছে অশ্রু
চোখের পানি শুকায় নাই।
আকাশে বাতাসে সর্বত্র আজি
শুনিছে কান্নার সুর,
বিশ্ব বিবেক শোনে সে কান্না
সে তো নয় বহু দূর!
তটিনী প্রবাহ স্তব্ধ হ'ল আজ
লাশের মিছিল দেখি
মা হারা শিশু পিতা হারা পুত্র
দৌঁড়ায় আগুন দেখি।
বৌদ্ধ ভিক্ষু অহিংসা যাদের
ধর্ম মন্ত্র বুলি,
তারাই তো আজি অস্ত্র হাতে নিয়ে
খেলিছে রক্তের হোলি।

আহ্বান

মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

শোন সবে পৃথিবীর মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত
এসো সত্যের পথে ছেড়ে দিয়ে হানাহানি দ্বন্দ্ব সংঘাত।
স্বার্থের পিছে ছুটো না আর শেষে হারাবে সব
জীবন হবে ব্যর্থ বিফল নিস্তব্ধ নীরব।
আল্লাহ মানুষকে পাঠিয়েছেন খলীফা করে দুনিয়ায়
সে দায়িত্ব পালন কতটুকু করেছ ভেবেছ কি তা হায়?
হাশরের মাঠে এই দায়িত্বের দিতে হবে হিসাব
এতটুকু হেরফের হ'লে যাবে জাহান্নামে, বাড়বে অনুতাপ।
মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত দলে দলে উপদলে
ঐক্যের কিছু ধারে না ধার যে যার খুশীমত চলে।
নেই ভালোবাসা সম্প্রীতি-সদ্ভাব মুসলিম পরস্পরে
পশুর মত কত মানুষ হচ্ছে নিধন, খবর পত্রিকান্তরে।
কি বিভৎস চিত্র দেখি সমাজ ও দেশের প্রতি কোণে
মানবতা যেন প্রতিদিন ছিঁড়ে খায় মানুষ নামের কিছু শকুনে।
আইনের শাসন নেই হেথায়-নীরব প্রশাসন
হচ্ছে রোজই চারিদিকে তাই হত্যা-লুণ্ঠন আর গুম-অপহরণ।
দ্বীন ইসলাম ও 'অহি-র বিধান' নিয়ে বাতিলেরা খেলবে কত খেলা?
হে মুসলিম! গর্জে উঠ এক্ষুণি, আর কর না অবহেলা।

মিনতি

এস,আই মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

চেয়ে দেখি মিয়ানমারের আকাশ কালো ধুঁয়ায় ঢাকা,
ঐ ধুঁয়ার নীল নক্সা সুচি সরকারের আঁকা।
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেথা মরিতেছে কত পুড়ে,
নির্বাক হয়ে দেখিতেছে খেলা সারা বিশ্বজুড়ে।
বসত-বাড়ী, পশু-পাখী পুড়ে হচ্ছে ছাফ,
নারী, শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নেই যে কারুর মাফ।
মরছে বুলেট-বোমায় আর নাফ নদীর ঐ পানিতে,
বাঁচার আশায় দেশত্যাগী তারা রাস্তায় দলে দলে।
সামনে তাদের আঁধার জগৎ চোখে ঝরছে অশ্রুধারা,
পথে-প্রান্তরে পড়ছে লুটিয়ে কত অনাহারী আধমরা।
কোথায় পাবে তারা অন্ন, কেমনে কাটাবে দিন?
সহায়-সম্বল সব হারিয়ে আজ তারা নিঃস্ব বাস্তুহীন।
যেদিকে তাকায় প্রতিকুল পরিবেশ তাই শরণার্থীর বেশে,
অবশেষে তাদের মিলল আশ্রয় বাংলাদেশে এসে।
আজ তারা সর্বহারা অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়হীন,
শরণার্থী শিবিরে বসে বসে তাই গুনছে দুঃখের দিন।
ছিনিয়ে নিয়েছে জগৎ সংসার আরও নিয়েছে জান,
ধরণীতে তাদের একটি অপরাধ, তারা যে মুসলমান।
সকলে দেখায় আশার আলো, আদতে নয় কিছু,
মুখে মুখে শুনায় শান্তির বাণী আসল টানটি পিছু।
হে আল্লাহ! করজোড়ে তাই তোমার কাছে মাগী আশ্বাস,
তুমি না তাকালে অবনীতে হবে মুসলমানদের সর্বনাশ।

হকপন্থী কে?

মুহাম্মাদ লিটন আহমাদ
মোগরপাড়া ডিগ্রী কলেজ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

যুগের পরে যুগ আসবে
বাড়বে ফিৎনা-ফাসাদ,
কুরআন-সুন্নাহ ধরলেই তখন মিলবে নাজাত।
এইতো হ'ল সেই সময়
দলের শেষ নেই,
ইসলাম হ'ল একটিই দল,
ভুলে গেছে সবাই।
মগ্ন মানুষ খাম্বা পূজায় মাযার পূজাতে,
বিশ্ববাসী ডুবে আছে শিরক ও বিদ'আতে।
বিশ্ব গেছে আমিও যাব এটা সঠিক নয়,
নাজাত পেতে কুরআন-সুন্নাহ
আঁকড়ে ধর সবাই।
জান্নাতে যাবে কেবল হাযারে একজন,
ইহকালে কম হবে তাই ভালোদের গণন।
হতাশার নেই কিছু হক মেনে চল সবাই
আহলেহাদীছ বিনে পৃথিবীতে হকপন্থী কেউ নেই।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ফেরআউন, হামান, কারূণ, আবু লাহাব, সামেরী, আযর ও ইবলীস।
২. লাত, মানাত, উয্যা, ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসর।
৩. ১৪টি সম্প্রদায়ের নাম।
৪. মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা, মসজিদে যিরার।
৫. তূর পাহাড়, ছাফা, মারওয়া, আরাফাত ও জুদি পাহাড়।
৬. মৌমাছি, পিপিলিকা, মশা, মাকড়শা।
৭. সূরা কাওছারে 'মীম' নেই এবং সূরা ইখলাছে 'বা' নেই।
৮. সূরা নামলে।
৯. সূরা ফাতিহাকে।
১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৭৫ হিজরীতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)-এর সঠিক উত্তর

১. দিনাজপুর।	২. মোঘল আমলে।
৩. ঈশা খাঁ।	৪. ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামে।
৫. মহাস্থানগড়।	৬. সোনারগাঁতে।
৭. সোনারগাঁতে।	৮. সুবর্ণ গ্রাম।
৯. বাগেরহাট।	১০. খান জাহান আলী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের কি কি নাম কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে?
২. কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হয় কত সালের কোন তারিখে?
৩. 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়'। কার ব্যাপারে একথা বলা হয়েছে?
৪. ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে কয়টি তারকাকে সিজদা করতে দেখেছিলেন?
৫. প্রচণ্ড নিনাদে ধ্বংস করা হয় কোন জাতিকে?
৬. নাফরমানীর কারণে কোন জনপদটি উলটে দেয়া হয়েছিল?
৭. কোন নবী তাঁর কওমের ধ্বংসের জন্য দো'আ করেছিলেন?
৮. পৃথিবীর কোথায় প্রথম কুরআন নাযিল হয়?
৯. কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত কোনটি?
১০. কুরআনের ক্ষুদ্রতম আয়াত কোনটি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)

১. লালবাগ কেল্লা কে নির্মাণ শুরু করেন?
২. লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শেষ করেন কে?
৩. লালবাগ কেল্লার আদি নাম কি?
৪. ঢাকায় সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় কত সালে?
৫. বাংলার রাজধানী রাজস্থান থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন কে?
৬. তারা মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
৭. বজরা শাহী মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
৮. মুজিব নগর কোথায় অবস্থিত?
৯. মহামুনি বিহার কোথায় অবস্থিত?
১০. সোমপুর বিহার কে তৈরী করেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২০শে ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নবাবগঞ্জ থানার প্রফেসরপাড়া আল-আমীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঘোড়াঘাট উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাশেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ইনসার আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শহীদুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান।

আমতলা বাজার, ইসলামপুর, জামালপুর ১০ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ইসলামপুর থানাধীন আমতলা বাজার হাফিযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রহমতুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল আহাদ। পরামর্শ শেষে হাফেয আবু জুনাইদ যুবায়দুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা সোনামণি জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৭ই জানুয়ারী রবিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় হেয়াতপুর হাফিযিয়া ও ইলামিয়া মাদরাসা শাখার উদ্দ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইবরাহীম খলীল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবূ সা'ঈদ।

হরিসারডাইং, শাহমখদুম, রাজশাহী ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর হরিসারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে হরিসারডাইং শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক ইমরান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহদী হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আনীকা খাতুন।

স্বদেশ

মাত্র ৪২ দিনে বুখারী শরীফ হেফয : বাংলাদেশী হাফেযের বিরল কৃতিত্ব

বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ায় রয়েছে লাখ লাখ কুরআনের হাফেয। কিন্তু এ যুগে কোন দেশে বুখারী শরীফের হাফেয আছেন বলে জানা যায়নি। কিন্তু এই বিরল কাজটি করেছেন বাংলাদেশী হাফেয হাবীবুল্লাহ সিরাজী (২৪), মাত্র ৪২ দিনে। যিনি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ থানার ইসলাম নগর-পাইকশা গ্রামের মৃত মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর পুত্র। তিনি নরসিংদীর জামে'আ কাসেমিয়া কামিল মাদরাসার একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। তিনি আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পুনরুক্তি সহ ছহীহুল বুখারীর ৭৫৬৩টি হাদীছ হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তার এ অসামান্য কৃতিত্বের জন্য মাদরাসার তিনদিন ব্যাপী ৪২তম বার্ষিক ওয়ায মাহফিলের প্রথম দিনে নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন নরসিংদী সদর উপযেলা চেয়ারম্যান মনযূরে এলাহী। এর আগে তিনি বুলূগুল মারামের মোট ১৫৬৯টি হাদীছ ২৫ দিনে এবং রিয়াযুছ ছালেহীনের ১৮৯৬টি হাদীছ ২৯ দিনে মুখস্থ করে পুরস্কার লাভ করেন।

এ ব্যাপারে তিনি জানান, প্রবল সংকল্প থাকলে কারু পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষকে অনেক মেধা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আর ধৈর্য শক্তিকে ঠিকমত কাজে না লাগানোর কারণে অনেক কিছুই পারি না।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রথমে জামে'আ কাসেমিয়া নরসিংদীর উস্তাদ মাওলানা রফীউদ্দীন ও মাওলানা খুরশিদ আলম আমার উৎসাহদাতা। পরে কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটির হাদীছ বিভাগের উস্তাদ মরহূম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।

[আমরা এই বিরল প্রতিভাকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আখেরী যামানায় এরূপ অনন্য স্মৃতিধর মুমিন বান্দা সৃষ্টি করার জন্য। তরুণ এই হাফেযের প্রতি আমাদের উপদেশ, বুখারী শরীফের প্রথম হাদীছ অনুযায়ী নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন এবং শেষ হাদীছ অনুযায়ী ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে আখেরাতে মীযানের পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করুন। সেই সাথে বিপরীত মুখী পরিবেশের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন! এই সঙ্গে আমরা আশা করছি আপনি কুতুবে সিত্তাহর বাকী পাঁচটি হাদীছ গ্রন্থ হেফয করতে পারবেন। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন এবং আপনার মাধ্যমে দেশের ও উম্মাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন- আমীন (স.স.)]

ঢাকায় শিক্ষিত স্বাবলম্বী নারীরাই ডিভোর্সের শীর্ষে

ঢাকায় গত এক দশকে বিবাহ বিচ্ছেদের হার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন দুই এলাকাতেই শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী নারীরা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পুরুষের চেয়ে অধিক সংখ্যায় আবেদন করেছেন। জরিপের তথ্যে, বিচ্ছেদের জন্য আবেদন কারী ৭০.৮৫ ভাগ নারী আর ২৯.১৫ ভাগ পুরুষ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৬ সালে যেখানে বাংলাদেশে প্রতি হাযারে বিচ্ছেদের হার ছিল ০.৬ জন। বর্তমানে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.১ জন। বিচ্ছেদের আবেদনকারীদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত। উত্তর সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নারীদের তালাক দেওয়ার হার পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। পেশাগত উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আগের চেয়ে বেশী সচেতন। নারীরা লোকলজ্জার ভয়ে এখন আর আপস করছেন না। বরং অশান্তি এড়াতে বিচ্ছেদের আবেদন করছেন।

[ইসলামের সুন্দর পরিবারনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। এর ফলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে। অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা অপ্রতিরোধ্য হবে। অতএব কর্তৃপক্ষ সাবধান (স.স.)]

'সহনীয় মাত্রায় ঘুষ' খাওয়ার পরামর্শ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ অবশেষে কর্মকর্তাদের 'সহনীয় মাত্রায় ঘুষ' খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। গত ২৪শে ডিসেম্বর'১৭ রবিবার শিক্ষা ভবন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) কর্মকর্তাদের ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে দুর্নীতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এই পরামর্শ দেন।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা ঘুষ খাবেন, তবে সহনশীল হইয়া খাবেন। অসহনীয় হয়ে যদি বলা যায়, আপনারা ঘুষ খাইয়েন না, তাহ'লে সেটা অর্থহীন কথা হবে'। তিনি বলেন, 'স্কুলে খাম তৈরী করা থাকে, আপনার কাজ হ'ল আপনি গেলেন, গেলে আপনার খামটা আপনার হাতে ধরাইয়া দিলে আপনি খাইয়্যা-দাইয়্যা তারপরে আসার সময় চলে আসবেন। আইস্যা রিপোর্ট দেবেন ঠিক আছে।'

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, 'খালি যে অফিসার চোর তা না, মন্ত্রীরাও চোর, আমিও চোর। সবাইকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে'।

উল্লেখ্য, দেশের ৩৬ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ডিআইএ কর্মকর্তারা সরকারের কাছে যে প্রতিবেদন দেন, তার উপর ভিত্তি করেই নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

[শিক্ষামন্ত্রী বাম আদর্শে বিশ্বাসী এবং ঘুষ লেনদেন তাঁদের ঘোষিত নীতির বিরোধী। কিন্তু ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি ক্ষমতায় থেকেও তিনি ব্যর্থ। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন ব্যতীত শুধুমাত্র ক্ষমতা দিয়ে সমাজ পরিবর্তন স্থায়ী ফলদায়ক নয় (স.স.)]

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

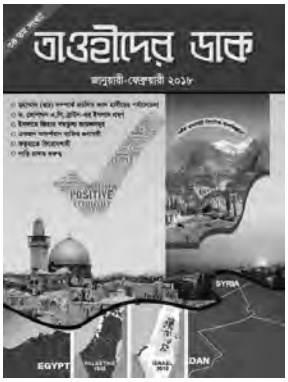

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটির বর্তমান জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সংখ্যাটি সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সকল যেলা কার্যালয়সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯।

বিদেশ

ডাঃ যাকির নায়েকের সম্পত্তি বাযেয়াফত করা যাবে না, জানিয়ে দিলেন বিচারপতি

ভারতের বিশ্বখ্যাত দাঈ ও পীস টিভির কর্ণধার ডাঃ যাকির নায়েকের (৫২) বিরুদ্ধে দেশটির দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা 'এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট' (ইডি) কর্তৃক সম্পদ বাযেয়াফত করার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে'র অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি মনমোহন সিং। একই সাথে তিনি তাঁর স্থাবর সম্পত্তি বাযেয়াফত করা যাবে না বলে জানিয়ে দেন। বিচারপতি মনমোহন সিং প্রশ্ন তোলেন, ইডি কি যাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে না? সরাসরি তিনি ইডির আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, এই মামলায় এখনো পুরো চার্জশিটই দেওয়া হয়নি। তার আগেই আপনারা যাকির নায়েকের সম্পত্তি বাযেয়াফত করতে চাইছেন কেন? গত ১০ বছরে আপনারা আসারামের সম্পত্তি বাযেয়াফত করতে কিছুই করেননি, অথচ সেই আপনারাই দ্রুত ডাঃ যাকির নায়েকের সম্পত্তির দখল নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?

বিচারপতি বলেন, ডাঃ যাকির নায়েক তাঁর ভাষণে তরুণদের সন্ত্রাসবাদী কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন, এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ ইডি পেশ করতে পারেনি। ইডি-র আইনজীবী যাকির নায়েকের ভাষণে বহু যুবক জঙ্গীবাদে জড়িয়েছে বলে বোঝানোর চেষ্টা করলে বিচারপতি বিরক্তি প্রকাশ করে এই মন্তব্য করেন।

বিচারপতি ইডির আইনজীবীকে আরো জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা এমন কারো মন্তব্য রেকর্ড করেছেন কি যে ডাঃ নায়েকের ভাষণ শুনে উত্তেজিত হয়েছে? ২০১৫ সালে ঢাকায় জঙ্গী হানার ক্ষেত্রে যাকির নায়েকের রেকর্ড করা ভাষণ কি ভূমিকা রেখেছে তারও কি কোনো বিশদ তথ্য পেশ করেছেন আপনারা? মনে হচ্ছে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনারা তাঁর ৯৯ শতাংশ ভাষণকে বাদ দিয়ে ১ শতাংশ ভাষণের উপর নির্ভর করে রয়েছেন। আপনারা কি তাঁর ভাষণ শুনেছেন? আমি কিন্তু অনেক ভাষণ শুনেছি। আমি আপনাদের বলতে পারি, অদ্যাবধি আপত্তিকর কোনো কিছু সেখানে পাইনি। বিচারপতি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, যাকির নায়েকের সম্পত্তি বাযেয়াফত করা যাবে না। স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে।

এর ফলে যাকির নায়েকের মুম্বাইয়ের বাণিজ্যিক সম্পত্তি এবং চেন্নাইয়ের স্কুল দখল করতে পারবে না ইডি। তবে ইডি ইতিমধ্যেই তাঁর তিনটি সম্পত্তি বাযেয়াফত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মধ্যে এই দু'টি সম্পত্তিও রয়েছে। আপাতত ইডি ওই বাযেয়াফত কার্যকর করতে পারবে না। এদিন নায়েকের আইনজীবী ট্রাইব্যুনালে জানান, ডাঃ যাকির নায়েকের সম্পত্তি বাযেয়াফত করার আগে তাকে জানানো পর্যন্ত হয়নি।

[আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থাকলে বাতিলের মাধ্যমেই বাতিল পরাস্ত হবে। ডাঃ যাকির নায়েক আবারও স্বরূপে আবির্ভূত হবেন ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

১৫ বছরে এক লাখ নেপালী ইসলাম কবুল করেছে

গত কয়েক বছরে নেপালে মুসলমানদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়েছে বলে জানিয়েছে তুরস্কের স্টার পত্রিকা। যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। নেপালের ইসলামিক সোসাইটির প্রধান খুরশিদ আলমকে উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি জানায়, গত ১৫ বছরে প্রায় এক লাখ নেপালী ইসলাম কবুল করেছেন। আগামী বছরগুলোতে ইসলাম কবুলের এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হওয়ায় এসব মানুষকে বহু বাধা-বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে হিন্দু ও বৌদ্ধ উগ্রবাদীরা বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

নেপালে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। গত ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশটির ৪.৪ ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। মুসলমানদের ৯৭ ভাগই থাকেন তরাই অঞ্চলে। বাকীরা রাজধানী কাঠমান্ডু এবং পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করেন।

[ইসলামের বিরুদ্ধে যত চাপ সৃষ্টি করা হবে, ইসলাম কবুলকারীর সংখ্যা তত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ! আমরা দো'আ করি তাদের ইসলাম সুন্দর থাকুক! (স.স.)]

একত্রে তিন তালাক নিষিদ্ধে চূড়ান্ত রায় দিল দিল্লীর সুপ্রিম কোর্ট

ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের রায়ে এক সাথে তিন তালাক প্রথা 'অসাংবিধানিক' বলে ঘোষণা করেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। তিন তালাক প্রথাটি ইসলাম ধর্ম পালনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নয় বলেও জানিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।

পাঁচ সদস্যের ঐ সাংবিধানিক বেঞ্চের দুই সদস্য আপাতত তিন তালাক প্রথা বন্ধ রেখে নির্দিষ্ট আইন তৈরীর জন্য সরকারকে নির্দেশ দিলেও অন্য তিন বিচারক এই প্রথাকে সরাসরি অসাংবিধানিক বলে রায় দেন। তাঁরা একে অনৈসলামিক বলেও ঘোষণা করেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এখন থেকে ভারতে একত্রে তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

ভারতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ বেঞ্চ এই মামলার বিচার করেছে। যদিও বিচারপতিদের ধর্মীয় পরিচয় ভারতের আইন ও বিচারব্যবস্থায় আলাদা কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এই পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চটিতে পাঁচ জন ভিন্ন ধর্মী বিচারক ছিলেন। একজন করে মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, পার্শি ও হিন্দু ধর্মের বিচারক ছিলেন এখানে।

একত্রে তিন তালাক প্রথা নিয়ে ভারতে বিতর্ক অনেকদিনের। দেশটির 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' বলছে, একসঙ্গে তিনবার তালাক উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ শরী'আত বিরোধী।

তবে গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি মুসলিম নারী সংগঠন এবং কয়েকজন তালাক প্রাপ্তা মুসলিম নারীর দায়ের করা মামলাগুলোর কারণে একত্রে তিন তালাক প্রথা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। যদিও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথা নিয়ে এই মামলা। কিন্তু এক হিন্দু নারীর দায়ের করা একটি মামলা চলাকালে এর সূত্রপাত হয়েছিল।

[আমরা এই রায়কে স্বাগত জানাই। তিন মাসে তিন তালাক দেওয়াই হ'ল কুরআনী বিধান। সেই শাশ্বত বিধান লংঘন করে হানাফী মাযহাবের নামে চলছে এক মজলিসে একত্রে তিন তালাক দেওয়ার বিদ'আতী প্রথা। ফলে এরই মন্দ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে 'হিল্লা' নামক আরেকটি নোংরা জাহেলী প্রথা। আদালতের উচিৎ এই সাথে হিল্লা প্রথা নিষিদ্ধ করা। বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে ১৯৬১-এর বিধান অনুযায়ী তিন মাসে তিন তালাকের কুরআনী বিধান চালু আছে। অতঃপর ১.১.২০০১ সালে হাইকোর্ট হাদীছের বিধান অনুযায়ী 'হিল্লা' নিষিদ্ধ করে। কিন্তু মাযহাবের দোহাই দিয়ে এখনও সমাজে এগুলি চালু আছে। অতএব সচেতন নাগরিকদের উচিৎ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া (স.স.)]

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

মুসলিম জাহান

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় ২০ বছর পর খালাস পেলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী

আব্দুল্লাহ সালাফী! আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলাম না- বললেন কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতের জজ কুমকুম সিংহ সিনহা। ছোট এই বাক্যটির মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটল প্রায় ২০ বছরের আইনী লড়াই। গত ১৯শে ডিসেম্বর'১৭ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা থেকে এভাবেই বেকসুর খালাস পেলেন ভারতের মুর্শিদাবাদের হলদী গ্রামের মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী (৬১)। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে (রামাযান মাসের) এক রাতে একটি জলসা থেকে তুলে এনে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। প্রায় বিশ বছর আইনী লড়াই শেষে কলকাতা নগর দায়রা আদালত জানিয়েছে যে, তিনি নিরপরাধ। বেকসুর খালাস।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রিধারী আব্দুল্লাহ সালাফী জানালেন গ্রেফতারকালীন সেই ঘটনা। দেশদ্রোহিতা ও প্রতারণা মামলায় যে রাতে তাকে ধরে নিয়ে যায় সাগরদীঘি থানার পুলিশ। তার মুক্তির দাবীতে ঐ রাতেই কয়েক হাযার মানুষ থানা ঘেরাও করে। রাতের মতো তাকে ছেড়ে দিয়ে সকালে ফের থানায় হাযিরা দিতে বলা হয়। সকালে থানায় গেলে সাগরদীঘি থেকে তাকে লর্ড সিনহা রোডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সোজা কলকাতা লালবাজারের লকআপে। তিনি বলেন, 'আমাকে নগ্ন করে তল্লাশি করা হয়। এছাড়া মুখের দাড়ি ছিঁড়ে নেওয়া সহ নানা রকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারও সইতে হয়েছে আমাকে।

তথ্য-প্রমাণ না থাকায় কিছু দিন পর যামিনে মুক্তি পেলেও পুনরায় তাকে জেলে যেতে হয়। অতঃপর আবার ছাড়া পান। কিন্তু থানা-কোর্ট আর নযরদারীর জীবন চলমান ছিল গত বিশটি বছর।

[আল্লাহর পথে নির্যাতিত এই মুমিন বান্দাকে আল্লাহ দুনিয়াতে উচ্চ সম্মান এবং আখেরাতে সর্বোত্তম জাযা দান করুন! সেই সাথে গণতন্ত্রের মুখোশধারী যালেমদের নিকৃষ্টতম সাজা দানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি (স.স.)]

পাকিস্তানের অন্যায়ই বাংলাদেশ সৃষ্টির কারণ

-নওয়ায শরীফ

পাকিস্তানের অতীত পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক কিছু উপলব্ধির কথা তুলে ধরেছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ। তিনি ১৯৭০-৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পাকিস্তানের অন্যায় আচরণের সঙ্গে তাঁর প্রতি বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যায়ের সাদৃশ্য দেখছেন। গত ৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ইসলামাবাদে জনাকীর্ণ আদালতে তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহী ছিলেন না। পাকিস্তানের আচরণের কারণেই তাঁকে বিদ্রোহী হ'তে হয়েছে।

পাকিস্তানে তিনবার ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়া নওয়ায তাঁর দেশ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মুখ্য ভূমিকা ছিল বাঙালীদের। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে সদাচরণ করিনি এবং তাদের আমাদের কাছ থেকে আলাদা হ'তে বাধ্য করেছি। তিনি বলেন, 'বিচারপতি হামীদুর রহমান কমিশন বাংলাদেশ সৃষ্টির বিষয়ে অত্যন্ত সত্য ও স্পষ্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমরা তা পড়েও দেখিনি। তিনি আরো বলেন, 'আমরা কি এ বিষয়ে (ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে) কাজ করেছি? করলে আজকের পাকিস্তান অন্যরকম হ'ত। আর আজ যে ধরনের খেলা চলছে তা হ'ত না।

[ধন্যবাদ নওয়ায শরীফকে। এই উপলব্ধি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে ফিরে আসুক এবং পরস্পরের প্রতি অন্যায়াচরণ থেকে সবাই তওবা করুক -এটাই আমাদের কাম্য (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্রাণী নয়, গোশতের যোগান দেবে গবেষণাগার!

প্রাণীজ আমিষ পেতে এখন আর পশু-প্রাণীর গোশতের ওপর নির্ভর না করলেও চলবে। কেননা গবেষণাগারে প্রাণীদেহের কোষ থেকে শতভাগ টাটকা গোশত তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ফেলেছেন গবেষকগণ। সান্ফ্রান্সিসকোর খাবার প্রযুক্তি ঘর 'মেম্ফিস মিট' এই বৈপ্লবিক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে। কোষ প্রকৌশলবিদ্যা কাজে লাগিয়ে তারা বের করেছেন প্রাণীদেহের বাইরে গোশত তৈরীর কৌশল। গরু, মুরগী কিংবা হাঁসের গোশত উৎপাদনে তাদের পশুপাখি পালতে হবে না। বরং গবেষণার মাধ্যমে তৈরী হবে স্বাদে ও গন্ধে অবিকল প্রাণীদেহের গোশত। প্রাণীকুল উজাড় না করেই মানুষের গোশতের চাহিদা মেটানোই এই প্রযুক্তি বৈপ্লবিক অবদান রাখবে বলে ধারণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। প্রযুক্তির বদৌলতে গবেষণাগারে উৎপাদিত এই গোশত অদূর ভবিষ্যতে বাজারজাত করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রাণীদেহ থেকে প্রাপ্ত গোশতে প্রচুর ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া থাকে। কিন্তু এই গোশত প্রায় শতভাগ ব্যাকটেরিয়ামুক্ত। বিল গেটস ও ব্রানসনের মতো ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এই গবেষণায় অর্থ লগ্নি করেছে বিশ্বের অন্যতম বড় কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কারগিল ইনকরপোরেশন। একজন বিনিয়োগকারীর ভাষ্য, 'আমি বিশ্বাস করি, আগামী ৩০ বছরের মধ্যে আমাদের আর প্রাণী হত্যার দরকার হবে না। সব ধরনের গোশত 'উদ্ভিজ্জ' পদ্ধতিতে তৈরী করা হবে। যেটার স্বাদ অবিকল একই রকম থাকবে এবং তা হবে স্বাস্থ্যকর।

[আল্লাহ চাইলে এটা হবে। কারণ তিনি সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি যখন কিছু চান তখন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমূহ করে দেন (স.স.)]

দৃষ্টি আকর্ষণ

অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য মহিলা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নিতে চাইলে যোগাযোগ করুন-

ডাঃ মেহেরুন্নেসা

এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন)
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল এ্যান্ড হসপিটাল
১/2 রিং রোড, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
রোগী দেখার সময় : সন্ধ্যা ৭-টা থেকে রাত্রি ৯-টা
মোবাইল : +৮৮-০১৭৫৪-৯৯৩৩৯৯।

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

১। ঢাকার বাসাবোতে (কালিবাড়ী সংলগ্ন) ৫ তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলা সম্পূর্ণ ও চতুর্থ তলার কলাম পর্যন্ত নির্মিত অবস্থায় চার কাঠা জমির উপর চার ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বাড়ী বিক্রয় হবে।

২। ঢাকা সাভারে আশুলিয়া থানার কুমকুমারী বাজার সংলগ্ন ১১ শতাংশ জায়গায় টিনশেড ১৩টি ঘর ও ২টি দোকান সহ জায়গাটি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন- ০১৮৪২-০১২৩০৭

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ সাতক্ষীরা

আসুন! আল্লাহ্র আনুগত্যের ভিত্তিতে শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলি!

-আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের ঐতিহ্যবাহী আব্দুর রায্যাক পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সকল ধর্ম ও বর্ণের সকল মানুষ আমরা একই পিতা আদমের সন্তান। আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর দেওয়া জীবন ও সম্পদ নিয়ে তাঁরই গড়া পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি। অতএব আসুন! আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে তাঁরই আনুগত্য করি এবং পারস্পরিক হিংসা ও ভেদাভেদ ভুলে আল্লাহ্র আনুগত্যের ভিত্তিতে শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলি!

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর মুশতাক আহমাদ রবি এবং পৌর মেয়র তাসকীন আহমাদ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

যেলা সম্মেলন ॥ নারায়ণগঞ্জ

হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরুন!

-আমীরে জামা'আত

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানার কাঞ্চনস্থ ভারতচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মাযহাবী বাঁধাসমূহ অতিক্রম করা দুরূহ হ'লেও জান্নাত পাওয়ার স্বার্থে তা অতিক্রম করতেই হবে এবং মুসলমানকে অবশ্যই হাবলুল্লাহ্র মূলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র রজ্জু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জালালুল কবীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান।

উল্লেখ্য, বাদ-মাগরিব যেলা কার্যালয়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম যোরদার ও সাংগঠনিক মযবূতী দৃঢ় করার আহ্বান জানান।

যেলা সম্মেলন ॥ জয়পুরহাট

জীবনের সফরসূচী স্মরণ করুন!

-আমীরে জামা'আত

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ১৩ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ক্ষেতলাল থানার মালিগাড়ী পশ্চিম মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষ দুনিয়াতে সাময়িক বসবাস করে মুসাফির হিসাবে। তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পুনরুত্থিত হয়ে সৃষ্টিকর্তার আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

ইসলামী সম্মেলন

আসুন! সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করি!

-আমীরে জামা'আত

চকপাঁচপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : স্থানীয় চকপাঁচপাড়া জামে'আ সালাফিইয়াহ মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পালনের মাধ্যমেই কেবল নিখুঁতভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব করা সম্ভব। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নিয়মিত সাংগঠনিক পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তুলতে চায়।

অত্র মাদরাসার পরিচালক ও সাবেক এমপি হাফেয মাওলানা রূহুল আমীন মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার

সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ প্রমুখ।

প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাই সমাজে শান্তি আনতে পারে

-আমীরে জামা'আত

বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানাধীন বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদরাসা ও ইয়াতীমখানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অত্র মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ভাষণে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কুরআনের প্রথম অহি ছিল 'ইক্বরা' তুমি পড়। যে পড়া খালেক-এর সন্ধান দেয় এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী 'আলাক্ব'-এর চাহিদা মেটায়। হারাম-হালালের জ্ঞান দান করে, আমাদের বাচ্চাদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রায্যাক।

প্রশিক্ষণ

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মহানগরীর পতেঙ্গা থানাধীন হোসেন আহমাদ পাড়াস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম।

মাদারটেক, ঢাকা ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল পৌনে ৯-টায় রাজধানীর মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার ও অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী যথাক্রমে কাযী কামরুল ইসলাম, আব্দুল মুমিন ও আশরাফুল ইসলামকে পুরস্কৃত করা হয়।

আলোচনা সভা

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহীর মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল আহলেহাদীছ হাফেজিয়া মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ধুরইল এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা এমদাদুল হক, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম ও অত্র মাদরাসার সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

মহব্বতপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন মহব্বতপুর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহব্বতপুর এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুওয়ায্যিন আলহাজ্জ ইমাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুজীবুর রহমান।

মহারাজপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর ২৪শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন মহারাজপুর ভিটাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

পাতাকাটা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মঠবাড়িয়া উপযেলাধীন পাতাকাটা গ্রামে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পরিচালক মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ যিয়াউল হককে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্দোলন'-এর পাতাকাটা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

পশ্চিম টেংরাখালী, কচুয়া, বাগেরহাট ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কচুয়া থানাধীন পশ্চিম টেংরাখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম টেংরাখালী শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব দারাশিকোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

কামারগ্রাম, মোল্লারহাট, বাগেরহাট ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোল্লাহাট উপযেলাধীন কামারগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যোবায়ের ঢালী প্রমুখ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শক্রমে অধ্যাপক এস.এম. রহমতুল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা ইদ্রীস আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্দোলন'-এর ভাণ্ডারখোলা কামারগ্রাম এলাকা কমিটি এবং মাওলানা আব্দুর রাকীবকে সভাপতি ও হাফেয শেখ দাউদুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে মোল্লাহাট উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বুজবুনিয়া, রামপাল, বাগেরহাট ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রামপাল উপযেলাধীন বুজবুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শক্রমে মাহমুদ হাসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শাহীন শেখকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্দোলন'-এর বুজবুনিয়া শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার স্বরূপকাঠী থানাধীন সোহাগদল দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক মুতাওয়াল্লী এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রেযাউল করীম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ ও মাওলানা শহীদুল ইসলাম (মাদারীপুর) প্রমুখ।

সন্ন্যাসী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ২০শে ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন সন্ন্যাসী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সেক্রেটারী হারুণুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা শু'আইবুর রহমান।

বহরবুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন বহরবুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি ডাঃ ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

সোনাখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন সোনাখালী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনাখালী এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মনোয়ার, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমাদ।

বলইবুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন বলইবুনিয়া বকুলতলা তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল আযীয মিয়াঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

কক্সবাজার, ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কক্সবাজারের উখিয়া থানাধীন কুতুপালাং ৩নং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ত্রাণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আমীনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়। ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে ছিল ৪০০ প্যাকেট খাদ্যদ্রব্য, যাতে ছিল মুড়ি, সরিষার তেল, রসুন, পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, লবণ ও শুটকি মাছ। আর শীতবস্ত্র হিসাবে ছিল ১০০০ পিচ চাদর। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক লিলবর আল-বারাদী, প্রচার সম্পাদক গিয়াছুদ্দীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সিনিয়র শিক্ষক মোফাক্ষার হোসাইন, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাসানুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান প্রমুখ। উল্লেখ্য, রাজশাহী, মেহেরপুর ও নারায়ণগঞ্জ যেলা থেকে কিছু দায়িত্বশীল স্ব স্ব যেলার পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

মারকায সংবাদ

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী :

জুনিয়র দাখিল পরীক্ষা (জেডিসি) : ২০১৭ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অত্র মাদরাসার বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করেছে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৩২ জনের মধ্যে ১৩ জন জিপি ৫ (A+) ও ১৯ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বালিকা শাখা থেকে ১৭ জনের মধ্যে ১ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ১৬ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাদের মধ্যে ২ জন গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে। তারা হ'ল মাহমূদুল হাসান (রাজশাহী) ও সুমাইয়া আখতার (গাইবান্ধা)।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা : ২০১৭ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অত্র মাদরাসার বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ পাস করেছে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৫৪ জনের মধ্যে ১৬ জন জিপিএ ৫ (A+), ৩৩ জন জিপিএ ৪ (A) ও ২ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং বাকী ৩ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর বালিকা শাখা থেকে ৩০ জনের মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫ (A+), ২৩ জন জিপিএ ৪ (A) ও ১ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং ১ জন জিপিএ ৩.০০ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৭ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ৩৩ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে শতভাগ পাস করেছে। তাদের মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫ (A+), ২৩ জন জিপিএ ৪ (A), ৪ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-), ১ জন জিপিএ ৩.০০ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ৩১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪ জন জিপিএ ৪ (A) এবং ৮ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-), ১১ জন জিপিএ ৩.০০ (B) এবং ৮ জন জিপিএ ২.৫০ (C) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার শতভাগ।

আল-‘আওন

দমদমা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম‘আ যেলার উল্লাপাড়া থানাধীন দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর সমাজকল্যাণ সংস্থা ‘আল-‘আওন’-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আল-আওন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং উপদেষ্টা ও ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শ শেষে মুহাম্মাদ সজীব হোসাইনকে সভাপতি ও আশীকুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-২০১৯ সেশনের জন্য ‘আল-আওনে’র ৫ সদস্য বিশিষ্ট সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ‘আল-‘আওনে’র পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

মাওলানা মোশাররফ হোসেন আকন্দ (৬২) গত ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেছেন *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন*। পরদিন শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় তাঁর জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় দূর-দরায থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। ভোলা যেলার হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। একমাত্র বড় ভাই (৯০) ব্যতীত তারা ৪ ভাই ও ৪ বোনের সবাই মারা গেছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে তিনি প্রথম নওদাপাড়া মারকাযে আসেন ও আমীরে জামা‘আতের নিকট ‘শবেবরাত’ বইয়ের লেখক কে জানতে চান। অতঃপর তিনি আহলেহাদীছ হন। ঐ সময় আমীরে জামা‘আতের সুফারিশে তাঁকে এহইয়াউত তুরাছের সর্বোচ্চ ভাতাপ্রাপ্ত দাঈ নিযুক্ত করা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ’৯৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে বোরহানুদ্দীন থানার কাচিয়া-চৌমুহনী মাদরাসা ময়দানে আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিলে আমীরে জামা‘আত অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি তাঁদের গ্রামে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে দেন। যা আজও রয়েছে। তিনি ভাল বক্তা ও তার্কিক ছিলেন। ’৯৬-৯৮ সালে তাওহীদ ট্রাস্টের ঢাকার উত্তরা অফিসে নিয়মিতভাবে আয়োজিত পাক্ষিক ওলামা বৈঠকগুলিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রীর সাথে মোবাইলে কথা বলেন ও সান্ত্বনা প্রদান করেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি *(সম্পাদক)*।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা‘আত প্রদত্ত জুম‘আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা‘লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

এজন্য মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট থেকে জবাব নিতে হবে। তিনি বলে দিয়েছেন, ‘তবে কি তারা তোমার প্রতিপালকের রহমত বন্টন করবে? আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি। যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনেক উত্তম’ *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। এতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, রিযিকের বণ্টন তিনিই করেন এবং সেখানে কমবেশী থাকবেই। যাতে একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। আর মানুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। অতএব সম্পদ জমা করার চাইতে ব্যয় করার মধ্যেই আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সীমাহীন। তাই বলে দেওয়া হয়েছে, ‘যমীন থেকে হালাল ও পবিত্র রূযী খাও। কিন্তু শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। বলা হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত কোন আদম সন্তান পা বাড়াতে পারবে না। তার মধ্যে দু’টি হ’ল, কোন পথে সম্পদ অর্জন করেছ ও কোন পথে তা ব্যয় করেছ’ *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*। ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। কেননা সূদ সম্পদকে সংকুচিত করে ও ছাদাক্বা সম্পদকে বৃদ্ধি করে *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। ‘প্রত্যেকের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে’ *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। আর তা হ’ল সঞ্চিত ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ফরয যাকাত আদায় কর এবং সর্বাবস্থায় নফল ছাদাক্বা দাও। আল্লাহকে অগ্রিম ঋণ দাও। তার বহুগুণ বেশী তুমি পাবে *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। একটি ধানের বীজ থেকে যেমন অসংখ্য ধান সৃষ্টি হয়, ছাদাক্বা থেকে তেমনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। এর বদলা আখেরাতে জান্নাত এবং দুনিয়াতে সমৃদ্ধ একটি মানবিক সমাজ। যেখানে আর্থিকভাবে সকলে সচ্ছল ও পরস্পরে সহানুভতিশীল সুখী জীবনের অধিকারী হবে। এটিই হ’ল ন্যায় বিচার ভিত্তিক অর্থনীতি। যার বিপরীতে পুঁজিবাদ হ’ল দু’হাতে সম্পদ জমা করার রাক্ষসী অর্থনীতি। আর সমাজবাদ হ’ল ব্যক্তিমালিকানাহীন কারাগারী অর্থনীতি। দু’টিই মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক অসমতা নয়, অর্থনৈতিক অন্যায্যতাই সকল সংকটের জন্য দায়ী। আর সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির লালন ও বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের চাবিকাঠি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন! *(স.স.)*]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : ছহীহ হাদীছ কুরআনের বিরোধী হ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি?

-ইদরীস আলী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ছহীহ হাদীছ কখনো কুরআন বিরোধী হবে না। যদি কখনো পরস্পর বিরোধী মনে হয়ে থাকে, তবে সেটি আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফল। কেননা শরী'আত প্রণেতার কোন বিধানে স্ববিরোধিতা নেই। আর রাসূল (ছাঃ) যা বলতেন তা অহী *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। এক্ষণে কোন হাদীছ বাহ্যত যদি কুরআন বিরোধী মনে হয়, তার সমাধানে মুহাদ্দিছগণের নীতি হ'ল- প্রথমতঃ হাদীছটির সনদ যাচাই করতে হবে। অতঃপর হাদীছটি বিশুদ্ধ হ'লে তার সঠিক ব্যাখ্যা তালাশ করতে হবে এবং আয়াত ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে উভয়টির মাঝে যাচাই সাপেক্ষে কোন একটি হুকুমকে মানসূখ গণ্য করতে হবে। আর শেষাবধি কোন হুকুমটি মানসূখ তা নির্দিষ্ট করা না গেলে 'অগ্রগণ্য কারণসমূহে'র (قرائن الترجيح) ভিত্তিতে কোন একটি হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ফিকহী নীতিমালা রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নববী, শরহ মুসলিম, পৃঃ ১/৩৫; শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল ২/২৬০-২৭৩)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : ওযূর কার্যাবলীর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব কি? কোন একটি ভুলে গেলে পুনরায় শুরু থেকে করতে হবে কি?

-মীযানুর রহমান, ঝিনাইদহ।

উত্তর : ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং কেউ ভুলে গেলে তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে। আল্লাহর বাণী 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে বে-ওযূ থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। উক্ত আয়াত এবং অন্যান্য হাদীছের ভাষ্য মোতাবেক ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ প্রমুখ বিদ্বানগণ ধারাবাহিকতা অবলম্বন করাকে আবশ্যিক বলেছেন এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত *(মুসলিম হা/৮৩২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২১৯; ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ১০/১০২-১০৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮-৩৯)*। তবে কেউ যদি ওযূর কোন অঙ্গ ধৌত করতে ভুলে যায় আর অন্যান্য অঙ্গগুলো শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই স্মরণ করতে পারে, তাহ'লে সেই অঙ্গকে ধৌত করবে এবং ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে পরের অঙ্গগুলো পুনরায় ধৌত করবে। কিন্তু যদি অন্যান্য অঙ্গগুলো শুকিয়ে যায় তাহ'লে তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে *(মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২৬, প্রশ্ন নং-৯২)*। এ অবস্থায় এমনকি যদি ছালাত আদায় করেও ফেলে তাহ'লে ওযূ করে তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ এক ব্যক্তি ওযূ করে এমন অবস্থায় ছালাত আদায় করছিল যে, তার পায়ের নখ পরিমাণ (তথা অতি সামান্য) অংশে পানি পৌঁছেনি। রাসূল (ছাঃ) তাকে পুনরায় সুন্দরভাবে ওযূ করার নির্দেশ দেন *(ইবনু মাজাহ হা/৬৬৫; আবুদাঊদ হা/১৭৩, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন *(ইবনু মাজাহ হা/৬৬৬)*। উল্লেখ্য যে, কোন কোন বিদ্বানের নিকট ওযূতে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত *(আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ১১/১০০-১০২)*। শায়খ আলবানীও মিক্বদাম ইবনে মা'দী কারিব (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ *(আহমাদ হা/১৭২২৭)*-এর ভিত্তিতে ওযূর ধারাবাহিকতা আবশ্যক নয় মন্তব্য করেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে হাদীছটি এ ক্ষেত্রে দলীলযোগ্য নয়। শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব বলেন, হাদীছটি যঈফ। কারণ এর বর্ণনায় বৈপরিত্য এসেছে। অর্থাৎ কুলি করা ও নাক ঝাড়ার কথাটি হবে প্রথমে দু'হাত ধোয়ার পরে। যা বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(তাহকীক মুসনাদ আহমাদ ২৮/৪২৫)*। এজন্য ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি ছিল ধারাবাহিক ও ক্রমান্বয়িক। একবারের জন্যও তিনি এর ব্যত্যয় ঘটাননি *(যাদুল মা'আদ ১/১৮৭)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' সশব্দে তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-আসাদুল্লাহ, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : সশব্দে পড়ার কোন ছহীহ দলীল নেই *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৪৬)*। অতএব *'বিসমিল্লাহ'* নীরবে পড়বে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। প্রকাশ থাকে যে, *'আঊযুবিল্লাহ'* কেবল ১ম রাক'আতে পড়বে, বাকী রাক'আতগুলিতে নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ পৃঃ ১/১১২; নায়ল পৃঃ ৩/৩৬-৩৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৬-৮৭)*। অমনিভাবে *'বিসমিল্লাহ'* সূরা ফাতিহার অংশ হওয়ার পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার পৃঃ ৩/৩৯-৫২)*। বরং এটি দুই সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে পঠিত হয়' *(আবুদাঊদ হা/৭৮৮ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১২৫)*। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, সকল কথার মধ্যে সঠিক কথা হ'ল ইমাম মালেকের কথা যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়'। যেমন 'কুরআন' খবরে ওয়াহেদ অর্থাৎ একজন ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয় অবিরত ধারায় অকাট্ট বর্ণনা সমূহের মাধ্যমে, যাতে কোন মতভেদ থাকে না। ইবনুল 'আরাবী বলেন, এটি সূরা ফাতিহার অংশ না হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এতে মতভেদ রয়েছে। আর কুরআনে কোন মতভেদ থাকে না। বরং বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ একথা প্রমাণ করে যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়'। এটি সূরা নমলের ৩০তম আয়াত মাত্র। এ বিষয়ে ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য' *(মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; তাফসীরে কুরতুবী মুক্বাদ্দামা, 'বিসমিল্লাহ' অংশ দ্রষ্টব্য, তাফসীরুল কুরআন ১৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : বিবাহের কিছুদিন পর স্বামী জানতে পারে যে স্ত্রী আগে থেকে কোর্ট ম্যারেজের মাধ্যমে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিতা। এক্ষণে একটি বিবাহ থাকা অবস্থায় অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করার কারণে উক্ত স্বামী ও স্ত্রী গুনাহগার হবে কি? এছাড়া উক্ত স্বামী বা স্ত্রীর জন্য এখন করণীয় কি?

-আবু হানীফ, বগুড়া।

উত্তর : বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজ শরী'আতসম্মত নয়। এরূপ সম্পর্ক যেনার শামিল *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*। এক্ষণে পূর্বের বিবাহটি যেহেতু সঠিক ছিল না; সেহেতু পরবর্তী বিবাহ ও সংসারের কারণে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু স্ত্রীর পূর্বের কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩)*। আর যদি বৈধ অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে প্রথম বিবাহ হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে পূর্বের স্বামীর কাছ থেকে বিধি মোতাবেক তালাক নিয়ে নতুনভাবে বর্তমান স্বামীর সাথে বিবাহ পড়াতে হবে।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানকে নিজের সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় সন্তানও পিতাকে পিতা হিসাবে স্বীকার করে না। এতে সন্তান কি গুনাহগার হবে?

-কাওছার রহমান, শিকটা, জয়পুরহাট।

উত্তর : এজন্য উভয়েই গোনাহগার হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না (অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কুফরী করে' *(বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/৬২; মিশকাত হা/৩৩১৫)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : অনেক সময় মানুষ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখে। যারা সেখানে তাদের অবস্থা, জীবিতদের প্রতি নানা উপদেশ, সতর্কবাণী ইত্যাদি দিয়ে থাকে। স্বপ্নের মাধ্যমে এসব খবরাখবরের কোন ভিত্তি আছে কি? এছাড়া মৃত্যুর পর মানুষ স্বপ্নে দেখা দিতে পারে কি?

-আশরাফ, কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : পরহেযগার ও সত্যবাদী মানুষের স্বপ্ন সত্য হ'তে পারে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন (খাঁটি) মুসলিমের অধিকাংশ স্বপ্ন মিথ্যা ও ভ্রান্ত হবে না। তোমাদের মধ্যকার অধিক সত্যবাদী লোক সর্বাধিক সত্য স্বপ্নদ্রষ্টা হবে। তিনি বলেন, মানুষের স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে (ক) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বহন করে (খ) কষ্টদায়ক স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় (গ) মনের মধ্যে উদ্ভূত কল্পনা, যা স্বপ্নে দেখা যায় *(মুসলিম হা/২২৬৩)*।

আর স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এক্ষণে যদি কেউ স্বপ্নে এরূপ মৃত ব্যক্তিকে ভাল অবস্থায় দেখে বা মৃত ব্যক্তিকে ভাল কোন সংবাদ বা উপদেশ দিতে শুনে, তবে আল্লাহ্র শুকরিয়া করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা কেউ ভালো স্বপ্ন দেখবে, তখন *আলহামদুলিল্লাহ* পড়বে এবং সে নিজের প্রিয় লোকদের কাছে তা বলতে পারে *(বুখারী হা/৬৯৮৫)*।

আর যদি মৃত ব্যক্তিকে খারাপ অবস্থায় দেখা যায় বা সে খারাপ সংবাদ প্রদান করে তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এই স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা হ'ল, বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে *(মুসলিম হা/২২৬২, মিশকাত হা/৪৬১৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে দাঁড়িয়ে (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করবে এবং কাউকে বলবে না। কারণ এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করে না *(মুসলিম হা/২২৬১-৬৩; বুখারী হা/৭০৪৪; মিশকাত হা/৪৬১২)*।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর খুৎবাদানরত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার ঘাড়ে আঘাত করার ফলে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। তারপর আমি তা ধরে এনে পুনরায় আমার ঘাড়ে স্থাপন করলাম। রাসূল (ছাঃ) হেসে উঠে বললেন, ঘুমের মধ্যে তোমাদের কারো সাথে শয়তান খেলা করলে সে যেন তা লোকের কাছে না বলে *(মুসলিম হা/২২৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৯১২; মিশকাত হা/৪৬১৬)*।

উল্লেখ্য যে, খারাপ স্বপ্ন দেখলে বা মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে ছাদাক্বা করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা বিদ'আত। এগুলো থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। বরং মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য যেকোন সময় দো'আ ও ছাদাক্বা করা যায় *(মুসলিম হা/৯২০, ১৬৩১; বুখারী হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৬১৯, ১৯৫০)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : আমাদের এলাকায় খুৎবার পূর্বে একজন বাংলায় বয়ান করেন। অতঃপর খত্বীব ছাহেব কেবল আরবী খুৎবা পাঠ করেন। এটি শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আব্দুল হামীদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : জুম'আর খুৎবা মুছল্লীদের মাতৃভাষা বা তাদের বোধগম্য ভাষায় হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'আমরা তোমার নিকটে 'যিকর' (কুরআন-হাদীছ) নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকটে ঐ সকল বিষয় ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। অতএব নবীর ওয়ারিছ হিসাবে প্রত্যেক আলেম ও খত্বীবের দায়িত্ব হ'ল মুছল্লীদের নিজস্ব ভাষায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানসমূহ খুৎবায় ব্যাখ্যা করে শুনানো।

রাসূল (ছাঃ) আরবীভাষী ছিলেন বলেই তিনি আরবীতে খুৎবা দিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বনবী ও তাঁর দ্বীন ছিল বিশ্বজনীন। অতএব বিশ্বের সর্বত্র সবধরনের মুছল্লীর ভাষায় তাঁর দ্বীনের ব্যাখ্যা করা খত্বীবদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু এদেশে খত্বীবগণ আরবীতে খুৎবা দেন, যা একেবারেই খুৎবার উদ্দেশ্য বিরোধী। তাই মুছল্লীদের চাহিদা বুঝতে পেরে তারা খুৎবার পূর্বে বাংলায় বয়ানের নামে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করেছেন, যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আর প্রশ্নমতে খুৎবার পূর্বে খত্বীব ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি যে বয়ান করেন, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : ৭৮৬-এর শারঈ ভিত্তি কী?

-লুৎফর রহমান, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এর কোন শারঈ কোন ভিত্তি নেই। আরবী হরফসমূহের আবজাদী তথা সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনা পদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ্'-এর ১৯টি হরফের মান যোগ করে ৭৮৬ বানানো হয়েছে। যেমন- আলিফে ১, বা-তে ২, জীমে ৩, দালে ৪, মীমে ৪০, নূনে ৫০, গাইনে ১০০০ ইত্যাদি। এভাবে ৭৮৬ সংখ্যা দিয়ে 'বিসমিল্লাহ' লেখা জায়েয নয়। কেননা 'বিসমিল্লাহ' কুরআনের আয়াতাংশ *(নমল ৩০)* এবং আল্লাহ প্রদত্ত একটি ইবাদতের শব্দ। আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে সকল শুভ কাজে 'বিসমিল্লাহ' ব্যবহার করা অন্যতম ইবাদত। সুতরাং 'বিসমিল্লাহ্'-র পরিবর্তে ৭৮৬ ব্যবহার করলে তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না এবং তাতে কোন নেকী হবে না।

যদি বলা হয়, এর দ্বারা 'বিসমিল্লাহ'-কে যত্রতত্র অমর্যাদাকর ব্যবহার থেকে রক্ষা করা যায়, সেটি ভুল হবে। বরং 'বিসমিল্লাহ' বলেই এর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। অস্পষ্ট সংকেতে উচ্চারণে বরং এর প্রতি অসম্মান করা হবে।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : শরী'আতে তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কার? বিশেষত পিতা-মাতার অবর্তমানে সে কারু নিকটে ভরণ-পোষণের খরচ পাওয়ার অধিকার রাখে কি?

-আয়েশা বেগম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীর ভরণ-পোষণ ও তত্ত্বাবধানের প্রধান দায়িত্ব তার সন্তানদের। অতঃপর তার ভাইদের। অতঃপর সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়গণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০, মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। এছাড়া নিকটতম রক্তসম্পর্কীয়দের মধ্যে ভাইয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। জাবের (রাঃ) তার ছোট বোনদের দেখাশুনার জন্য একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহ করলে রাসূল (ছাঃ) তার প্রশংসা করেন *(বুখারী হা/৬৩৮৭; মুসলিম হা/৭০১৫; মিশকাত হা/৩০৮৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার তিনটি মেয়ে বা তিনটি বোন থাকে অথবা দু'টি মেয়ে বা দু'টি বোন থাকে। আর সে যদি তাদের সাথে সব সময় সদাচরণ করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত *(আহমাদ হা/১২৬১৫; ছহীহাহ হা/২৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) বোনের মানত ভাই পূরণ করবে মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন *(নাসাঈ হা/২৬৩২; আহমাদ হা/২১৪০)*। তবে ভাই বা রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয় না থাকলে সমাজ বা সরকার তাদের দায়িত্ব বহন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তারা ঝগড়া করে, তাহ'লে সরকার ঐ ব্যক্তির অভিভাবক হবে, যার কোন অভিভাবক নেই' *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : শাড়ি, সালোয়ার-ক্বামীছ ইত্যাদি পোষাক পরা যাবে কি?

-হাবীবুর রহমান, জুবাইল, সঊদী আরব।

উত্তর : শালীনভাবে পূর্ণ পর্দার মধ্যে এসব পোষাক পরিধানে কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। মূলতঃ অশালীন ও যৌন উদ্দীপক যেকোন পোষাক পরিধান করা হারাম *(মুসলিম হা/২১২৮, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। নারী-পুরুষের পোষাক এমন হবে যাতে নিম্নোক্ত চারটি মূলনীতি থাকবে। (১) দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট না হওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (২) ঢিলাঢালা, ভদ্র ও মার্জিত হওয়া *(আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) অহংকার প্রকাশ না পাওয়া *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪৩৮১; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৪৭)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথম জীবনে ১ম রাক'আত থেকে উঠার সময় জালসায়ে ইস্তিরাহাত না করে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে বয়স বৃদ্ধির কারণে তা করতেন। একথার সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ নো'মান, ফরিদপুর।

উত্তর : কতিপয় প্রাচীন ও সমকালীন বিদ্বান এমন মন্তব্য করেছেন *(মুগনী ১/৩৮১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৮৩)*। তবে সরাসরি এ মর্মে কোন বর্ণনা নেই। বরং ছাহাবীগণ বলেন, 'ছালাতের মধ্যে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেজোড় রাক'আতে পৌঁছতেন, তখন দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না সুস্থির হয়ে বসতেন' *(বুখারী হা/৮২৩; মিশকাত হা/৭৯৬, অনুচ্ছেদ-১০; নায়ল ৩/১৩৮)*। ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়াইহ বলেন, যুবক হৌক বা বৃদ্ধ হৌক রাসূল (ছাঃ) থেকে এ সুন্নাত জারী আছে যে, তিনি প্রথমে মাটিতে দু'হাতে ভর দিতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন। দশজন ছাহাবী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সত্যায়ন প্রাপ্ত আবু হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) প্রদর্শিত ছালাতের প্রসিদ্ধ হাদীছেও এর স্পষ্ট দলীল রয়েছে *(বুখারী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী, পৃঃ ১৩৬-৩৭ টীকা; তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৭৩০; নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০১; ইরওয়া হা/৩০৫, ৩৬২; ২/১৩, ৮২-৮৩ পৃঃ)*।

এছাড়া 'হাতের উপরে ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন' বলে 'ত্বাবারাণী কাবীরে' বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ' *(ছিফাত, ১৩৭ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৭)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : 'আহলেহাদীছদের স্বভাব হবে এই যে, তারা কোন কাজের ক্ষেত্রে বলবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন তাই এই কাজটি করো, রাসূল (ছাঃ) এভাবে করতেন তাই এভাবে করো'। উপরোক্ত কথাটি কি হাদীছ না কোন মনীষীর উক্তি?

-তাহসীন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

উত্তর : উপরোক্ত বর্ণনাটি রাসূলের নয় বরং ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ ইবরাহীম বিন মূসা (রহঃ)-এর। রাসূল (ছাঃ) একটি হাদীছে বলেন, শেষ যামানায় আমার উম্মতের মধ্যকার একটি দলকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় ছওয়াব প্রদান করা হবে। তারা অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং ফিৎনাবাজদের বিরুদ্ধে

লড়াই করবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬২৮০; ছহীহাহ হা/১৭০০)*। তখন ইবরাহীম বিন মূসাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল তারা কারা? তিনি বললেন, 'তারা আহলেহাদীছ। তারা বলে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এটি কর। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এটি করো না (অর্থাৎ তারা মানুষকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদিষ্ট পথে চলার জন্য আহ্বান জানাবে)' *(সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ, পৃ. ৬৮)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : ফাসেক-ফাজের হওয়া সত্ত্বেও বিত্তবান হওয়ায় কাউকে মসজিদ কমিটির সভাপতি বা সদস্য বানানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ফাসেক-ফাজের লোকদের ইমাম, নেতা বা মসজিদের সভাপতি বানানো উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবাহ ৯/১৮)*। জনৈক ইমাম মসজিদে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করলে পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) তাকে ইমামতি করতে দেননি *(আবুদাউদ হা/৪৮১; মিশকাত হা/৭৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৮)*। যা প্রমাণ করে যে, ফাসেক লোকদের নেতা বানানো সমীচীন নয় *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৩৫৬)*। তবে ফাসেক-ফাজের লোক যদি ক্ষমতা বলে নেতা হয়ে যায়, তাহ'লে শরী'আতসম্মত কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে। যেমনভাবে ইবনু ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং তার পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২৫৩)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : হাদীছে বর্ণিত 'নারদাশীর' খেলা দ্বারা নববী যুগে এবং বর্তমান যুগে কোন খেলাকে বুঝানো হয়েছে?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : 'নারদাশীর' অনারব শব্দ। যা প্রাচীন পারস্য ও শামের লোকেরা আবিষ্কার করে। নারদাশীর বলতে সে সকল খেলাকে বুঝায় যাতে কাঠ, হাড় বা প্লাস্টিকের তৈরী বাক্স কিংবা চৌকো (dice) রয়েছে। যেমন পাশা, লুডু, দাবা, শতরঞ্জ প্রভৃতি, যা মূলতঃ ভাগ্য ও অনুমাননির্ভর *(লিসানুল 'আরাব ৩/৪২১; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ২/৯১২)*। এসব খেলার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যা সবই হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নারদাশীর খেলায় অংশগ্রহণ করল, সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম হা/২২৬০; মিশকাত হা/৪৫০০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি নারদাশীর খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(আবুদাউদ হা/৪৯৩৮; মিশকাত হা/৪৫০৫)*। একদা আলী (রাঃ) একদল ব্যক্তিকে শতরঞ্জ খেলতে দেখে বললেন, এসব মূর্তি নিয়ে তোমরা মত্ত হয়ে উঠেছ কেন? *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৬৬৮২; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬০৯৭, সনদ হাসান; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৬/৬৩)*।

আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী এই নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে বলেন, এসব খেলা মানুষকে প্রায়শই আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল রাখে। এতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন উপকারিতা নেই; বরং এর পরিণামে মানুষ জুয়া খেলা, মিথ্যা শপথ এবং ছালাত পরিত্যাগে অভ্যস্ত হয় *(আল-মুনতাক্বা শারহুল মুওয়াত্ত্বা ৭/২৭৮)*। বর্তমান যুগে তাস, ক্যাসিনো, ব্রীজ প্রভৃতি খেলাও একই পর্যায়ভুক্ত। টাকার হারজিত না থাকলেও এসব খেলা পরিত্যাজ্য। কেননা এগুলোর প্রকৃতি ও কুফল একই। সুতরাং ঈমানদারের জন্য এ জাতীয় সময় অপচয়কারী এবং আল্লাহ থেকে বিমুখকারী খেলা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার 'জুয়া ও নারদাশীর খেলা হারাম' অনুচ্ছেদ ৮/১০৮)*।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : তিন ছেলে-মেয়ে থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই ২য় বিবাহ করেছে। এটা শরী'আতসম্মত হয়েছে কি? এক্ষণে প্রথমা স্ত্রী ও তার সন্তানরা দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে পিতাকে বাধ্য করতে পারবে কি?

-সোহাগ হোসাইন, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : শারঈ দৃষ্টিতে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য পূর্ব স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক নয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম পুরুষকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন *(নিসা ৪/৩)*। তবে বিবাহ করার চেয়ে স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করার বিষয়টি বেশী যরূরী ও কঠিন। এজন্য একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকলেও সে ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট শর্তারোপ করেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন এক অঙ্গ পতিত অবস্থায় উঠবে' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৩৬)*। অতএব পারিবারিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ব স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করা উত্তম। আর স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : আমরা জানি মূর্তি বানানো হারাম। এক্ষণে বর্তমানে যে রোবট বানানো হচ্ছে, এটা মূর্তি তৈরীর নামান্তর হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : যদি রোবট হুবহু প্রাণীর আকৃতি বিশিষ্ট হয়, তাহ'লে তা মূর্তি হিসাবে গণ্য হবে, যা তৈরী করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যারা ছবি/মূর্তি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন আযাবপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে সরাসরি প্রাণীর আকৃতি বিশিষ্ট না হ'লে কোন দোষ নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৭৮-২৭৯; আল-মাওসূআ'তুল ফিক্বহিইয়াহ ৭/৮)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : নিম্নাঙ্গে হাত লাগলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় কি? গোসলের সময় ওযুর পর লজ্জাস্থানে হাত পড়লে কি পুনরায় ওযূ করতে হবে?

-রেযাউল করীম, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে লজ্জাস্থানে স্পর্শে ওযূ ও ছালাত নষ্ট হয় না *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২০)*। যে সকল হাদীছে লজ্জাস্থান স্পর্শে ওযূ নষ্ট হবে বা ওযূ করতে হবে বলা হয়েছে *(আহমাদ, ইরওয়া হা/১১৬, ১১৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১১১৮, ছহীহুল জামে' হা/৩৬৩, মিশকাত হা/৩৯০)*, তার ব্যাখ্যা হ'ল, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা *(টীকা দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১/২৮৪ পৃঃ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১০৩ পৃ.)*। সুতরাং সাধারণ

স্পর্শে ওযূ ভঙ্গ হবে না এবং পুনরায় ওযূ করতে হবে না।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : ছহীহ ইবনু হিব্বান এবং ছহীহ ইবনু খুযায়মার সকল হাদীছ কি ছহীহ?

-আব্দুল হাসীব, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছহীহায়েনের পর বিশেষভাবে ছহীহ হাদীছ সংকলনের জন্য স্বতন্ত্র দু'টি গ্রন্থ হ'ল ছহীহ ইবনু খুযায়মা (পূর্ণ নাম- مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم) এবং ছহীহ ইবনে হিব্বান (পূর্ণ নাম : المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع)। তবে এই গ্রন্থদ্বয়ের সকল হাদীছ ছহীহ নয়। বরং কিছু হাদীছ যঈফ ও জাল রয়েছে। ভাষ্যকার ড. মুহাম্মাদ মুছতফা আ'যমী বলেন, ছহীহ ইবনু খুযায়মা ছহীহায়েনের মত নয় যে এর ব্যাপারে বলা যাবে এর সকল হাদীছই ছহীহ। বরং সেখানে ছহীহ পর্যায়ভুক্ত নয় এরূপ হাদীছও রয়েছে। কেবল ছহীহ বা হাসানই নয়। বরং যঈফ হাদীছও রয়েছে। তবে তা এ গ্রন্থে উল্লেখিত ছহীহ ও হাসান হাদীছের তুলনায় খুব কম। আর জাল এবং অতি দুর্বল হাদীছের সংখ্যাও প্রায় বিরল *(তাহকীক ইবনু খুযায়মা ১/২২)*। ইমাম সুয়ূতী বলেন, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ বিশুদ্ধতার দিক থেকে ইবনু হিব্বানের চেয়ে অগ্রগণ্য। কেননা তিনি অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং সনদের ব্যাপারে সামান্য আপত্তি পেলেই তাকে ছহীহ বলা থেকে বিরত থেকেছেন *(তাদরীবুর রাবী ১/১১৫)*। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ গ্রন্থের বৃহত্তর অংশই হারিয়ে গেছে। আহমাদ শাকের, আলবানী, শু'আইব আরনাঊত, ড. মুছত্বফা আ'যমী প্রমুখ মুহাদ্দিছ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের তাহকীক সম্পন্ন করেছেন এবং ছহীহ ও যঈফ হাদীছসমূহ বাছাই করেছেন।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : আমরা ৫ বোন ১ ভাই। পিতা ভাইয়ের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ডিপিএস, ব্যাংক ব্যালান্সের নমিনী এবং সমুদয় জমিজমা ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভাই এখন সেগুলির ভাগ অন্য কাউকে দিতে অস্বীকার করছে। এক্ষণে এরূপ অন্যায় কর্মের জন্য পিতা না ভাই দায়ী হবেন?

-সানজীদা আখতার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ওয়ারিছগণ কে কতটুকু পাবে তা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/৭, ১১)*। সুতরাং বণ্টনের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির ভিত্তিতেই ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন কমবেশী করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ এবং তা হক বিনষ্টের শামিল। প্রশ্ন অনুযায়ী পিতা ও ভাই উভয়ে দায়ী হবে। বান্দার হক বিনষ্টের পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন যুলুম করে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ী পরানো হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা তার গর্দানে চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/২৪২)*।

এক্ষণে নিজেকে ও পিতাকে বাঁচানোর জন্য উক্ত সম্পদ এককভাবে ভোগকারী ভাইয়ের কর্তব্য হবে শরী'আত সম্মতভাবে পুরো সম্পদ হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া এবং পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর ফলে পিতার উক্ত গোনাহ ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৩৫৪; মির'আত ৮/৬১)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করলে পুরোপুরি পবিত্রতা অর্জন হয় কি? এর মাধ্যমে ছালাত-ছিয়াম আদায় ও কুরআন স্পর্শ করে পাঠ করা যাবে কি?

-নকীব ইমাম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : করা যাবে। ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে যে সকল কাজ করা যাবে, তায়াম্মুম করেও সে সকল কাজ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি পানি না পাও, তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(নিসা ৪/৪৩)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ পানির বিকল্প হিসাবে পবিত্র মাটির কথা উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য ওযূর মাধ্যম স্বরূপ। যদিও সে ১০ বছর পর্যন্ত পানি না পায়' *(আবুদাঊদ হা/৩৩২; মিশকাত হা/৫৩০)*। রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে লোকদের সঙ্গে ছালাত আদায় না করে আলাদা থাকতে দেখে বললেন, হে অমুক! লোকদের সঙ্গে ছালাত আদায় করতে কিসে তোমায় বাধা দিল? সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অপবিত্র (সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে) অবস্থায় আছি, অথচ পানি পাইনি। তিনি বললেন, তুমি মাটি ব্যবহার কর, তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট *(বুখারী হা/৩৪৮; মিশকাত হা/৫২৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৬৭)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বুকে হাত বুলানো যাবে কি?

-আব্দুর রাযযাক, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে কোন দলীল নেই। বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী ইমাম বুখারী বর্ণিত একটি হাদীছ *(বুখারী, হা/৫৭৪৭)*-এর উপর কিয়াস করে যেকোন দো'আ পাঠ করে শরীরে হাত বুলানোকে জায়েয বলেছেন *(উমদাতুল ক্বারী শরহ বুখারী ২১/২৭০)*, যা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে শরী'আত নির্দেশিত আমল করাই যথেষ্ট হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে তার কোনই বাধা থাকে না' *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; মিশকাত হা/৯৭৪; ছহীহাহ হা/৯৭২)*। এছাড়া শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' *(বুখারী হা/৩২৭৫; মিশকাত হা/২১২৩)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : বর্তমানে বেশী লাভের উদ্দেশ্যে আখের গুড়ে ব্যাপকভাবে চিনি মিশানো হচ্ছে। অন্যদিকে পিওর গুড় বানাতে গেলে বাজারে টেকা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে বাধ্যগত অবস্থায় কিছুটা চিনি মিশানো যাবে কি?

-আতাউর রহমান, নওগাঁ।

উত্তর : এমতাবস্থায় ক্রেতাকে পরিষ্কারভাবে চিনি মিশ্রণের বিষয়টি জানাতে হবে। নচেৎ তা প্রতারণা হিসাবে গণ্য হবে, যা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তার মধ্যে হাত

ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বিক্রেতাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ'লে তুমি কেন ভেজা অংশটি উপরে রাখলে না? মনে রেখ, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : আগাম জান্নাত পাওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার পর আলী (রাঃ) ছালাত পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা জান্নাতে ছালাতের কোন প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু ছালাতের সময় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অতঃপর পথিমধ্যে লোহার আঘাতে তার পিঠে রক্তপাত হ'ল। এরূপ কাহিনীর কোন সত্যতা আছে কি?

-আতাউর রহমান, নওগাঁ।

উত্তর : এ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া ছালাত পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন- এমন গর্হিত বক্তব্যই কাহিনীটি বানোয়াট হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : রুকূ অবস্থায় মুছল্লীর দৃষ্টি কোন দিকে থাকবে?

-মামূন, আরএমপি, রাজশাহী।

উত্তর : তাশাহহুদ ব্যতীত ছালাতের অন্য সময়ে দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কা'বা ঘরে ঢুকে ছালাত আদায় করলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত সিজদার স্থান থেকে সরেনি *(হাকেম হা/১৭৬১; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৩০১২; ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) ১/৬৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন, মাথা উপরেও করতেন না এবং নীচুও করতেন না। বরং তার মাঝামাঝি রাখতেন *(মুসলিম হা/৪৯৮, মিশকাত হা/৭৯১)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : শিশুদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলা হয়। যেমন 'ঘুমাও, নইলে বাঘে খাবে' অথবা খাও তাহ'লে বেড়াতে নিয়ে যাব প্রভৃতি। এরূপ মিথ্যা বলা যাবে কি?

-ফাতেমা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : বাচ্চাকে থামানোর নিয়তে এসব বলায় কোন দোষ নেই। যেমন অনর্থক বা সংকল্পহীন কসমের কোন কাফফারা নেই *(বাক্বারাহ ২/২২৫; আবুদাঊদ হা/৩২৫৪, মিশকাত হা/৩৪১৭, ঐ মিরক্বাত)*। তবে যদি মনের সংকল্প অনুযায়ী হয় এবং সত্যিকারের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা মিথ্যা ও পাপ হিসাবে গণ্য হবে। আব্দুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) বলেন, 'একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। নবী করীম (ছাঃ) সে সময়ে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি ডাকার সময় বললেন, 'বাবা! এদিকে এসো, তোমাকে একটি জিনিস দিব'। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে (ইবনে আমেরের মা) বললেন, 'তুমি কিছু দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ডাকনি'? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ওকে খেজুর দিব'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সাবধান! যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহ'লে এ কারণে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ হ'ত' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯১; মিশকাত হা/৪৮৮২; ছহীহাহ হা/৭৪৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি কোন শিশুকে বলে, 'এসো এটা নাও'। অতঃপর তা না দেয়, তাহ'লে তা মিথ্যাচার হিসাবে গণ্য হবে' *(আহমাদ হা/৯৮৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৪২)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত কি কেবল কবীরা গুনাহগারদের জন্য হবে? যদি তাই হয় তবে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না' বলার কারণ কি?

-আব্দুল্লাহ, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত মূলতঃ মুসলিম উম্মাহ্র কাবীরা গোনাহগারদের জন্য *(আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; তিরমিযী হা/২৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০)*। তবে এটিই একমাত্র শাফা'আত নয়। বরং শাফা'আতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। (১) শাফা'আতে উযমা বা প্রধান শাফা'আত, যা রাসূল (ছাঃ) কিয়ামতের দিন সকল মানুষের বিচারের জন্য আল্লাহ্র নিকটে করবেন *(ইসরা ১৬/৭৯; বুখারী হা/৪৭১৮)*। (২) সাধারণ শাফা'আত, যা নবী-রাসূল, শহীদ, ফেরেশতা, সৎকর্মশীল ব্যক্তি, আলেম, কুরআন, ছিয়াম ইত্যাদি আল্লাহ্র নিকটে করবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নাছের আল-জুদাই', আশ-শাফাআতু ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত আরও কয়েকটি কারণে হবে। যেমন- (১) জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য *(মুসলিম হা/১৯৭, ৩৩৩, ৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯)*। (২) জাহান্নামীদের ক্ষমা করার জন্য *(মুসলিম হা/৯৪৮; মিশকাত হা/১৬৬০)*। (৩) জাহান্নামীদের শাস্তি লঘু করার জন্য *(বুখারী হা/৩৮৮৫; মুসলিম হা/২১০)*। (৪) তাঁর চাচা আবু তালেবের শাস্তি কমানোর জন্য *(বুখারী হা/১৪০৮; মুসলিম হা/২০৯)*। (৫) উম্মতের একদল মানুষকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য *(বুখারী হা/৪৩৪৩, মুসলিম হা/২৮৭)*।

যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের পরই জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে *(মুসলিম হা/১৯৬, ১৯৭)*, সেকারণ বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বা দরূদ পড়া ইত্যাদি জায়েয হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : খুৎবা চলাকালে খত্বীবের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপরোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করায় কোন বাধা নেই। যেমন খুৎবার সময় ইমাম দো'আ করলে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম নিলে, আল্লাহ প্রদত্ত বড় কোন নে'মত অথবা কোন আমলে প্রভূত ফযীলত ইত্যাদি বর্ণনা করলে প্রত্যুত্তরে নিম্নস্বরে আমীন বলা বা তাসবীহ পাঠ করা যাবে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৪৩)*। এমনকি ছালাতরত অবস্থাতে রাসূল (ছাঃ) যখন আল্লাহ্র বড়ত্ব বিষয়ক আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন সুবহানাল্লাহ বলতেন। যখন প্রার্থনামূলক আয়াত আসত, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত আসলে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন *(মুসলিম হা/৭৭২)*। যা মুছল্লীদের জন্যও অনুরূপ পাঠ করা মুস্তাহাব *(শরহ নববী)*। অতএব খুৎবার সময় মুছল্লীদের জন্য এরূপ বলায় কোন বাধা নেই। তবে এ সময় মুছল্লীদের মধ্যে

পারস্পরিক ব্যাক্যালাপ নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জুম'আর দিন ইমাম খুৎবা দেওয়ার সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল 'চুপ থাক', তাহ'লে তুমি অনর্থক কথা বললে *(বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১; মিশকাত হা/১৩৮৫)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী উভয়ে সমঝোতার মাধ্যমে যদি এরূপ চুক্তিতে উপনীত হয় যে, লোকসানের দায় কেবল ব্যবসায়ীই নিবে বিনিয়োগকারী নয়, তাহ'লে এরূপ চুক্তি করা জায়েয হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ চুক্তি জায়েয হবে না। ইবনু কুদামা বলেন, এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লোকসানের ভাগিদার হবে না। কেবল বিনিয়োগকারী হবে। তবে লাভের ক্ষেত্রে উভয়ে সমঝোতা মোতাবেক শরীক হবে। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না *(ইবনু কুদামা ৫/২৭-২৮, ৫/৪৯, ৫১)*।

কেননা লোকসানের ভাগিদার হ'লে ব্যবসায়ীকে দুই দিক থেকে দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথমতঃ সে ব্যবসা পরিচালনা করে, আবার লোকসানেরও ভাগ বহন করে; যা সুস্পষ্ট যুলুম। সুতরাং উভয়ের সম্মতি থাকলেও এরূপ চুক্তি জায়েয হবে না, যদি না ব্যবসায়ী অন্যায়ভাবে সম্পদ নষ্ট করে *(আল-মওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩৮/৬৪)*। আল্লাহ্ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ সকল শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭৭)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ১৯-২০ লক্ষ টাকা ঋণ করে নষ্ট করে ফেলেছি। বর্তমানে আমি একটা চাকুরী করে মাসে ২০ হাযার টাকা বেতন পাই। আমাকে এখন পাওনাদার প্রতিদিনই টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। আমি মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি?

-বায়েজীদ হোসাইন, রংপুর।

উত্তর : সবকিছু দিয়ে হ'লেও ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া বেতন থেকে প্রতিমাসে কিছু টাকা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। সেটাও সম্ভব না হ'লে ঋণদাতার নিকট ঋণ মওকূফের জন্য আবেদন করতে হবে। এতে সে সম্মত না হ'লে সমাজের বায়তুল মাল তহবিল থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। কেননা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাতের মালের অন্যতম হকদার *(তওবাহ ৯/৬০)*।

অন্যদিকে সক্ষম ঋণদাতা অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা করে দিলে তার জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দেয় অথবা ঋণ মওকূফ করে দেয়' *(মুসলিম হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/২৯০২)*।

এতদ্ব্যতীত ঋণ পরিশোধের তাওফীক দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট নিম্নোক্ত দো'আটি নিয়মিতভাবে পাঠ করবে।- *আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বেহালা-লেকা 'আন হারা-মেকা ওয়া আগ্নিনী বেফায্লেকা 'আম্মান সেওয়া-কা'* (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট কর এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন কর! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : একটি বইয়ে ক্বিয়ামতের আলামতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের আগে রোমক তথা খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আরবদের সংখ্যা কমে যাবে। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-জুয়েল রাণা, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমন সময় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে যখন রোমকদের সংখ্যা অধিক হবে *(মুসলিম হা/২৮৯৮; আহমাদ হা/১৮০৫৮)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবে। এ কথা শুনে উম্মু শারীক (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেদিন আরবের লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, তখন তারা সংখ্যায় কম হবে' *(মুসলিম হা/২৯৪৫; মিশকাত হা/৫৪৭৭)*। কাযী ইয়ায (১০৮৩-১১৪৯ খৃঃ) বলেন, বর্তমান বাস্তবতা হাদীছটির যথার্থতা প্রমাণ করে। কেননা খৃষ্টানরা শাম থেকে স্পেনের শেষ সীমানা পর্যন্ত এতটা ছড়িয়ে পড়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতির ক্ষেত্রে ঘটেনি *(আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শরহ মুসলিম ২৬/১২৫)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না সৃষ্টির নিকৃষ্টতম লোকদের উপরে ব্যতীত *(মুসলিম হা/১৯২৪, মিশকাত হা/৫৫১৭, 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : ছহীফা কয়টি এবং কাদের উপর তা নাযিল হয়েছিল?

-মুহায়মিনুল হক লাবীব, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : এ ব্যাপারে কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে একটি যঈফ বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, একশ' ছহীফা ও চারটি কিতাব আল্লাহ নাযিল করেন। এর মধ্যে ৫০টি শীছ (আঃ)-এর উপর, ৩০টি ইদরীস (আঃ)-এর উপর, ১০টি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও অপর ১০টি নাযিল হয় আদম (আঃ)-এর উপর *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬১; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২১৫৫; তাফসীর কুরতুবী ১/১৮০; তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৪১৯, সূরা নিসা ১৬৩-১৬৫ আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। আলবানী, শু'আইব আরনাউত্ব প্রমুখ মুহাক্কিক এর সনদকে নিতান্তই যঈফ বলেছেন *(যঈফাহ হা/৬০৯০; তাহকীক ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬১)*। কুরআনে কেবল ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর উপর ছহীফাসমূহ নাযিলের কথা এসেছে *(আ'লা ৮৭/১৮-১৯)*। তবে তার সংখ্যা বলা হয়নি। সুতরাং আমাদেরকে সাধারণভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অগণিত নবী-রাসূলের উপর কিতাব ও ছহীফা নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমার (মুহাম্মাদ) প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন সত্য সহকারে।

যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইনজীল' *(আলে ইমরান ৩/৩)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : আমাকে নিজ যেলার বাইরে ১৫ দিনের একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমি কি সেখানে ছালাত ক্বছর করতে পারব, যেহেতু আমাকে চার দিনের অধিক অবস্থান করতে হবে?

-আমাতুল্লাহ মুনীরা, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ছালাত ক্বছর করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই' *(নিসা ৪/১০১)*। আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোথাও সফরের দূরত্ব বা সময়সীমা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/১২-১৩; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৩৭৮)*। এছাড়া এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ এক মাইল হ'তে ৪৮ মাইল পর্যন্ত বিশ প্রকার বক্তব্য পেশ করেছেন *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১২২ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়)*।

আর সফরে ক্বছর আদায় করা উত্তম; তবে বাধ্যতামূলক নয়। ওছমান ও আয়েশা (রাঃ) প্রথম দিকে ক্বছর করতেন ও পরে পুরা পড়তেন। ইবনু ওমর (রাঃ) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী ক্বছর করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, কুরআনে যাকাতের যে ৮টি খাতের কথা এসেছে, তদনুযায়ী যাকাতের মাল প্রথমে ৮ ভাগ করতে হবে। তারপর সম্ভবপর প্রত্যেক খাতে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে। কেবল এক বা দুই খাতে বণ্টন করলে চলবে না। এর সত্যতা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) মু'আয বিন জাবালকে ইয়ামনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে' *(বুখারী হা/১৩৯৫; আবুদাউদ হা/১৫৮৪)*। এখানে একটি মাত্র খাত উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কমবেশী বা খাতের ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, কুরআনে বর্ণিত খাতগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে ৮টি খাতকে সমানভাবে বন্টন করতে হবে; বরং ৮টি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বন্টন করতে হবে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর তওবা ৬০ আয়াত)*। তবে ফকীর-মিসকীনকে প্রাধান্য দিবে। যেহেতু আল্লাহ তাদের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২২১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : হিজামাহ করিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে কি?

-নাজমুছ ছাকিব, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা।

উত্তর : যেকোন বৈধ কর্মের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করায় বাধা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং তাকে মজুরী দিয়েছেন। যদি এটি হারাম (حَرَامًا) হ'ত বা তিনি নিকৃষ্ট (خَبِيثًا) মনে করতেন, তবে তিনি মজুরী দিতেন না' *(বুখারী হা/২১০৩; আবুদাউদ হা/৩৪২৩)*। আনাস (রাঃ)-কে শিঙ্গাকারীর উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আবূ ত্বয়বাহ রাসূল (ছাঃ)-কে শিঙ্গা লাগিয়ে দিলে তিনি তাকে দুই ছা' খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/১৫৭৭)*।

অন্যদিকে কিছু কিছু হাদীছে রাসূল (ছাঃ) শিঙ্গা লাগিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে নিকৃষ্ট (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) বলেছেন *(মুসলিম হা/১৫৬৮; মিশকাত হা/২৭৬৩)*। অন্য বর্ণনায় তা গ্রহণে নিষেধ (نَهَى رَسُولُ اللهِ صــ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ) করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/২১৬৫)*। উক্ত হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছসমূহ দ্বারা কাজটির বিনিময় গ্রহণ অপসন্দনীয় (النهي على التنزيه) বুঝানো হয়েছে *(শরহ নববী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা)*। অতএব হালাল কর্ম হিসাবে এর বিনিময় গ্রহণ হারাম হবে না *(উছায়মীন, শরহ বুলূগুল মারাম হা/৯১০)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : আমি সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে নকল বিভাগে চাকুরী করি। সরকার আমাদের ভলিউম লেখা তথা প্রতি পৃষ্ঠা লেখার জন্যে পারিশ্রমিক হিসাবে ৪০ টাকা করে প্রদান করে থাকে। কিন্তু সেটা ৬ মাস বা ১ বছর পর পর পরিশোধ করে। আর ৪০ টাকা থেকে উপরের মহল ১৫ টাকা করে কেটে রেখে আমাদের ২৫ টাকা হিসাব ভাতা দেয়। সেকারণ আমরা দলীলের অবিকল নকল কপি করার ক্ষেত্রে নকলের সরকারী ফিসের সাথে অতিরিক্ত কিছু টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে নিয়ে থাকি, যা স্থানীয় অফিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত। এক্ষণে এই অতিরিক্ত টাকা নেওয়া কি জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ রায়হান, মারিয়ালী, গাযীপুর।

উত্তর : একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের প্রেক্ষাপটে এটি বড় কঠিন বাস্তবতা। তথাপি ঈমানের দাবী হ'ল অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হ'তে বিরত থাকা। কারণ তা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে, যা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি, আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয়, তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাউদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭৯)*। অতএব উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল, নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপর মহলের কাছে ন্যায্য অধিকারের দাবী করতে হবে এবং জনগণের উপর যুলুম বন্ধ করতে হবে। আর স্থানীয় অফিস কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পারিশ্রমিক যদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহ'লে তা নেওয়া বৈধ হবে।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ৩ দিনের মাথায় ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর এর প্রায় ২ মাস পর আবার ঝগড়া করে তালাক দিয়ে পরদিন ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর পাঁচ মাস পরে পুনরায় ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলে 'তোমাকে ডিভোর্স দিলাম'। এসময় স্ত্রী ঋতুবতী ছিল, যা স্বামীর জানা ছিল না। এক্ষণে তৃতীয় তালাকটি পতিত হয়েছে কি?

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, ঢাকা।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় দুই তালাক পতিত হয়েছে। আর তৃতীয় তালাকটি ঋতুবতী অবস্থায় দেওয়ার কারণে সেটি

পতিত হবে না। কারণ তোহর অবস্থায় তালাক দেওয়াটাই নিয়ম, হায়েয অবস্থায় নয়। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদেরকে তালাক দাও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা কর' (*তালাক ৬৫/১*)। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেন। তখন ওমর (রাঃ) উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলেন, তুমি আব্দুল্লাহকে বল যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় ও ঘরে রাখে পরবর্তী তুহর পর্যন্ত। অতঃপর সে পুনরায় ঋতুবতী হবে ও পবিত্র হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হ'ল তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ইদ্দত, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন' (*বুখারী হা/৫২৫১-৫২; মুসলিম হা/১৪৭১; মিশকাত হা/৩২৭৫*)। আবুদাঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীকে আমার নিকটে ফিরিয়ে দিলেন এবং 'তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করলেন না' (*আবুদাঊদ হা/২১৮৫*)। অতএব নিয়ম বিরুদ্ধভাবে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেওয়ায় উক্ত তালাক গণ্য হবে না (*ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/৭৫-৭৬; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৩৫৯-৬০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৫৮, ফৎওয়া নং ৬৫৪২; বিস্তারিত দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই ৩য় সংস্করণ জানুয়ারী'১৭, পৃঃ ১৮, ৪০-৪১*)।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : ইদ্দতকালে নারীরা ছালাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে মসজিদে যেতে পারবে কি?

-মুমিনুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বাধ্যগত কারণ ব্যতীত এসময় বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না (*তালাক্ব ৬৫/১; আবুদাঊদ হা/২৩০০; মিশকাত হা/৩৩৩২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৮/১৬৩*)। আর নারীদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ফরয নয় (*আহমাদ হা/২৭১৩৫, বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৫৯, ১০৬২*)।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : পুত্র সন্তান লাভের জন্য কোন ঝাড়-ফুঁক বা তেল পড়া, পানি পড়া খাওয়া যাবে কি?

-আবুল কালাম, মাকলাহাট, নওগাঁ।

উত্তর : সন্তান দানের মালিক আল্লাহ। অতএব পুত্র সন্তান লাভের জন্য কোনরূপ ঝাড়-ফুঁক বা তদবীর করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান (*শূরা ৪২/৪৯-৫০*)।

অতএব এর জন্য একমাত্র করণীয় হ'ল একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি কিছু চাইলে আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাঁর নিকটেই চাইবে। জেনে রেখ! যদি সমস্ত মাখলূক একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না' (*তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২*)।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : অনেকে বলেন, সূরা বনু ইসরাঈলের ৮০ আয়াত দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-সুমাইয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং এর অর্থ হ'ল- 'আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে (ইবাদতে) প্রবেশ করাও যথার্থভাবে এবং সেখান থেকে বের কর যথার্থভাবে। আর আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে সাহায্যকারী শক্তি দাও' (*ইসরা ১৭/৮০*)। এটি সর্বাবস্থায় দো'আ হিসাবে পাঠ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মক্কায় ছিলেন। অতঃপর তাকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত আয়াতটি নাযিল হয় (*ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর*)। তবে এর সনদ যঈফ (*যঈফ তিরমিযী হা/৬১১, তিরমিযী হা/৩১৩৯*)।

উক্ত আয়াত দ্বারা ক্ষমতা লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলাটা ভুল। কারণ হিজরতের চারমাস পূর্ব থেকেই রাসূল (ছাঃ) সকলকে জানিয়েছিলেন যে, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, যা কালো পাথুরে মাটির মাঝে খেজুর বাগিচা সমৃদ্ধ এলাকা। তখন থেকেই মুসলমানগণ ইয়াছরিবে হিজরত করতে থাকেন। ...এক পর্যায়ে আবুবকরও ইয়াছরিবে চলে যেতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, 'থেমে যাও! আশা করছি যে, আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে' (*বুখারী হা/২২৯৭; ৩৯০৫*)।

অতঃপর হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় তিনি হাজূনে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসী ও বায়তুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ জনপদ ও আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র মাটিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মাটি। যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দেওয়া হ'ত, তাহ'লে আমি বেরিয়ে যেতাম না' (*তিরমিযী হা/৩৯২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/২৭২৫*)। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, মক্কাবাসীদের যুলুমের কারণে এবং আল্লাহ্র হুকুমে তিনি হিজরত করেছিলেন, রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। যদিও তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছায় পরবর্তীতে মদীনায় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন শেষনবী এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তার মাধ্যমে করাটা ছিল আল্লাহ্র একান্ত ইচ্ছা। আর রাষ্ট্রক্ষমতা ইসলামী বিধান সমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। কিন্তু সেটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত নয়।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল শুরু করার আগে আমি পীরের মাযারে কয়েক পশু দেওয়ার মানত করেছিলাম। এক্ষণে তা পূরণ করতে হবে কি?

- হাফেয আব্দুল আলীম, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত, নযর-নেয়ায করা বা যবেহ করা শিরক। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল ... আর যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় এবং তীর্থকেন্দ্রে যে সব পশু যবেহ করা হয়'... (*মায়েদা ৩*)। অতএব এক্ষেত্রে মানত পুরণ করতে হবে না (*মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৭-২৮ 'নযর' অধ্যায়*)।